পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 25 Wednesday, 25 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা ❋ ৯ পৌষ ১৪৩১, বুধবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘সিবিআই যখন জানত সেমিনার রুমে কিছু ঘটেনি আদালতে বলেনি কেন?’

‘তালা’ ঝোলাতে সিজিও-তে হাজির ডাক্তার-নার্সরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করেছিল আইএমএ-এর রাজ্য শাখা। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ শান্তনু সেন। মঙ্গলবার আরও একাধিক চিকিৎসক সংগঠন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করল আরজি কাণ্ডের বিচার চেয়ে। প্রতীকী তালা নিয়ে সেই অভিযান করে তাঁদের দাবি, দ্রুত বিচার না দিতে পারলে সিবিআই অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত। আইএমএ-র অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। প্রতিনিধি দল নিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলেন শান্তনু সেন। কিন্তু মঙ্গলবার ডাক্তারদের একাধিক সংগঠনের এই অভিযান পুলিশ আটকালে ব্যাপক উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সিজিও কমপ্লেক্সের বাইরে পুলিশি ব্যারিকেড করা ছিল। ফটকে তালা ঝুলছিল। সেখানে মিছিল পৌঁছতেই তা আটকানো হয়। এরপরই শুরু হয় বচসা। প্রতিবাদী সংগঠনগুলির দাবি, যারা প্রকৃত খুনি তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আর যারা জবাব চাইতে এসেছে তাঁদের আটকানো হচ্ছে। সিবিআই-কে কটাক্ষ করে তাঁদের বক্তব্য, এই সিবিআই অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত। বিচারের আশায় যারা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে অনাচার করা হচ্ছে। সিবিআই যদি সঠিক বিচার না দিতে পারে তাহলে তাঁদের দফতরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত। এভাবে চলতে পারে না। চিকিৎসদের একাংশের অভিযোগ, কলকাতা পুলিশ সিবিআই-কে কার্যত রক্ষা করছে। আর সিবিআই খুনিদের রক্ষাকর্তা হয়েছে। সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স

অভিযানে পোস্টার পড়েছিল ‘ইডি-সিবিআই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই...ফনা আছে, বিষ নাই... বাংলা ছেড়ে নাও বিদায়!’ মঙ্গলবারও কার্যত একই রকম পোস্টার দেখা যায়। তাতে লেখা, ‘সিবিআই সঠিক বিচার দাও, নইলে তালা ঝুলিয়ে বাড়ি যাও।’ আরজি কর কাণ্ডের ১০০ দিন পেরিয়ে গেছে। কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাকে গ্রেফতার করেছিল সেই সঞ্জয় রায়কেই মূল দোষী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সিবিআই। আর কাউকে গ্রেফতারই করা হয়নি। এদিকে চার্জশিট জমা দিতে না পারায় ইতিমধ্যে জামিন হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। সেই ইস্যুতে ক্ষোভ বেড়েছে সকলের। নতুন করে তাই পথে নামতে শুরু করেছেন ডাক্তার থেকে শুরু করে আমজনতা। মঙ্গলবারই কলকাতা হাইকোর্টে আরজি কর মামলা নিয়ে নতুন করে শুনানি ছিল। তবে এই মামলায় এখনই হস্তক্ষেপ করেনি হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছে, মামলার তদন্ত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে চলছে কিনা। কারণ এই বিষয় নিয়ে সিবিআই এবং নির্যাতিতার পরিবারের মত ভিন্ন। দুই উচ্চতর আদালতের নজরদারিতে মামলার তদন্ত চলছে কিনা তা স্পষ্ট হওয়ার পরই এই মামলা শুনবে হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। আগামী ১৫ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, সিএফএসএল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারা ইঙ্গিত দিচ্ছে ঘটনার অকুস্থল কোনও স্থানে হতে পারে। এমনকী, ওই সেমিনার রুমে চুপিসারে গিয়ে অপরাধ ঘটানো সম্ভব নয়। এরপরও কেন সিবিআই-এর মূল চার্জশিটে তদন্তের এই বিষয়গুলি সামনে এল না? আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এই বিষয়গুলি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। বিক্ষোভকারী এক ডাক্তারি ছাত্র বলেন, ‘‘ধর্ষকদের আড়াল করার চেষ্টা করেছিল কলকাতা পুলিশ। এখন সিবিআই। সিএফএসএল রিপোর্ট এসেছে ১১ই সেপ্টেম্বর। সেখানে বলা হচ্ছে তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে। তারপরও ৯০ কাটলেও সিবিআই চার্জশিট দিতে পারল না। এর ফলে সন্দীপরা রাস্তায় ঘুরছে। কালকে যদি আরও একটা এই ঘটনা ঘটে তার দায় কে নেবে? কাকে আড়াল করছে?’’ আরও এক স্বাস্থ্য কর্মী বলেন, ‘‘সিজিও-তে তালা দিতে এসেছি। ওরা তো কোনও কাজ করছে না। কাজের নামে প্রহসন করছে। তথ্য প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করছে।’’

১ বছর ধরে কী করছিলেন? রেশন দুর্নীতি মামলায় নতুন গ্রেফতারিতে প্রশ্ন আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালানোর প্রায় এক বছর দু'মাস পরে গ্রেফতারি নিয়ে বিচারকের প্রশ্নের মুখে ইডি। এদিনই রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ২ চালকল মালিক ও এক চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। এদিনই তাঁদের আদালতে তোলে ইডি। সেখানেই একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তিনজনকে সামনে রেখেই ইডি-র আইনজীবী বলেন, ‘‘এরা রেশন মামলায় অভিযুক্ত। গত ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং ডিজিটাল এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়।’’ এখানেই প্রশ্ন তোলেন বিচারক। কেন এক বছর পর গ্রেফতারি, সেই প্রশ্ন তোলা হয়। যদিও ইডির আইনজীবীর দাবি, এটা সময় সাপেক্ষ তদন্ত। সে কারণেই ১০ দিনের জন্য হেফাজতে চাই। পাল্টা যুক্তি দেন অভিযুক্তদের আইনজীবী। এক বছর আগে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। কিন্তু, এখন গ্রেফতার কেন, গ্রেফতারির পিছনে কী কারণ? ৩০ বার ইডি-র অফিসে গেলেও এতদিন পর কেন করা হল অ্যারেস্ট। বারবার সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপরই পাল্টা ইডির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন বিচারক। শেষ এক বছরে আপনারা একাধিক চার্জশিট দিয়েছেন, সেখানেও তো কিছুই বলেননি। এখন গ্রেফতার কেন? প্রশ্ন বিচারকের। পাল্টা ইডি-র আইনজীবী বলেন, ‘‘সম্প্রতি রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিযান চালানো হয়। সেই

সময় যে সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাতে দেখা গেছে চাল কল মালিক সুব্রত ঘোষের চাল কল থেকে সরকারি ধান প্রক্রিয়াকরণ এবং চাল বিক্রির টাকা তছরূপের পর তা গিয়েছে বালুর তিন সংস্থায়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী হৃতেশ চন্দকের সংস্থা থেকে বালুর কাছে টাকা গিয়েছে। অভিযানে একটি মেরুন ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে বালুকে পেমেন্ট করা হয়েছে উল্লেখ ছিল। হৃতেশ নিজেও মিল মালিক।’’ আদালতে তুলে ধরে ইডি। পাল্টা বিচারক বলেন, ‘‘আমি দেখতে চাই এই সংক্রান্ত কী এমন নথি পেয়েছেন আপনারা।’’ তা শুনে ইডি-র আইনজীবী বলে ওঠেন, ‘‘এদের মধ্যে একজন চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। উনি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কোম্পানির যাবতীয় অ্যাকাউন্ট উনি দেখভাল করতেন। উনি হচ্ছেন এই মামলার একজন অন্যতম প্লেয়ার।’’ যা দেখে বিচারকের পর্যবেক্ষণ, এটা একটা ইউনিক কেস, যেখানে গ্রেফতারির এক বছর আগে নথি সংগ্রহ হয়েছে। ইডির দাবি, চাটার্ড অ্যাকান্ট্যান্ট শান্তনু ভট্টাচার্য বালুর হয়ে সমস্ত হিসেবে-নিকেশ রাখতেন। এমনকি দুর্নীতির টাকা তাঁর কাছেও গিয়েছে। ইতিমধ্যে ইডিকে উনি ২.৪ কোটি টাকা ডিমান্ড ড্রাফট করে ফেরত দিয়েছেন কারণ ওটা বালুর টাকা।

প্রভাবশালী তত্ত্বে ফের খারিজ পার্থদের জামিন! কোর্টের প্রশ্নের মুখে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে সিবিআইয়ের মামলায় জামিন নিয়ে বিচারপতিদের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় মামলাটি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর একক বেঞ্চে পাঠিয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। মঙ্গলবার ওই মামলায় পার্থ-সহ শিক্ষা দফতরের অভিযুক্ত প্রাক্তন পাঁচ পদস্থ কর্তার জামিন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘এরাঁ প্রত্যেকেই পদে ছিলেন। পদে থেকে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।’ বিচারপতি এও বলেন, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যরা চাকরি করলে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। বস্তুত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এদিনও প্রভাবশালী ‘তত্ত্বে’ পার্থ-সহ শিক্ষা দফতরের এই পাঁচ প্রাক্তন কর্তার জামিনের বিরোধিতা করা হয়। অন্যদিকে চার্জ গঠনের মামলায় এদিন ফের আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েছে আর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সোমবারই চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবারও এ ব্যাপারে আদালতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে পারেনি ইডি। এতেই ক্ষুব্ধ বিচারপতি ইডিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন, ‘‘বুধবারের মধ্যে আদালতে সমস্ত নথি পেশ করতেই হবে। প্রয়োজনে সারারাত বসে কাজ করুন।’’ সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির মামলায় আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এরপরই সিবিআই মামলা থেকেও জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন পার্থ-সহ ন'জন। ২০ নভেম্বর ওই মামলায় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চে মতান্তর তৈরি হয়। কৌশিক ঘোষ, শেখ আলি ইমাম, সুব্রত সামন্ত রায় এবং চন্দন ওরফে রঞ্জন মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করলেও পার্থ-সহ শিক্ষা দফতরের বাকি পাঁচ প্রাক্তন আমলার জামিন নিয়ে সহমতে পৌঁছতে পারেননি দুই বিচারক। এরপরই মামলাটি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর একক বেঞ্চে পাঠিয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এদিন তিনি পার্থ ছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা দফতরের প্রাক্তন চার কর্তা সুবীরেশ ভট্টাচার্য, অশোক সাহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং শান্তিপ্রসাদ সিংয়ের জামিন ফের নাকচ করে দিয়েছেন। এর আগে জামিন পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী হিসাবে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। পার্থ নিজেও জামিনের জন্য কম আর্জি জানাননি। আশায় বুক বেঁধেছিলেন হয়ত এবার জামিন মিলবে। কিন্তু এবারও হল না। এর আগে পার্থর জামিন নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারুপতি দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা এই মামলা পাঠিয়ে দেন তৃতীয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর কাছে। মামলায় শুনানি শেষ হলেও রায় দান স্থগিত ছিল। তবে হল না জামিন। এ দিন আদালতে বিচারপতি বক্তব্য ছিল, অভিযুক্তদের ছেড়ে দিলে ছাত্রদের উপর অবিচার হবে। একজন মন্ত্রীর যে দুর্নীতি সামনে এসেছে, আজ তাঁকে ছেড়ে দিলে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এর প্রভাব পড়বে। এই কারণেই মূলত পাঁচজনের জামিন খারিজ করেন বিচারপতি। বস্তুত, ইডির মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন পার্থ। তবে সিবিআই-এর দায়ের করা মামলায় জামিন খারিজ তাঁর।

বড়দিনের রাতে মদ্যপ ড্রাইভারদের ধরতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফাঁদ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ ক্রিস্টমাসের উন্মদনায় ইতিমধ্যেই মেতে উঠেছে বঙ্গবাসী। হাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা! ক্যালেন্ডাল বলছে পাতা উল্টালেই ২৫ ডিসেম্বর। বড়দিনের সাজে সেজে উঠেছে গোটা কলকাতা। দিকে দিকে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সেলিব্রেশন। রূপ বদলে নববর্ষের প্রহর গুনতে শুরু করে দিয়েছে চার্চগুলি। এদিকে উৎসবের শহরে নিরাপত্তায় পুরোদমে জোর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, এদিন রাতে শহরে থাকছে হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী। তবে ২৫ ডিসেম্বর সংখ্যাটা দ্বিগুণ হতে চলেছে। বড়দিনে শহরে থাকতে পারে ২ হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী। সাধারণ পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি থাকছেন ডিসি পদমর্যদার ৮ অফিসার। র‍্যাডার থেকে কোনও অংশ যাতে বাদ না পড়ে সে কারণে শহরের নানা প্রান্তে থাকছে ১১টা ওয়াচ টাওয়ার। একইসঙ্গে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় দ্রুত অ্যাকশন নেওয়ার জন্য থাকছে ৩টি কিউআরটি। তপর থাকছে ৪০টি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ। থাকবে এইচআরএফসি। বাড়ানো হয়েছে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা। শহরে মহিলাদের নিরাপত্তায় জোর দিতে থাকছে উইনার্স টিম। বাড়ানো হয়েছে মহিলা পুলিশের সংখ্যা। মার্কুই স্ট্রিট ও বেশ কিছু জায়গায় সাদা পোশাকের পুলিশ সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থাকছে। নাকা পয়েন্ট থাকছে গোটা শহরজুড়েই। মদ খেয়ে যাতে কেউ গাড়ি না চালান, পা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটনা সে কারণেও থাকছে বিশেষ নজর। দুর্গাপুজোর মতো জোর দেওয়া হচ্ছে নাকা চেকিংয়ে। বিশেষ নজরদারির দায়িত্বে থাকছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার ৩০ পুলিশ কর্তা। থাকছেন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার ২৭ পুলিশ কর্তা। থাকছেন সাব-ইনস্পেকটর পর্দমর্যাদার ২৫০ পুলিশ কর্মী।

জম্মু ও কাশ্মীরে নিহত ৫ জওয়ান! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩৫০ ফুট গভীর খাদে সেনার গাড়ি

জম্মু, ২৪ ডিসেম্বরঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমতল থেকে ৩৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ল সেনা বাহিনীর গাড়ি। শেষ পাওয়া খবর অনুয়ায়ী, ঘটনায় ৫ জন জওয়ান নিহত হয়েছেন। আরও ৫ জন জওয়ান গুরুতর জখম। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চের বালনোই এলাকায়। ইতিমধ্যে আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থা সূত্রের খবর, এদিন ১০-১১ জন জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে নীলম সদর দফতর থেকে বালনোইয়ের ঘোরা পোস্টের দিকে যাচ্ছিল ১১ এমএলআই-এর সামরিক গাড়িটি। ওই পোস্টের কাছেই একটি বাঁক ঘুরতে গিয়ে আচমকা গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। চোখের নিমেষে রাস্তা থেকে প্রায় ৩৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় সামরিক গাড়িটি। পোস্টের কাছেই দুর্ঘটনাটি ঘটায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার কার্য শুরু করেন অন্য জওয়ানরা।

আরজি কর-এর সেমিনার হলে ধর্ষণের প্রতিরোধের কোনও চিহ্ন নেই, সিএফএসএল-এর রিপোর্টে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্টে আরজি কর-কাণ্ডে নয়া মোড়। সিএফএসএল-এর রিপোর্ট চাঞ্চল্য। ১২ পাতার রিপোর্টে বলা হয়েছে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চার তলার সেমিনার রুমে প্রতিরোধের কোনও চিহ্ন মেলেনি। অর্থাৎ ঘটনাস্থল সেমিনার কক্ষ নয়। অন্যত্র ধর্ষণ ও খুনের পর দেহ এনে রাখা হয়েছিল সেমিনার হলে। এমনকি কাঠের পাটাতনের উপর রাখা যে বিছানা থেকে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেখানেও ধস্তাধস্তির প্রমাণ মেলেনি। কোনও প্রতিরোধের চিহ্ন খুঁজে পাননি কেন্দ্রের ফরেন্সিক দল। আরজি কর-কাণ্ডের পর অনেকেই

ঘটনাস্থল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এটা সাজানো ক্রাইম সিন বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। ওই পড়ুয়া চিকিৎসককে অন্যত্র ধর্ষণ ও খুনের পর চারতলার সেমিনার হলে ফেলে রাখা হয়েছিল বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। কার্যত সেই সন্দেহই সত্যি বলে উঠে এল কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্টে। কিন্তু, এখন প্রশ্ন হল, কোন সেমিনার হলকে ক্রাইম সিন হিসেবে দেখানো হল? এই ঘটনায় একমাত্র ধৃত অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে কি অন্য কেউ জড়িত ছিল? গোটা বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। অপরাধ স্থল বদলে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। চলতি বছর ৯ আগস্ট আরজি করের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় পড়ুয়া চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। প্রাথমিক ভাবে ঘটনার তদন্তভার নেয় কলকাতা পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। ছেড়া হেডফোনের টুকরো, নির্যাতিতার আইডেন্টিটি কার্ড-সহ অন্তত ৪০টি জিনিস উদ্ধার হয় ঘটনাস্থল থেকে। যার অধিকাংশই ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় সিএফএসএলে। পরে অবশ্য কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তেভার তুলে দেওয়া হয় সিবিআই-এর হাতে। সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করার পরই সিএফএসএলের সাহায্য চায়। গত ১৪ আগস্ট আরজি করে আসেন সিএফএসএলের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা। ক্রাইম সিন পরিদর্শন করে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন তাঁরা। তার ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট। আরজি কর-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। তবে, তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হন। রিমান্ড লেটারে বলা হয়, অপরাধস্থল সুরক্ষিত রাখতে কোনও পদক্ষেপই করেননি তাঁরা। এই ঘটনার পরই সেমিনা রুমের একাধিক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায় সেমিনার হলের ভিতরে অনেক জড়ো হয়েছেন। যা প্রমাণ নষ্টের অভিযোগকে আরও জোরালো করে তুলেছে।

‘আড়াই প্যাঁচে’ রাহুল, সংসদে ধস্তাধস্তি-কাণ্ডে ক্রাইম সিনের পুনর্নির্মাণ করবে তদন্তকারীরা

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বরঃ আরও বিপাকে রাহুল। সংসদ চত্বরে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে তদন্তে নামল দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল, জানতে ক্রাইম সিনে গিয়েই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করবে তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে, সংসদ চত্বরে অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল উৎপল কুমার সিংকে চিঠি পাঠিয়ে অনুমতি চেয়েছে তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে চাওয়া হয়েছে ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজও। গত সপ্তাহে অম্বেদকর ইস্যুতে উত্তেজনা ছড়ায় সংসদ চত্বরে। সংসদের মকরদ্বার দিয়ে মিছিল করে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেই কংগ্রেস সাংসদদের রুখে দেয় বিজেপি সাংসদরা। প্রথমে বচসা, তারপর ধাক্কাধাক্কি থেকে

শুরু হয়ে যায় হাতাহাতিও। এই উত্তেজনার মাঝেই নাকি প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গি নামে এক বিজেপি সাংসদকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় রাহুল গান্ধি, অভিযোগ এমনটাই। আহত হন আরেক বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুতও। উল্লেখ্য, তৎক্ষণাৎ রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গতকাল দিল্লির আরএমএল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় সংসদে ধস্তাধস্তিতে আহত দুই বিজেপি সাংসদ। সেই ভিত্তিতেই তাদের বয়ান রেকর্ডের সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। কিন্তু ছাড়া পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান তারা। ফলত, বয়ান রেকর্ড করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেই বয়ান রেকর্ড করবে তদন্তকারীরা। সংসদে ধস্তাধস্তির ঘটনায় যখন রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে বিজেপি। সেই পরিস্থিতিতে চুপ করে কিন্তু বসে থাকেনি কংগ্রেস। তাদের এক দল সাংসদ গোটা ঘটনার ভিত্তিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করে এবং সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য প্রকাশ্যে আনার দাবি তুলে লোকসভা অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে তদন্তের আর্জি জানায় তারা।

যাদবপুরে সমাবর্তন নিয়ে আবার গন্ডগোল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ এই মুহূর্তে রাজ্য ও রাজ্যপাল সম্পর্ক অনেকটা স্থিতিশীল হলেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক এখনও তিক্ত। মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ফের টানটান নাটক। সকাল থেকেই প্রশ্ন ছিল, আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস উপস্থিত থাকবেন কি না। সমাবর্তন নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল রাজভবন। আচার্যের জন্য অপেক্ষাও করা হয় বেশ কিছুক্ষণ। পতাকা উত্তোলন করতে গিয়েও থমকে যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আচার্য আসবেন কি না, এই সংশয়ে থমকে ছিল পুরো প্রক্রিয়াই। সেই পরিস্থিতিতেই রাজ্যপাল ছাড়াই শুরু হয়ে যায় সমাবর্তন।

কোন ‘সেফ প্যাসেজ’ ব্যবহার করে বাংলায় ঢুকছে জঙ্গিরা? সামনে এল সেই রুট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ বাংলায় জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ। বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, কামালগাজি মোড় থেকে ক্যানিং হয়ে গোসাবার রাস্তা জঙ্গি দখলে। মৎস্যজীবীদের সঙ্গেই মিশে বাংলায় ঢুকছে জঙ্গিরা। ভারতীয় মৎস্যজীবীদের খাদ্যাভ্যাস, তাঁদের আদবকায়দা রপ্ত করছে জঙ্গিরা। এরপর তাঁদের দলে ভিড়েই ঢুকে পড়ছে বাংলায়। চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন শুভেন্দু। তাঁর আরও দাবি, গ্রেফতার হওয়া সব জঙ্গির যোগ বাংলার সঙ্গে। সম্প্রতি ক্যানিং থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে জাভেদ মুন্সি। গোয়েন্দারা আরও মনে করছেন, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার নির্দেশেই এ রাজ্যে এসেছিল ক্যানিং থেকে ধৃত জঙ্গি জাভেদ মুন্সী। এদিকে, আবার লালবাগে ধৃত বাংলাদেশির সঙ্গেও জঙ্গি যোগের অনুমান করছেন গোয়েন্দারা। আর এরপরই বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ৮ জন জঙ্গি ধরা পড়ে, তাদের সঙ্গে লিঙ্ক রয়েছে বাংলার। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে, কামালগাজির মোড় থেকে যে রাস্তা ক্যানিং হয়ে গোসাবার ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে, এই

রাস্তদুটো জঙ্গিদের হাতে চলে গিয়েছে। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে।’’ শুভেন্দু ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘‘১৩টা দ্বীপ রয়েছে এই গোসাবাতে। একটা দ্বীপে বিএসএফ-এর একটা ক্যাম্প রয়েছে। বাকি কোথাও কেউ নেই। ভাষা পোশাক-সব রপ্ত করছে ওরা। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মিশে গোসাবার দ্বীপগুলো হয়ে ক্যানিং, বারুইপুর, কামালগাজি হয়ে ভারতে ঢুকে পড়ছে। অথবা বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে সায়েন্স সিটি হয়ে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলা পুরো মুক্তাঞ্চল হয়ে গিয়েছে।’’ আর এর জন্য যে ভারতীয় পুলিশ-প্রশাসনের নীচু তলার কর্মীরা জড়িত রয়েছে, মদত দিচ্ছে, সেটাও আগে স্পষ্ট হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে। সে তথ্য তুলে ধরেই শুভেন্দু বলেন, ‘‘এখানকার পুলিশ টাকা তুলতে আর তৃণমূলের হয়ে ভোট লুঠ করতে ব্যস্ত। আর যদি নাম লাল্টু শেখ কিংবা আব্দুল মান্নানের মতো হয়, জাভেদ মুন্সির মতো হয়, যদি নামে ছোঁয়া থাকে, তাহলে গ্রেফতার করা তো দূরের কথা...।’’ বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লিগ-২ সরকার চলছে। এদের জন্যই রাজ্য জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। জঙ্গিবাদ মৌলবাদ বাঁচিয়ে রেখেছে মমতা বন্দ্যোপোধ্যায়ের সরকার।’’ ২০২২ বারুইপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে লাল্টু শেখ ও আব্দুল মান্নানকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এরাজ্যে ঢোকার পর নামও বদলে ফেলেছিল জঙ্গিরা। তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড ও ১৭টা ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ওই প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, ‘‘নামের সঙ্গে শেখ বা মান্নান ছোঁয়া থাকলে গ্রেফতার করা তো দূরের কথা মাথায় হেলমেটও লাগবে না! কারণ, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনীতি করতেই ব্যস্ত তৃণমূলের সরকার।’’ জঙ্গি প্রসঙ্গে এদিন বিধানসভার বাইরে এভাবেই শাসকদলকে কাঠগোড়ায় তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। এখন দেখার এ ব্যাপারে শাসকদল কী বলে।

সিবিআই-এর এখন মেরুদণ্ড প্রয়োজন! আরজি কর তদন্ত নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন অনিকেতরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ প্রতীকী মেরুদণ্ড নিয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। লালবাজার অভিযান হয়েছিল। তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল শহর। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, পুলিশের মেরুদণ্ড নেই। তারা তদন্তে গাফিলতি করছে। পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের চাপে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। বর্তমানে সিবিআই-এর মেরুদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রতিবাদীরা। আরজি কর কাণ্ডের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো। এক সময় যিনি পুলিশের দক্ষতা এবং ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আরজি কর ঘটনার তদন্তে সিবিআই-এর দাবি জোরালো করেছিলেন, তিনিই এখন সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। প্রশ্ন তুললেন, ১০০ দিন পার হয়েছে নৃশংস ঘটনার। এতদিন ধরে সিবিআই তদন্তও করছে। কিন্তু আদতে তাঁরা কী করছেন? অনিকেতের বক্তব্য, ‘‘কলকাতা পুলিশের অসদর্থক ভূমিকা দেখে, অপদার্থতার ভূমিকা দেখে সিপিকে মেরুদণ্ড দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, মেরুদণ্ড সোজা করতে। সেই মেরুদণ্ড আজকে সিবিআই-এর কাছে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।’’ দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা, তার যদি আজ এই অবস্থা হয় তাহলে বিচারের কী হবে, কার্যত এই প্রশ্নই তুলেছেন অনিকেত। ইতিমধ্যে পরপর দু-দিন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান হয়েছে। একাংশের অভিযোগ, কলকাতা পুলিশ সিবিআই-কে কার্যত রক্ষা করছে। আর সিবিআই খুনিদের রক্ষাকর্তা হয়েছে। সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানে পোস্টার পড়েছিল ‘ইডি-সিবিআই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই...ফনা আছে, বিষ নাই... বাংলা ছেড়ে নাও বিদায়!’ মঙ্গলবারও কার্যত একই রকম পোস্টার দেখা যায়। তাতে লেখা, ‘সিবিআই সঠিক বিচার দাও, নইলে তালা ঝুলিয়ে বাড়ি যাও।’

জ্বরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বিল ক্লিন্টন, পর্যবেক্ষণে রয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ২৪ ডিসেম্বর ঃ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেঃট বিল ক্লিন্টন। সোমবার (আমেরিকার স্থানীয় সময়) ওয়াশিংটন ডিসির একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আপ্ত সহায়ক জানিয়েছেন, তাঁর কিছু রক্ত পরীক্ষা হবে। আপাতত চিকিসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সি প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের চিকিৎসার জন্য গড়া হয়েছে মেডিক্যাল বোর্ড। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, তা জানা যায়নি।

৭০-তম বিপিএসসি পরীক্ষা পুনরায় নেওয়ার দাবিতে অন। শিক্ষার্থীরা, আন্দোলনে শামিল পাপ্পু

পাটনা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ৭০-তম বিপিএসসি পরীক্ষা পুনরায় নিতে হবে, এই দাবিতে অন। শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবারও নিজেদের অনি র্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এদিন শিক্ষার্থীদের এই অনশনে যোগ দেন পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। তিনি বলেছেন, আমরা চাই সমস্ত বিরোধী সাংসদ এবং বিধায়করাও এখানে আসুক, বিহার জুড়ে শাসকদলের সাংসদ এবং বিধায়কদের বাড়ির বাইরে অবস্থান নিক জনতা। এটা রাজনীতি নয়, তাঁরা প্রতিবাদ করছেন। তাঁদের একটাই দাবি, পরীক্ষা আবার নেওয়া হোক।

২৫ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশে সফর প্রধানমন্ত্রীর, উদ্বোধন করবেন একাধিক প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি খাজুরাহোতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ জাতীয় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, জাতীয় দৃষ্টিকোণ পরিকল্পনার অধীনে দেশের প্রথম নদী সংযোগ প্রকল্প। এই প্রকল্পটি মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় সেচ সুবিধা প্রদান করবে যা লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তি

সুলতানপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ গত সোমবার রাতে গোসাইগঞ্জ এলাকার লখনউ-বালিয়া সড়কে চিনিকলের কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক্টরকে। এতে ঘটনাস্থলেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয.অপরজন।মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, সোমবার রাতে গোসাইগঞ্জ এলাকার লখনউ-বালিয়া সড়কে চিনিকলের কাছে অল্টো গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক্টরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির নাম উদিত কুমার সিং

বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এমন ভাষায় হওয়া উচিত যা কৃষকরা বুঝতে পারেন ঃ শিবরাজ চৌহান

পুণে, ২৪ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সোমবার পুনে-র গোখলে ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের প্ল্যাটিনাম জুবিলি কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময়

শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমাদের এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, গবেষণাগারে করা গবেষণা মাটি পর্যন্ত পৌঁছয়। এ জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। আমরা দূরদর্শনে 'আধুনিক কৃষি চৌপাল' নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করছি, যেখানে কৃষক এবং বিজ্ঞানীদের আলোচনার জন্য একত্রিত করা হবে। আমাদের বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের মধ্যে দূরত্ব শেষ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলি এমন ভাষায় হওয়া উচিত যা কৃষকরা বোঝে। আমাদের অগ্রাধিকার হল উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

কালোবাজারি রুখতে আরো কড়া আইন প্রণয়ন চান খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ভোক্তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে আরো কড়া আইন প্রণয়ন চান খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এই ক্ষেত্রে এসেন্সিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট- কে মন্ত্রিসভার অনুমোদন দিয়ে বিল আকারে বিধানসভায় উথাপন করে পাস করিয়ে নিতে চান তিনি। মঙ্গলবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে জাতীয় ভোক্তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই অভিমত ব্যক্ত করেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।ভারতবর্ষে ১৯৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট চালু হয়। অনার্য বাণিজ্য অনুশীলনের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল এই আইন। সেই থেকে প্রতিবছর ২৪ ডিসেম্বর দিনটিকে

জাতীয় ভোক্তা দিবস হিসেবে সারা দেশে পালন করা হয়। মঙ্গলবার জাতীয় ভোক্তা দিবস উদযাপন উপলক্ষে খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক মানিক দাস, আইন সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এসেন্সিয়াল কমোডিটি অ্যাক্টে পরিবর্তন আনতে চায় খাদ্য দপ্তর। কিন্তু এটি ভারত সরকারের অধীন কনকারেন্স লিস্টে রয়েছে। যতক্ষণ ভারত সরকার এই আইন পরিবর্তন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারবো না।এক্ষেত্রে তিনি বলেন, এসেন্সিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট-কে মন্ত্রিসভার অনুমোদন দিয়ে বিল আকারে বিধানসভায় উথাপন করে পাস করিয়ে কালোবাজারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, এই ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। আর ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

ফিরে দেখাঃ২০২৪-এ বেশ কিছু সুখ স্মৃতি রয়েছে ভারতীয় ক্রীড়াজগতে

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আর কয়েকটা দিন বাদেই বিগত হচ্ছে ২০২৪ সাল। বিগত বছরটাতে বেশ কিছু সুখ স্মৃতি রয়েছে ভারতের খেলার দুনিয়ায়। দেশকে গর্বিত করেছেন একঝাঁক ভারতীয়। টি-২০ বিশ্বকাপ জয় থেকে শুরু করে গুকেশের দাবার বোর্ড মাতিয়ে বিশ্বজয়। বছর শেষে একবার ফিরে তাকানো যাক ভারতের সাফল্যের দিকগুলোতে ।টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতঃধোনির নেতৃত্বে ২০০৭ সালে প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। তারপর দীর্ঘ ১৭ বছর পর চলতি বছরে টি-২০তে বিশ্বসেরা হল রোহিত শর্মার ভারত। গোটা টুর্নামেঃ টই দুর্দান্ত খেলেছে মেন ইন ব্লু। পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিযার মতো প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসদের ফাইনালে ভারত দক্ষিণ আফ্রিককে এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছে। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হারের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে খুশির জোয়ারে ভেসেছে গোটা দেশ।কনিষ্ঠতম দাবাড়ু গুকেশের ইতিহাসঃচলতি বছরের ডিসেম্বরে ৬৪ খোপের যুদ্ধে ইতিহাস গ।লেন চেন্নাইয়ের ডি গুকেশ। কনিষ্ঠতম দাবাড়ু, মাত্র ১৮ বছর বয়সেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন এই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চিনা প্রতিপক্ষ ডিং লিরেনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে দাবার দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন এই ভারতীয় তরুণ দাবাড়ু। এই টুর্নামেন্টে হারিয়েছেন গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লিরেনকে। কনিষ্ঠতম হয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভের নজির ভেঙে। আর বিশ্বনাথন আনন্দের পর গুকেশই দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন। আর এই বছরেই দাবা অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত, সেই দলের সদস্যও ছিলেন গুকেশ। প্যারিস অলিম্পিক উজ্জ্বল মনু ভাকেরের জন্যঃএবারের প্যারিস অলিম্পিক ভারতের কাছে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। ভারত পেয়েছে ছয়টি পদক, পাঁচটি ব্রোঞ্জ, একটি রৌপ্য। এবার সবচেয়ে বড় দল পাঠিয়েও অলিম্পিক থেকে ভারত এই সাফল্য পেয়েছে।কিন্তু এই অলিম্পিক হরিয়ানার এই মহিলা শুটার মনু ভাকেরের জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কারণ এই অলিম্পিকে দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন তিনি। এটি স্বাধীনতার পর প্রথম এবং ভারতের অলিম্পিক ইতিহাসে দ্বিতীয়, যদি ১৯০০ প্যারিস অলিম্পিকে নরম্যান প্রিচার্ডের দুটি রৌপ্য ধরা হয়।ভাকের মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে একটি পদক জিতেছেন এবং অন্যটি ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে সরবজোত সিং-এর সাথে। সবরজোতও হরিয়ানার বাসিন্দা। প্যারালিম্পিকে ভারত পেল সর্বকালের সেরা সাফল্যঃএবার প্যারালিম্পিকে নতুন নজির গ।ল ভারতীয় কন্টিনজেন্ট। সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স করে ভারতের ঘরে এসেছে মোট ২৯টি পদক। মোট ৭ জন ভারতীয় অ্যাথলিট সোনা জিতেছেন। ভারতের পদক তালিকায় এসেছে ৯ রুপো এবং ১৩ ব্রোঞ্জও। পদক তালিকায় ১৮ নম্বরে শেষ করেছে ভারত।গত ১১টি প্যারালিম্পিকে মোট ১২টি পদক জিতেছিল ভারত। কিন্তু নতুন দশকে পর পর দুইপ্যারালিম্পিকে তৈরি হল ইতিহাস। টোকিওতে মোট ১৯ পদক জিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছিল ভারত। তিন বছর পর সেই পদক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৯। অর্থাৎ আগের ১১টি প্যারালিম্পিকে যেখানে মাত্র ১২টি পদক ছিল ভারতের ঝুলিতে। সেখানে শেষ দুই প্যারালিম্পিকে পদকের সংখ্যাটা দাঁড়াল তাঁর চারগুণ, অর্থাৎ ৪৮। এই সংখ্যাটাই কিন্তু প্যারালিম্পিকে ভারতের সাফল্যের ছবিটা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। পদক সংখ্যা থেকে পদক তালিকায় স্থান, সব জায়গাতেই প্যারিস অলিম্পিকে রেকর্ড গড়েছে ভারত।আইসিসিতে ভারতের জয়ঃদীর্ঘদিন সামলেছেন বিসিসিআই সচিবের দায়িত্ব। এরপর বছরের শেষে এসে ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে আইসিসির ইতিহাসে কনিষ্ঠতম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন অমিত শাহর পুত্র জয় শাহ। এই পদের নির্বাচনে মনোনয় দেননি আর কোনও বোর্ড কর্তা। ফলে বিনা প্রতিদ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ভারতের জয়ই। ক্রিকেট যেন বিশ্বজুড়ে আরও ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য দিতে চান জয় শাহ। চেয়ারম্যানের কুর্সিতে বসেই বিরাট সাফল্য পেলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে চলতে থাকা বিরোধ মিটিয়ে । হাইব্রিড মডেলে খেলার জন্য ভারত-পাকিস্তানকে রাজি করিয়েছেন জয় শাহর আইসিসি। আর আগামী দিনে ক্রিকেট যেন পাকাপাকিভাবে অলিম্পিকে থাকে, সে জন্যও চেষ্টা করে যাচ্ছেন জয়।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৪ডিসেম্বরঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করে।

জাতীয় উপভোক্তা দিবসে উপভোক্তাদের সচেতন হওয়ার আবেদন মোহন যাদবের

ভোপাল, ২৪ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার জাতীয় উপভোক্তা দিবস। প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় উপভোক্তা দিবস পালিত হয়। উপভোক্তাদের তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব জাতীয় উপভোক্তা দিবস উপলক্ষে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি আম জনতাকে এই বিষয়ে সচেতনতার আবেদনও জানিয়েছেন। মোহন যাদব বলেন, উপভোক্তারাই অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি। জাতীয় উপভোক্তা দিবস

আমজনতাকে উপভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। উপভোক্তারা সতর্ক হলে বাজারে গুণমানসম্পন্ন পরিষেবা, সুযোগ-সুবিধা ও পণ্য পাওয়া যাবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতিও হবে বলে জানান তিনি।

শুরু ৩৭ তম বিষ্ণুপুর মেলার পর্যটন, সংস্কৃতি ও হস্তশিল্প উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃমন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর মেলা প্রতি বছরের মতো এ বছরও ২৩ শে ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে। এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে বিষ্ণুপুর শহর পরিক্রমা করে শিবদাস সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিকা বৃন্দ। এছাড়াও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিষ্ণুপুর মহাকুমার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।এই বিশেষ র‍্যালিটি বিষ্ণুপুর হাইস্কুল মেলা প্রাঙ্গণে এসে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে যোগদান করে। র‍্যালিটির পরিচালন দায়িত্বে ছিলেন শিবদাস বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী সুপর্ণা পাল এবং ঝর্ণা সামন্ত মহাশয়া। ৩৭ তম বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধন করলেন বাঙালি শিল্পী ,অভিনেতা ও প্রযোজক ইন্দ্রনীল সেন মহাশয়। মেলা চলবে ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার মাঠে থাকছে টেরাকোটা ও অন্যান্য হস্তশিল্পের চমক পদ আকর্ষণ। ২৩ শে ডিসেম্বরের বিশেষ আকর্ষণ ফকিরা বাংলা ব্যান্ডের শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান। ২৪ শে ডিসেম্বর বিষ্ণুপুর মেলায় গানের সুরের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাভাসাতে যদুভট্ট মঞ্চে উপস্থিত থাকছেন জয়তী চক্রবর্তী।ড্এছাড়া ২৪ ডিসেম্বরের অপর একটি আকর্ষণ হল ট্রাইবাল ফ্যাশন শো। উপস্থিত থাকবেন শ্রীমতী জোস্না মান্ডি, মাননীয়া প্রতিমন্ত্রী, খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তর ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার।আগামী ২৫শে ডিসেম্বর বিষ্ণুপুর মেলার বড়দিনের শীতল স্রোতে হাজার হাজার মন মাঝি র ডিঙিতে চড়ে দুই পৃথিবীকে মেলাবেন জি গাঙ্গুলী ও ট্রুপ।২৬ শে ডিসেম্বর রামানন্দ মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করবেন জি বাংলা সারেগামাপা ২০১৪ চ্যাম্পিয়ন অন্বেষা দত্ত গুপ্ত। ২৭শে ডিসেম্বরের বিশেষ আকর্ষণ বলিউড সুপারস্টার মমতা শর্মা। ২৮ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে যাত্রাপালা নরনারায়ণ। উপস্থাপনায় বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসন। ২৯শে ডিসেম্বর ক্যাম্প ফায়ারের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর মেলার সমাপ্তি ঘোষণা।

বিবাদী বাগে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ব্যক্তির

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বিবাদী বাগ এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার সাতসকালে এই ঘটনাটি ঘটে।জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ন'টা নাগাদ বিবাদী বাগ এলাকা দিয়ে স্কুটি নিয়ে আসছিলেন ওই ব্যক্তি। হঠাই রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় দ্রুতগতির বাস এসে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান তিনি। ওই বাসেই চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।ঘটনার ফলে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাসের তলা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে মৃতের নাম পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই ঘাতক বাসটিকেও আটক করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় বিজেপির ৬০টি মন্ডলের সভাপতিদের নাম ঘোষণা, অধিকাংশই নতুন মুখ, রয়েছেন দুই নারী নেত্রী

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির ৬০টি মন্ডল কমিটির সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন মুখ আনা হয়েছে। এবারই প্রথমবারের মত দুজন মহিলা নেত্রীকে মন্ডল সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত করা হযেছে। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ৬০টি মন্ডল কমিটির সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন প্রদেশ বিজেপির স্টেট রিটার্নিং অফিসার এস সি দেব।সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান। প্রদেশ বিজেপির অধীন ৬০টি মন্ডল কমিটির মনোনীত সভপতিদের নাম ঘোষণা করা হল। সোমবার সকালে রাজ্য বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৬০টি মন্ডল কমিটির সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির স্টেট রিটার্নিং অফিসার এস সি দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার বিপিন দেববর্মা।এদিন প্রদেশ বিজেপি স্টেট রিটার্নিং অফিসার এস সি দেব সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এসসি, এসটি, ওবিসি এবং জেনারেল সমস্ত অংশের প্রতিনিধিদের রাখা হযেছে। নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতিরা যেন সকল অংশের জনগণের সাথে মিলেমিশে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে পারে সেই লক্ষ্যেই এমনটা করা হযেছে বলে জানান তিনি।তিনি আরো জানান, এবারই প্রথমবারের মত দুজন মহিলা নেত্রীকে মন্ডল সভানেত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতিরা দলকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যেতে পারবেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে আশা ব্যক্ত করেন প্রদেশ বিজেপির রিটার্নিং অফিসার এস সি দেব।প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম যে দুজন মহিলা নেত্রীকে মন্ডল কমিটির সভানেত্রী করা হয়েছে তারা হলেন ১৩ প্রতাপগড় মন্ডল কমিটির সভানেত্রী স্বপ্না দাস এবং ৪৫ কমলপুর মন্ডল কমিটির সভানেত্রী সম্পা দাস। এছাড়া ঘোষিত মন্ডল সভাপতিদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন মুখ ।এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার নির্বাচনী কেন্দ্র ৮ টাউন বড়দোয়ালি মন্ডল কমিটির সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, ৯ বনমালীপুর মন্ডল কমিটির সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী, ২ মোহনপুর মন্ডল কমিটির সভাপতি কার্তিক আচার্য, ১০ মজলিশপুর মন্ডল কমিটির সভাপতি রণজি রায় চৌধুরী, ৬ আগরতলা মন্ডল কমিটির সভাপতি তপন ভট্টাচার্য এবং ৭ রামনগর মন্ডল কমিটির নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য।

প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ৪০-৪৫ কোটি ভক্ত আসবেন, আশাবাদী মন্ত্রী নন্দগোপাল গুপ্তা

প্রয়াগরাজ, ২৪ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এই প্রস্তুতি সম্পর্কে মঙ্গলবার যোগী আদিত্যনাথ সরকারের মন্ত্রী নন্দগোপাল গুপ্তা বলেছেন, আমরা আশা করছি, ৪০-৪৫ কোটি ভক্ত প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ পরিদর্শন করবেন। প্রয়াগরাজ বিমানবন্দরকে মোট ৬টি অ্যারোব্রিজ দিয়ে আপগ্রেড করা হচ্ছে। অনেক আন্তর্জাতিক যাত্রী প্রয়াগরাজে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সুবিধার জন্য অনুরোধ করেছেন। শহর ২০-২৫টি শহরের সঙ্গে বিমান যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্ত হবে। মহাকুম্ভের সময় এখানে অনেক বাণিজ্যিক এবং চার্টার ফ্লাইট অবতরণ করবে। এই উৎসব প্রয়াগরাজের অর্থনীতিকেও উৎসাহিত করবে।উল্লেখ্য, মহাকুম্ভ মেলা শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ জানুয়ারি, শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি।

আবহাওয়া

বৃষ্টি থামতেই ফের পরিস্কার হয়ে উঠেছে মহানগরীর আকাশ। তাপমাত্রা মঙ্গলেও নিম্নমুখী, শীঘ্রই ফিরবে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৫ ডিসেম্বরের পর থেকেই জাঁকিয়ে শীত অনুভূত হবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি।শহর ও শহরতলিতে সেভাবে ঠান্ডা অনুভূত না হলেও, গ্রাম বাংলার শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে মঙ্গলবার সকালেও। আর কয়েকদিনের মধ্যেই জাঁকিয়ে শীতও অনুভূত হতে পারে। একইসঙ্গে কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে।

জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৮ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৯ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৪ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৪ পোইনু, আসামঃ৮ পুহ, মুসলিমঃ২২-জমাদিউ স-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ১১ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৫ঃ৫৬।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০১ঃ০৫ঃ২১(২৪) এবং অস্তঃসকাল ১২ঃ৪২ঃ৩৬(২৫)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ নবমী (রিক্তা) রাত্রিঃ০৭ঃ০৭ঃ১৫ দং ৩২৭২৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃহস্তা দুপুর ঘ ০০ঃ২৪ঃ০২ দং ১৫১৯২২.৫ পর্যন্ত পরে চিত্রাকরণঃগর রাত্রিঃ ০৭ঃ০৭ঃ১৫ দং ৩২৭২৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশোভন রাত্রিঃ০৯ঃ২৭ঃ১৭ দং ৩৭৫৭৩০ পর্যন্ত পরে অতিগণ্ডঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৬ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৫৮ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৪ঃ৩৫ থেকে - ১১ঃ১৪ঃ৫০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৬ঃ০৫ থেকে - ০৮ঃ২৯ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২২ঃ৪৭ থেকে - ১২ঃ০২ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৪৯ঃ৩২ থেকে - ০৩ঃ৩৬ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৫ঃ২২ঃ৫৬ থেকে - ০৬ঃ১৬ঃ১৭ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ০২ থেকে - ০৭ঃ৩৬ঃ০৫ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৪০ঃ০৮ থেকে - ০১ঃ২২ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ০২ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৬ঃ১১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৩৬ঃ১৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ১৩ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১২ঃ৫৬ঃ০৮ থেকে - ০২ঃ১৬ঃ০৬ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৬ঃ৩৬ঃ০৪ থেকে - ০৮ঃ১৬ঃ০৬ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮৯৭৪ (১৯) ৩ পদচন্দ্রঃ ৬১৩৭৩ (১৪) ৩ পদমঙ্গলঃ৩৯৪২৫৫ (৮) ২ পদ বুধঃ৭১৫৪৪৫৪ (১৭) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২০৪৮১১ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯২৪৫৪২৫ (২৩) ১ পদশনিঃ১০১৬৪৩৩৮ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৫৭১৫ (২৬) ২ পদ কেতুঃ৫৯৫৭১৫ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৭ঃ৪৫ঃ৪১ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ৩২ঃ৩৫ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ০৫ঃ৫৮ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ৩৭ঃ০২ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ১৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ১৫ঃ৫৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ২৯ঃ১৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪৫ঃ০১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৫৬ঃ২১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০৬ঃ৩৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ২০ঃ৪৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ৩৬ঃ২৮ পর্যন্ত।

শীতের মরশুমে কম খরচে গাঁদা ফুলের চাষ করে রীতিমতো লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর,২৪ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। বরাবরই দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষকরা মূলত ধান, পাট, গম ও সরষে চাষ করে থাকেন। আর তাই কৃষি প্রধান জেলা হিসেবেই পরিচিত দক্ষিণ দিনাজপুর নামের জেলাটি। প্রায় এক বছর যাব গাঁদা ফুলের চাষ করেও লাভের মুখ দেখছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের চাষিরা। দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষকরা আগে মূলত ধান, পাট, গম ও সরষে চাষ করতেন। বর্তমানে ওই সব ফসলের দাম কমায় ও কৃষির খরচ বাড়ায় অন্য চাষের চিন্তাভাবনা করছিলেন এই এলাকার কৃষকরা। অবশেষে কয়েক বছর আগে এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষক গাঁদা ফুল চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে স্বল্প আয়তনের জমিতে তারা শুরু করেন এই চাষ। নদিয়ার রানাঘাট থেকে গাঁদা ফুলের চারা নিয়ে

আসেন এখানকার কৃষকরা। আশ্বিন মাসে জমি তৈরি করে চারা বোনা হয়। সব মিলিয়ে খুব বেশি হলে এক বিঘে আয়তনের জমিতে ১৩ হাজার টাকা খরচ হয়। ভালো ফলন হলে ফুল বিক্রি হয় দ্বিগুণ দামে। এতে লাভের হার অনেকটাই বেশি হয় ধান, গম, পাট বা ভুট্টা চাষের চাইতে। আর শীতকালে নানান অনুষ্ঠানে গাঁদা ফুলের চাহিদাও বেশি থাকে। গত ২ বছর পূর্বে চলতে থাকা করোনা মহামারীর কারনে ব্যবসায় মন্দা প্রভাব পড়লেও বর্তমানে তারা যথেষ্টই সাবলম্বী। যে কারনে শীতের মরসুমে কম খরচে গাঁদা ফুলের চাষ করে লক্ষীর ভাড়ার পূর্ণ হচ্ছে চাষিদের। জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের গাঁদা ফুলের এক চাষি বিষ্ণুপদ সরকার জানান, তার সামান্য কিছু জমি ছিল। সেই জমিও অন্যের কাছ থেকে জমি লিজ, আঞ্চলিক ভাষায় যাকে খায় খালাসি নেওয়া বলে, এমনটাই করে তাতে গাঁদা ফুলের বীজ লাগিয়েছেন। ২৫ পয়সা দরে চারা এনে জমিতে লাগান। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তিনি বাজারে ফুল বিক্রি শুরু করেন। এক বিঘে আয়তনের জমিতে চাষ করতে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকা এক মাসেই উঠে এসেছে বলে দ্বিধাহীন ভাবে জানান বিষ্ণুপদবাবু। তিনি আরও বলেন, তাকে অনুসরণ করে এলাকার আরও বেশ কিছু কৃষক গাঁদা ফুল চাষে এগিয়ে এসেছেন। জেলা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিকল্প চাষের জন্য নানা সরকারি প্রকল্প রয়েছে। এতে খুব কম খরচে চাষ করতে পারবেন কৃষকরা। বলাই বাহুল্য, গাঁদা ফুলের চাষ করে যথার্থ লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা। প্রতিবেশী বাংলাদেশেও গাঁদা ফুল চাষের পাশাপাশি বিভিন্ন ফলের চাষও করে চলেছেন সেদেশের কৃষকেরা। পশ্চিমবাংলার উত্তর ২৪ পরগণা এবং নদিয়াতে প্রচুর প্রচুর ফল এবং ফুলের চাষ হচ্ছে, সেই ধারাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে চাইছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ফুল চাষিরাও।

ওয়ার্ক কালচার’ বা কাজের পরিবেশ ঠিক নেই চুঁচুড়া পুরসভায়, দাবি বিধায়ক অসিত মজুমদারের

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া,২৪ ডিসেম্বর ঃ ‘ওয়ার্ক কালচার’ বা কাজের পরিবেশ ঠিক নেই পুরসভায়, তাই ছ’য় কোটি টাকা কর আদায় বাকি। এমনটাই দাবি, বিধায়ক অসিত মজুমদারের। তাই কাজের পরিবেশ ঠিক করাতে মঙ্গলবার সকালে আচমকা পুরসভায় হাজির হন। আর তা দেখেই রেগে আগুন চেয়ারম্যান। পুরসভায় চলল টানটান নাটক। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের পুর পারিষদ জয়দেব অধিকারীর সঙ্গে তীব্র বিতণ্ডায় জড়ালেন চেয়ারম্যান। অবাক হয়ে দেখলেন পুরসভার কর্মীরা। গত দু’মাস বেতন পাননি বলে কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করছিলেন চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীরা। রীতিমতো অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল পুরসভায়। জঞ্জালে ভরে ছিল গোটা শহর। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রাজ্য সরকার তিন কোটি টাকা দেওয়ায় আজ সেই বকেয়া বেতন দেওয়া হবে কর্মীদের। তবে আগামী মাসগুলোতে কী ভাবে বেতন দেওয়া হবে, তা নিয়ে চিন্তা রয়েছে পুরসভা। মাসে দেড় কোটি টাকা প্রয়োজন পুরসভার। সেই টাকার সংস্থান করতে হলে পুরসভার কর আদায়ে জোর দিতে হবে। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের অভিযোগ, পুরসভার ওয়ার্ক কালচার ঠিক নেই বলে গত ৮ মাসে প্রায় ৬ কোটি টাকা কর আদায় বাকি পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পুরসভার কাজের পরিবেশ ফেরানো খুব জরুরি। তাই নিজে খাতা নিয়ে পুরসভার কর্মীদের এদিন সই করান বিধায়ক। বলেন, ঠিক সময়ে অফিসে যেতে হবে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিধায়ক বলেন, আমি অনেকদিন থেকে পুরসভার ওয়ার্ক কালচার ফেরাতে চাইছি। না পারলে কর্মীদের বেতন দেওয়া যাবে না। ১০ লক্ষ টাকা এখন পুরসভায় আছে, মাস শেষ হলেই দেড় কোটি টাকা লাগবে। কোথা থেকে আসবে টাকা, সেটা ভাবতে হবে। বিধায়কের এই পুরসভা নিয়ে সক্রিয়তায় আপত্তি জানিয়েছেন চেয়ারম্যান অমিত রায়। অমিত রায় বলেন, এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। এখানে বিধায়কের কোনও কাজ নেই। তবুও তিনি কেন করছেন জানিনা। কেন এসেছিলেন তাও জানিনা। পুরসভার কর্মীরা সময়ে আসেন, কাজ করেন। কর আদায় সেই কর্মীরাই করবে, বাইরের লোক করবে না।

উপভোক্তাদের একাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শেষ করার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে উপভোক্তাদের একাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার পরে ব্লক আধিকারিকদের চারটি পর্যায়ে বা।ি তৈরির কাজে নজরদারি করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য বারো লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করার পরে এখনও পর্যন্ত আট লক্ষ ২৩ হাজারের বেশি উপভোক্তার একাউংেট এই টাকা পাঠানো হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে ‘প্রয়াস’২০২৪ অনুষ্ঠিত হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ গুরু অমিতা দত্তের শিষ্যা শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াসে তার নৃত্য সংস্থা নৃত্যাশ্রম-এর দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রয়াস’২০২৪ অনুষ্ঠিত হল ১৫ ই ডিসেম্বর , কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে। এইদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তার গুরু অমিতা দত্ত, ডক্টর অমিতাভ মুখার্জী, এবং সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় এবং শিল্প শিক্ষা সদনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য্য। আড়াই ঘন্টা ধরে চলা এই নৃত্য অনুষ্ঠানে মোট ২১ জন শিল্পী অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য সংস্থা নৃত্যাশ্রম-এর ছাত্রীদের মাধ্যমে গুরু বন্দনা দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় । এরপর শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় তিনি এবং তার সংস্থার ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজা পর্যায়ের গানগুলিকে একত্রিত করে একটি পরিবেশনা উপস্থাপন করেন যার নাম তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিবো। যেখানে আবৃতি পাঠ করেছেন ইনা চৌধুরী এবং সংগীতে জয়তী চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তীর মত বিখ্যাত শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় দিক হলো শ্রমণা চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে দুজন শিশু শিল্পীকে আমন্ত্রণ করেন-তাদের মধ্যে সোমরিক ঘোষ আবৃত্তি পরিবেশন করেন এবং সৃজিতা মৌলিক কথক নৃত্য পরিবেশন করেন। তারপর সেদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে উপস্থিত সকল দর্শক এবং শ্রোতারা মুগ্ধ হন। এরপর নৃত্যাশ্রমের ছোট ছোট ছাত্রীরা শ্রমণার তত্বাবধানে সরস্বতী বন্দনা, ত্রিতালের ওপর শুদ্ধ নৃত্য যেমন আমদ, তেহাই, পারমেলু , পরণ, কবিত্ব, লড়ি পরিবেশন করে। এরপর শ্রীমতি শর্মিলা মল্লিক ঝাঁপতাল পরিবেশন করেন এবং সবশেষে শ্রমনা চট্টোপাধ্যায় পঞ্চমস্ওয়ারি তালের ওপর বিভিন্ন বোল যেমন আমদ, তেহাই, টুকরা, তোরা, পরমেলু, পরণ, চক্কর, লড়ি ইত্যাদি পরিবেশন করেন। তার সাথে তার নৃত্য পরিবেশনের শুরুতে দেবাদিদেব মহাদেবের এক অতি পরিচিত বন্দনা আঙ্গিকাম এবং সবশেষে বিন্দাবিন মহারাজের লেখা একটি অতি পরিচিত ঠুমরি মোহে ছেরোনা পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য (তবলা) ও শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য কণ্ঠসংগীতে প্রশংসনীয় সংগত করেন । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইনা চৌধুরী। এবং সবশেষে CCRT Junior এবং National Scholarship Holder, State level Champion শ্রমনা চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নদীযায় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে কিছুটা দূরে নির্জন জায়গায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের শরীরের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং রক্তের কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি। নিহতের শরীরে শীতবস্ত্র ছিল। দেহ তল্লাশি করে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। পরিচয়পত্র অনুযায়ী মৃতের নাম সন্তু দে সরকার (৩৬)। তিনি রায়গঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের নম্বর পাওয়া গেছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণী জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

হুগলির আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে পালিত হচ্ছে ধূনি উৎসব

প্রকাশ মন্ডল,হুগলি ঃ হুগলির আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে পালিত হচ্ছে ধূনি উসব।ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তার বাণী প্রচারের জন্য স্বামী বিবেকানঃদ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণে দেবের আট জন শিষ্য একযোগে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর রাতে অগ্নীকুন্ডের সামনে ’ত্যাগব্রত’ সংকল্প গ্রহণ করেন। এরপর ২৫ শে ডিসেম্বর সকালে বেড়িয়ে পড়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের বানী প্রচারে। কথিত আছে হুগলির জাঙ্গীপাড়ার আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে এই আঁটপুরে এসেছিলেন স্বামীজী ও তার আট জন বন্ধু। স্বামী প্রেমানন্দ অর্থাৎ বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থানে আঁটপুরের বাড়িতে ওঠেন তাঁরা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ ই আগস্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর শোকে কাতর হয়েছিলেন বাবুরাম মহারাজের মা মাতঙ্গিনী দেবী, স্বামীজী ও তাঁর আট বন্ধুকে তাঁদের আঁটপুরের বাড়িতে আসার আহ্বান করেন তিনি। সেই মতো স্বামীজী ও তাঁর আট বন্ধু ১৯৮৬ সালের১৯ শে ডিসেম্বর আঁটপুরে এসেছিলেন মাতঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে। স্বামীজী ও তার আট বন্ধু মাতঙ্গিনী দেবীর বাড়ির পিছনে একটি সরোবরে স্নান করে ২৪ শে ডিসেম্বর রাতে

অগ্নিকুন্ডের সামনে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে ঐ সরোবরের নাম হয় নরেন্দ্র সরোবর। সেদিন শপথ নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যীশুখৃষ্টের বানী প্রচার করার জন্য তাঁদের শিষ্যরা যেমন মিশনারি করেছিলেন ঠিক তেমনি ঠাকুরের বাণী প্রচারের জন্য সংঘ তৈরি করা। ২৪ শে ডিসেম্বর তারা রাত্রে অগ্নিকুন্ডর সামনে শপথ গ্রহণ করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারে বের হয়েছিলেন স্বামীজী ও তাঁর আট বন্ধু। শপথ গ্রহণের কিছুদিন পরেই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে গিয়ে বক্তব্য রাখেন। স্বামীজীর শপথ গ্রহণ দিনটিকে অর্থ্যাৎ ২৪ শে ডিসেম্বর দিনটিকে আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে ধূনি উৎসব ও ক্রিসমাস ইভ পালন করা হয়। এইদিন একদিকে যেমন বাইবেল পাঠ হয় ঠিক তার পাশাপাশি অগ্নিকুন্ড প্রজ্জ্বলন করে ধূনি উৎসব পালন করা হয়। ২৪ শে ডিসেম্বর থেকে ২৬ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আঁটপুর মঠে চলে ধূনি উৎসব ও ধর্মসভা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় ধূনি উৎসব। শেষদিন সকালে স্বামীজির প্রতিকৃতিসহ বর্ণার্ঢ্য শোভাযাত্রা ও দুপুরে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়।

শুরু হলো দ্বিতীয় বর্ষ পরিবেশ বান্ধব হাট

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৪ ডিসেম্বর ঃ শুরু হলো দ্বিতীয় বর্ষ পরিবেশ বান্ধব হাট। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কলুগাছিয়া থেকে বাগনান স্টেশনে যাওয়ার পথে দামোদর নদের উপর মহিষরেখা রেলসেতুর অদুরে দক্ষিণ পাড়া বটতলায় মাধবপুর পরিবেশ চেতনা সমিতির উদ্যোগে পরিবেশ বান্ধব হাট শুরু হলো চলবে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাংলার নিজস্ব ঘরানার পিঠে পুলি,রসবড়া, খেজুর গাছের রসের নানান রসালো মুখরোচক খাবার যেমনভাবে ভোজন রসিক মানুষের মন ভরিয়ে তুলবে, তেমনভাবে হাতে তৈরি গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার নানান জিনিস,পটচিত্র,সহ নানান ধরনের পসরা সাজিয়ে বসেছে শতাধিক স্টল। কোনো রকম প্লাস্টিকের ব্যবহার্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, একেবারেই পরিবেশের উপযোগী এই পরিবেশ বান্ধব হাটে প্রতিদিন থাকছে একেবারেই গ্রামীন সংস্কৃতির আঞ্চলিক নানাবিধ অনুষ্ঠান। পরিবেশ বান্ধব হাটের উদ্যোক্তা মাধবপুর পরিবেশ চেতনা সমিতির কর্ণধার জয়িতা কুন্ডু বলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন পেশার মানুষ পরিবেশ বাঁচানোর তাগিদে ছুটে এসেছেন এই পরিবেশ বান্ধব হাটে। আমাদের সকলের লক্ষ্য পরিবেশ বাঁচানোর জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার মানুষের অভুতপূর্ব সাড়া আমরা পাচ্ছি ,এবং প্রথম বর্ষের তুলনায় দ্বিতীয় বর্ষে আমরা বেশি সাড়া পেয়েছি।

তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বড় বড় হাসপাতালে রেডি করেছি কিন্তু ডাক্তার নেই

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত জেলাগুলিতে হাসপাতাল থাকলেও চিকিসকের যে অভাব রয়েছে, সেই অভিযোগ উঠে এসেছে বারবার। অভিযোগ উঠেছে, কীভাবে দিনের পর দিন হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও রোগীদের ফিরে যেতে হচ্ছে, শহরে যাওয়ার পথে মৃত্যু ঘটছে তাদের। আর এবার সেই একই কথা শোনা গেল খোদ তৃণমূল সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিজের কেন্দ্র হুগলিতে গিয়েছিলেন রচনা। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বড় বড় হাসপাতালে রেডি করেছি কিন্তু ডাক্তার নেই। তাঁর দাবি,

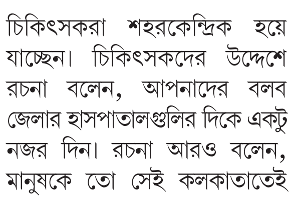

চিকিৎসকরা শহরকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসকদের উদ্দেশে রচনা বলেন, আপনাদের বলব জেলার হাসপাতালগুলির দিকে একটু নজর দিন। রচনা আরও বলেন, মানুষকে তো সেই কলকাতাতেই ছুটতে হচ্ছে আর যেতে যেতে রাস্তায় মারা যাচ্ছে। রচনার এই মন্তব্যে কটাক্ষ করছেন বিরোধীরা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বক্তব্য, তাঁরা তো এ কথা বারবারই বলেছেন। রচনাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, উনি জানেন তো উনি এখন কোন দলে আছেন? বিজেপি নেতারা দাবি চিকিৎসকদের নিয়ে প্রশ্ন না তুলে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। একই কথা বলছেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতা উপল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে একটা সত্যি কথা বললেন। সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে।

রাজ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক ক্ষমতায়নে নতুন নজির রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকার নতুন নজির গড়েছে। ৬ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি গোষ্ঠীকে ৯৬৮ কোটি টাকার বেশি তহবিল বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়া ৬ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক ঋণ বাবদ ১৩ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে জানানো হয়েছে । ’জাগো’ প্রকল্পের অধীনে, রাজ্য সরকার ১০ লাখ ৫,০০০ টাকা প্রদান করেছে, যার ফলে এক কোটি মহিলা উপকৃত হয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা বাড়াতে পড়ুয়াদের স্কুল তৈরির সরকারি বরাতও তাদের দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ৮৩ হাজার স্কুলের ১লক্ষ ১৬ হাজার পড়ুয়া ২ সেট পোশাক তৈরির বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায.৩১২ টি গোষ্ঠীকে মিড ডে মিলের খাবার রান্না ও সরবরাহের কাজে যুক্ত করা হয়েছে।

নিমপীঠে জৈব চাষের উপর দুদিনের প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ কৃষি কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলেছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও বারুইপুর সহ-কৃষি অধিকর্তার করণ-এর যৌথ উদ্যোগে, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জৈব চাষের উপর দু-দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির। সোমবার শুরু হয়ে মঙ্গলবার এই প্রশিক্ষন শিবির শেষ হয়। দুদিনের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বারুইপুর ব্লকের পিকেভিওয়াই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ৬৫ জন কৃষক। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্য সুরক্ষাবিদ্ ডঃ প্রবীর গরাই হাতে কলমে বাড়িতে বসে ট্রাইকোডার্মা ও ফেরোমন ফাঁদ তৈরি করা এখানে শেখান। যা জৈব উপায়ে গাছের রোগ পোকা দমনে সাহায্য করবে। দুদিনের এই প্রশিক্ষণে অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ অথৈ গুপ্তা,বারুইপুর মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা (এডমিন) তাপসী হোম চৌধুরী, বারুইপুর মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা (এস এম) নীলয় পাইন,দঃ২৪ পরগনা এডি প্লান্ট মনিকা বড়াল দত্ত, বারুইপুর ব্লক প্রাণী সম্পদ আধিকারিক ডঃ বিদ্যুৎ বিকাশ মাঝি,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সিনিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল,কে ভি কের শস্য সুরক্ষা বিদ ড.প্রবীর গরাই,কেভিকের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ সোমনাথ সরকার সহ আরো অনেকে। দুদিনের এই প্রশিক্ষনে আগত প্রতিনিধিরা হাতে কলমে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে খুশি। আর এই ধরনের প্রশিক্ষনের ফলে চাষের কাজে প্রভূত লাভ হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থান পথ গড়ে উঠবে।

এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদহে পশ্চিম বাউন্ড টানেলের ট্রলি পরিদর্শনে জিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে এবং চেয়ারম্যান, কেএমআরসিএল এবং শ্রী অনুজ মিত্তল, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী, মেট্রো রেল এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেএমআরসিএল, মেট্রো রেলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং কেএমআরসিএল এর একদিন আগে একটি ট্রলি পরিদর্শন করেছেন। এসপ্ল্যানেড - শিয়ালদহ সেকশনের মধ্যে পশ্চিম-গামী টানেলে ট্র্যাকের কাজ শেষ করার জন্য কেএমআরসিএল দ্বারা কঠোর সময়সূচী সেট করা হয়েছে সবুজ লাইনের। ৩১.০৮.২০১৯ তারিখে জল প্রবেশ এবং ধসের কারণে দুটি স্টেশনের মধ্যে বউবাজার অবস্থানে এই বিভাগের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং ১১.০৫.২০২২ এবং ১৪.১০.২০২২ তারিখে আরও দুটি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। উন্নত রেট্রোফিটিং পদ্ধতি, জিওফিজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন এবং আধুনিক ট্র্যাক ফিটিং সহ জিও স্টেবিলাইজেশন কৌশল ব্যবহার করে অবশেষে পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের একটি দীর্ঘ যুদ্ধ জয়ী হয়। দলটি পটভূমিতে টানেল এবং ট্রলি সহ বিজয়ের চিহ্ন প্রদর্শন করে উদযাপন করেছে। মহাব্যবস্থাপক মাইলফলক অর্জনে KMRCL-এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বউবাজারে উদ্বোধন বন্ধ সহ কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য সিস্টেমের কাজগুলিও যুদ্ধের ভিত্তিতে শুরু করার এবং গ্রীন লাইনের পুরো অংশের তাড়াতাড়ি চালু করার জন্য নির্দেশ জারি করেন। সল্টলেক সেক্টর৫ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যার জন্য জয়ের শহর খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ধর্না মঞ্চে এসে মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী ধর্না কর্মসূচির শেষ দিনে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই মঞ্চ থেকে তিনি নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে অত্যাচারী, অহংকারী, দুর্নীতির চূড়ামণি বলে আখ্যা দেন। শুভেন্দু বলেন, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। তারা রাজ্য সরকারের দ্বারা বঞ্চিত, পীড়িত, শোষিত এবং আক্রান্ত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাইরে ভোটের পাটিগণিতের বাইরে আমি সবসময়. এদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি বিরোধী দলনেতা হিসেবে। আমি আমার দলের মতাদর্শ আন্দোলনকারীদের উপর কখনোই চাপিয়ে দিইনি। প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে এই আন্দোলনের পাশে থেকে তাদের স্যালুট জানাই। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আপোসহীন লড়াইয়ের ফল আপনারা আজ পাচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই হোক। আমরা পাশে আছি। সবাই মিলে একসাথে লড়ব। আমরা জিতবই। শুভেন্দু আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেটুকু দিয়েছেন সেটা এই লড়াইয়ের জন্য। তাই ল।াই থামাবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রশাসনকে দিয়ে দমানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আদালত আছে। ডিএ আপনাদের ন্যায্য অধিকার। আমরা আশাবাদী জয় সুনিশ্চিত। এরাজ্যে সব কিছুতেই দুর্নীতি হয়েছে। রেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাস সব কিছুতেই দুর্নীতি। এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। পুলিশের প্রতি অবিচার হচ্ছে। তারাও ডিএ পাচ্ছেন না। শুভেন্দু বলেন, মমতা সরকার বছরে ১২ হাজার টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে, ৮০ হাজার টাকা ক্লাবকে চাঁদা দিয়ে আর মাথাপিছু ঋণ ৫৯ হাজার টাকা চাপিয়ে দিয়ে এই রাজ্যকে সর্বনাশ করে দিয়েছেন। এই মুখ্যমন্ত্রী ঋণ নিচ্ছেন আর এই রাজ্যটাকে ডোবাচ্ছেন। এই রাজ্যে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে দুর্নীতি হয়নি। এখানে আবাস যোজনা, মিড ডে মিল, ১০০ দিনের কাজ, সর্বশিক্ষা মিশন, অ্যানিম্যাল হাসবেন্ডারি সর্বক্ষেত্রেই চুরি করছে এই সরকার। ইলেকশন স্ক্যাম, রেশন স্ক্যাম, চাকরি স্ক্যাম সর্মত্রই স্ক্যাম করছে। যারা এই দুর্নিতির সঙ্গে যুক্ত তাদের সকলেরই সাজা হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে ডিএ দিতে চাইছিলেন না। তিনি বলেছেন ডিএ মানিনা। পরবর্তীকালে ডিএ দেওয়া শুরু করে রাজ্য সরকার। এর কৃতিত্ব সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের।

রাজ্যে দখল হয়ে যাওয়া শত্রু সম্পত্তি পনুরুদ্ধার করবে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে দখল হয়ে যাওয়া শত্রু সম্পত্তি পনুরুদ্ধার করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। গোটা রাজ্যে এমন পাঁচশোটির বেশি শত্রু সম্পত্তি বা এনিমি প্রপার্টি দখলদারদের হাত চলে গিয়েছে। তার মধ্যে ৪৯টি সম্পত্তি দখলমুক্ত করে সরকারের হাতে ফেরানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরাজ্যের শত্রু সম্পত্তিগুলির পরিস্থিতি দেখতে সম্প্রতি এক সমীক্ষা করে। সেখানেই এই তথ্য উঠে এসেছে বলে জানা গেছে । ওই সমীক্ষা অনুযায়ী এরাজ্যে মোট ৪ হাজার ৩৭৬ টি শত্রু সম্পত্তির হদিস মিলেছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩২০টি সম্পত্তি পাকিস্তানের, বাকিগুলি চীনের। এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে ৫৩৬টি বেআইনি দখলে চলে গিয়েছে বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে । এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে ৪৯টি সম্পত্তি বা বা।িখালি করার জন্য নোটিস দেওযা হয়েছে। বাকি সম্পত্তি গুলিও দ্রুত দখলমুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ক্যানিংয়ের জঙ্গি গ্রেপ্তারের পরে তদন্তকারীদের হাতে এলো একাধিক তথ্য

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ক্যানিং থেকে জঙ্গি গ্রেপ্তারের পরে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর একাধিক তথ্য। ‘ শাল বিক্রেতা ভেবেই কি বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল তেহরিক উল-মুজাহিদিনের সদস্য জাভেদ মুন্সির শ্যালককে? নাকি নেপথ্যে ছিল সন্ত্রাসবাদের রাস্তা মসৃণ করার চক্রান্ত? ক্যানিংয়ে জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনায় পুলিশের স্ক্যানারে বাড়ির মালিক মোনাব্বর পিয়াদা। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের ঢালিপাড়া থেকে কাশ্মীরের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক উল মুজাহিদিনের সদস্য জাভেদ মুন্সিকে গ্রেপ্তার করে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও ক্যানিং থানার পুলিশ।গোয়েন্দাদের দাবি, পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাভেদ জঙ্গি সংগঠন লস্কর ই-তইবার নির্দেশে এসেছিল বাংলায়। পশ্চিমবঙ্গে কেন সে এসেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্ত কারীরা।জাভেদের ‘ কানেকশন’ ও ভাবাচ্ছে এখন গোয়েন্দাদের। সূত্রের খবর, জাভেদের স্ত্রী রোজির ভাই ক্যানিংয়ের বাসিন্দা। রোজির দুই ভাই গুলজার ওরফে গোলাম আহমেদ ও নিসার আহমেদ কাশ্মীরি শালের ব্যবসা করে। চলতি বছরে ১ নভেম্বর থেকে ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড়-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন জাভেদের শ্যালক গুলজার। পাঁচ হাজার টাকায় সাত মাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ওই বাড়ি।ওই বাড়ির মালিক মোনাব্বর পিয়াদার গ্রেপ্তারের পর তার পরিবারের সদস্যদের অবশ্য দাবি, সাত মাসের চুক্তিতে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। দশ টাকার সরকারি স্ট্যাম্প পেপারে তা লেখাও রয়েছে। জাভেদের দুই শ্যালক দীর্ঘদিন ক্যানিংয়ে শাল বিক্রি করতে আসে শীতকালে। আর তাদের নিছক পরিযায়ী ব্যবসায়ী ভেবেই বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে তা জানতই না মোনাব্বর, দাবি তাঁর পরিবারের সদস্যদের। যদিও এই ঘটনার তদন্তে নেমে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্ত কারীরা। বাদ পড়ছে না বাড়ি মালিকের ভূমিকাও। এ দিকে ঘটনায় হতবাক দিঘিরপাড়-১ গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, ‘ ওই বাড়িতে যেতাম শাল কেনার জন্য। কয়েকদিন ধরে এক কালো বেঁটে যুবককে দেখছিলাম। সে কোনও কথা বলত না। আমরাও আগ বাড়িয়ে কোনও কথা বলিনি। শাল বিক্রেতাদের সঙ্গে যে জঙ্গি সংগঠনের কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে, তা ভাবতেও পারছি না।’গোয়েন্দাদের দাবি, জাভেদ অত্যাধুনিক অস্ত্র হ্যান্ডলিংয়ে বেশ পোক্ত। ২০১১ সালে আল ই হাদিথের নেতা শওকত শায়ের খুনের ঘটনায় জেলও খেটেছে সে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৫ সংখ্যা, বুধবার ০৯ পৌষ, ১৪৩১

বড়দিন মানেই মহান দিন

কলকাতার বড়দিন মানেই হল মহান দিন। কিন্তু কেন বড়দিন বলে এই ২৫ ডিসেম্বরকে গ্রহণ করা হল তা অতি অবশ্যই জানার খুবই প্রয়োজন। ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুর জন্মদিন বলে গ্রহণ করে থাকে বিশ্বের জনগণ। তারা এইদিন ছুটি উপভোগ করে এবং গীর্জায় গিয়ে মোমবাতি জ্বেলে প্রভু যিশুর প্রতি প্রার্থনা করে থাকে। আসলে যিশুর নামকে স্মরণ করাই হচ্ছে বড়দিনের মূল কাজ। তার সঙ্গে রয়েছে আবার বিনোদন। এদিন সবাই ঘর থেকে বের হয়ে সাহেব পাড়া দিকে ঘুরতে যান। সেখানে বড়দিন এলে রাস্তায় রাস্তায় আলোকিত করে পথিকদের আকর্ষিত করা হয়ে থাকে। কলকাতার বড়দিনের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এই বড়দিন কিন্তু বিদেশ স্বাদের উৎসব। এর সঙ্গে কলকাতার দুর্গা পুজো, কালী পুজো এবং জগন্নাথদেবের পুজোর উৎসবের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রভু যিশুকে নিয়ে কোনও বারোয়ারি পুজো এখনও কলকাতার বুকে শুরু হয়নি। জগন্নাথদেবকে বারোয়ারি পুজার অঙ্গনে দেখতে পাওয়া যায়নি। কালী পুজো বারোয়ারি হয়েছে। দেবী দুর্গা পুজো বারোয়ারি হয়েছে। কিন্তু প্রভু যিশুর পুজো এখনও বারোয়ারিতে পরিণত হয়নি। প্রভু যিশু এখনও গীর্জার মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছেন। তার ফলে গীর্জা ছাড়া প্রভু যিশুর উৎসব পালন করা একেবারে অসম্ভব। সাহেব পাড়াগুলি সাজতে শুরু করে দেয় বড়দিন এসে উপস্থিত হলে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী, নিউমার্কেট একেবারে সেজেগুজে বসে থাকে। গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি কলকাতার যিশু উৎসবকে মুখোরিত করে তোলে। ক্রিস্ট মাস ট্রি এবং ক্রিস্টমাস বুড়ো লাল সাদা পোষাক পরিহিত হয়ে প্রায় ছোটদের আকর্ষণ করে থাকে। বিদেশি উৎসবকে বাংলা কতখানি আপন করে নিতে পারে তারই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় ক্রিস্টমাসের বড়দিনে। কলকাতা সব সময়ে অপরের উৎসব আপন করে নিয়েছে। কলকাতায় জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা হয়। কয়েকটি বনেদি বাড়িতে প্রভু জগন্নাথ দেবের মূর্তি রয়েছে। বহু বাঙালিদের গৃহ দেবতা হচ্ছেন জগন্নাথদেব। জগন্নাথদেবের নিত্য পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে কলকাতার বেশ কয়েকটি বনেদি বাড়িতে। তাদের আবার পুরীতে নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। সেখানে গিয়ে প্রভু জগন্নাথদেবের পুজোয় তারা অংশ গ্রহণ করে থাকে। কলকাতাবাসীদের কাছে কোনও ব্যাপারে না নেই। সব ব্যাপারেই হ্যাঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সব উৎসবে বাঙালিরা অংশ গ্রহণ করে থাকে। এমনকী কলকাতা মুসলিমদের ঈদের সময়ে কলকাতাবাসীরা মুসলিম বন্ধুদের নিয়ে তাদের উৎসবকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে। আবার মহরমের সময়ে দেখতে পাওয়া যায় বহু হিন্দুরা মানত করে বসে রয়েছে। তারা হুসানের তরবারি ছুঁয়ে সেই মানতকে দূর করে থাকে। কলকাতা আসলে একটি অদ্ভুত শহরে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সবাই আপন। কেউ পর নয়। সবাইকে আপন করে নেওয়ার উৎসব হচ্ছে বড়দিন।

বাংলা ভাষায় গীর্জা

তখন কলকাতায় বাংলা ভাষায় বাইবেল পাঠ করা খুবই কঠিন ছিল। তবুও তার মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রভু যিশুর প্রার্থনা যাতে সবাই করতে পারেন তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বাংলা ভাষার আধুনিক করা পথিকৃত উইলিয়াম কেরি। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি তাঁর পুত্র ফেলিক্সের সঙ্গে কৃষ্ণপাল নামে একজন কাঠের মিস্ত্রিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এই কাঠের মিস্ত্রিই পরে বাংলার অক্ষর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল কাঠ দিয়ে প্রথম বাংলা অক্ষয় তৈরি শুরু করে কাঠ দিয়ে। তারপরে শিষে দিতে তৈরি হতে থাকে বাংলা অক্ষর। তখনকার সময়ে বাইবেল ছাপা হতো কাঠের বাংলা অক্ষর দিয়ে। শ্রীরামপুর মিশনারীরা সেই সময়ে বাংলা বই প্রকাশ করতেন কাঠের বাংলা অক্ষর তৈরি করে। প্রথম বাংলা কাছের অক্ষর তৈরি করচিলেন পঞ্চানন কর্মকার। কৃষ্ণ পাল সেই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন বহু বাঙালিরা খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। সেই কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটি বাংলা ভাষায় প্রভু যিশুর প্রার্থনা গির্জার। লালবাজারের কাছে তৈরি হল একটি বালা ভাষায় প্রার্থনা মন্দির। উইলিয়াম কেরি এবং ব্যাপটিস্ট মিশনের নেতারা এই প্রার্থনা মন্দিরটি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডের বয়ান থেকে জানতে পরা যায় যে আগে এই এলাকতো ছিল বারবনিতা, উৎশৃঙ্খল ইরেজ বণিকদের আবাসস্থল ছিল। ১৮০৬ সালে জেমস রোল্ট সাহেব এখানে দুই বিঘা জমি ক্রয় করেন। আদি ট্রাস্টের ডিক্লারেশন এর প্রস্তাবিত গির্জটির উল্লেখ করা হয়েছিল -'দ্য নিউ ক্যালকাটা চ্যাপেল ফর ডিভাইন ওয়রশিপ অব অল ডাইমেশন অব খ্রিস্টান'। ১৮০৯ সালে ১৬৫ জনকে নিয়ে এই গির্জায় উপাসনা শুরু হয়। বাংলা ভাষায় উপসনা করতে শুরু করেছিল রোমান ক্যাথলিক ভক্তরা। উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ছাড়াও এখানে প্রার্থনা করতে উপস্থিত হতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও পিতামহ মাইকেল ডিরোজিও। লালবাজার ব্যাপটিস্ট চার্চ এখনও কেরি ব্যাপটিস্ট চার্চ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ১৯৫০ সালে তৈরি করা হয়ছে বাইবেল স্কুলও। কলকাতার প্রতিটি দেওয়ালের গায়ে রয়েছে এক একটি ইতিহাস। সেই সব ইতিহাসকে এখন প্রায় মুছে খেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্য বহু পণ্ডিত আক্ষেপ করেছেন। তারা বলতে শুরু করেছেন যে কলিকাতার ইতিহাসকে যদি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় তাহলে কলকাতার শরীরের রক্ত মাংস বলে আর কিছুই থাকবে না। সব কিছু হারিয়ে যাবে। শুধু কয়েকটি হাড় থাকবে। কলকাতাকে কঙ্কালে পরিণত করা চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতার প্রাচীন ইতিহাসকে মুছে ফেলে যেভাবে আধুনিক শহর গড়ে উঠতে শুরু করেছে তাতে সবাই বলতে গেলে ব্যাথিত। কলকাতা বাসিন্দারা আসলে বনেদি। বনেদিয়ানাই ভালো।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর বলতেন, আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি সন্তানদের রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা সম্ভব। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। সন্তানদের সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের সেবা করতে হবে তবেই জীবন রক্ষা সম্ভব। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ।

কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি এবং কায়স্থ সন্তান মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকে কেন্দ্র করে ফোর্ট উইলিয়াম সেনাদের সজাগ থাকতে হয়

রবীন্দ্র কুমার শীল

'It was October 17, 1832, Wednesday evening and that remarkable event took place at the house of Dr. Alexander Duff, situated in the south-east corner of the College Square tank at Calcutta. At the house a young baboo aged 19, a Coolin Brahmani would be baptized publicly within a short period by Dr. Duff. Lot of people from all spheres were present to view this scared event; there were highly respectable company of ladies and gentlemen and more than forty natives, the mojority of whom were ex-students of the Hindoo College. Some of them were, no doubt, the highest ornaments of that college, were present there. Amongst the latter of some of the boobo's special friends. Throwing up all the shackles of superstitions, our Baboo would be embracing Christianity this eveing' ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য এবং হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছাত্র আর হিন্দু ধর্মে থাকার বাসনাকে ত্যাগ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করবেন। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আর তীব্র করে তোলার জন্যই তাঁর খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ। কলেজ স্কোয়ারে উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত আলেকজান্ডার ডাফের বাসস্থান। সেখানেই ১৯ বছরের বালক কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উপস্থিত হয়েছেন। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার কার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রেভারেন্ড মিস্টার ম্যাকে। তিনি একটি প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা করলেন। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর ড. অ্যালেকজান্ডার ডাফ এগিয়ে এসে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সমানে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তারপরে ডাফ তরুণ বালক কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জিকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। Thereafter some questions were placed before the baboo. The first question was : 'Do you renounce all idolatry, superstition, and all the frivolous rites and practices of the Hindu religion?' To this Baboo answered : ' I do and I pray God, he may incline my countrymen to do so likewise'. The second question : ' Do you believe in God the Father and Creator of all, in Jesus Christ as your Redeemer, and in his sacri-

fice, as the only means whereby man can be saved; and in the sanctifying influences of the Holy Spirit?' to this, he answered with much emotion: 'I do, and I pray God will save me his grace to do his will.' ১৯ বছরের বালক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিস্ট ধর্মগ্রহণকে কেন্দ্র করে তখন কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রক্ষণশীলরা তখন খ্রিস্টানদের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা কিছুতে কৃষ্ণমোহনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করাটাকে মান্যতা দিচ্ছে না। তখন কলকাতা পরিস্থিতি বেশ থমথমে। আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনও কথাও বলতে পারছে না রক্ষণশীলপন্থীরা। খ্রিস্টান বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। সরকার পুরো পরিস্থিতির ওপরে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। রাস্তায় গোরা সেনা থেকে পুলিশ টহল দিতে শুরু করেছে। এমনকী ফোর্ট উইমিয়ামকে সতর্ক করে রাখা হয়েছে। কোনও রকম অশান্তি দেখা দিলে কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দ্ধায় যে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং প্রভু যিশুর ওপরে তাঁর বেশ শ্রদ্ধা, ভক্ত এবং বিশ্বাস রয়েছে তা ব্যক্ত করেছেন। ফলে তাঁকে খ্রিস্টান হওয়ার ব্যাপারে আর কোনও বাধা রইল না। 'Thereafter a few more questions were proposed and the Baboo answered thr questions boldly and appropriately and the process of baptism follwed : 'Mr. D (Duff) administered the ordinance in the name of father, Son and Holy Ghost,and then engaged in prayer, the whole company kneeling, and apparently wraped the most intense devotion. The fact of a sensible young man, who had recieved a liberal eudcation, and a kulin Brahmin, throwing of the shackles of a grovelling supersition, and embracing for his faith the glorious Gospel, after a long and patient affections of a tender mother and fond relations, exposed to the ridicule and cruel treatment of his countrymen, and, despite of these, counting them as dross for the excellency of the knowledge of the truth, eventually avowing his conviction of that truth, and now receiving the outward sign of that grace of which he is the subject was indeed enough to excite that deep interest which was so conspicuously manifested.' খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পরে সাহেব পণ্ডিত ডাফ একটি সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন। খ্রিস্ট ধর্ম প্রতি বিশ্বাস রাখার বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। The Calcutta Christian Observer (Nov.1832) wiites : ' He (Duff) earnestly invited them to imitate their friend in a patient and persevering invetigation of the claims of Christianity, and warned them not to trifle with the opportunities which they enjoyed of making themselves familiar with evidence. The service then concluded with prayer, and the company withdrew.' খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ সমাপ্ত হল বালক কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির। তিনি ভারতের অন্যতম কৃতি সন্তান ছিলেন। কৃষ্ণমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৪ মে ১৮১৩ সালে। তাঁর মাতামহ এর কলকাতার বাড়ি বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেই তিনি তাঁর স্কুল বন্ধু মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোবিন্দ চন্দ্র বসাককে একটি চিঠি লিখে ছিলেন-'Wednesday, 16th October,1832/ My dear

friend, / Through the mercy of a Gracious providence, I intend being baptized this eveing, at the house of the Rev. A. Duff, and as you were one of those with whom last year about this time. I began first to examine the claims of Christianity, it will give me great pleasure to see you witness any delcaration before God and man, of what is now my faith, and any admission into the visibleChurch of Christ. Yours most affectionate friend,Krishna Mohan Banerjee.' ১৮৩২ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যত চারজন হিন্দু তরুণ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন মহেশ চন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয়জন হচ্ছেন কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জি (১৭ অক্টোবর ১৮৩২), তৃতীয়জন হচ্ছেন গোপীনাথ নন্দী (১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বর) এবং চতুর্থজন হচ্ছেন অনিন্দ চন্দ্র মজুমদার (২১ এপ্রিল, ১৮৩৩)। কলকাতায় এসেই আলেকজান্ডার ডাফ ২২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিট কলেজ স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব কোনের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি সেখানে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন। তারপরে ২ নম্বর কনওয়ালিস স্ট্রিটে চলে যান।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির হাত ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ করার উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে। মধুসূদন তখন একেবারে মরিয়া হয়ে গিয়েছেন। তিনি আর হিন্দু থাকতে নারাজ। এখনই তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ইংরেজ কবির স্বীকৃতি লাভ করতে চান। তিনি বিখ্যাত ইংরেজ ক্লাসিক্যাল কবি বাইরন কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। দিনটা ছিল ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সাল। কৃষ্ণমোহন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৩২ সালে। তার প্রায় দশ বছর পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ক্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছেন। তবে তিনি চার্চে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। 'ওল্ড বা মিশন চার্চ'। এটি অবস্থিত আর এন মুখার্জি রোডে। শীতকাল। চারদিকে সতর্ক পাহারা। মধুসূদন এসে উপস্থিত হলেন। তিনি লুকিয়ে ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। খ্রিস্টান হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছেন। চার্চে এসে উপস্থিত হলেন পাদরি কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি। মধুসূদনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণটাকে নিয়ে কলকাতা জুড়ে প্রবল উত্তেজনা। সেই সময়কার পরিস্থিতি নিয়ে মাইকেলের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম লিখছেন, '' সেইদিন শহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে রাজনানারায়ণ দত্ত সদর-দেওয়ানি আদালতের প্রতিপত্তিশালী উকীল এবং প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং, তাঁহার একমাত্র পুত্র যে খ্রিষ্টান হইতেছে এ কথা প্রবাদের ন্যায় গৃহে গৃহে নরনারীর মুখে রাষ্ট্র হইতে লাগিল।' মধুসূদন দত্ত ব্যাপিস্ট হওয়ার জন্য যে সঙ্গীতটি গাওয়া হয়েছিল তা মধুসূদনই রচনা করেছিলেন। ওল্ড মিশন চার্টের প্রধান আর্চডিকন ডল্ট্রী যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে জর্ডন পবিত্র নীর মধুসূদনের মাথায় সেচন করলেন। তারপরে তাঁকে মাইকেল নাম দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হল। মধুসূদনের খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাক এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল নিজের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হননি। তিনি তখন আর্চডিকনের বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। তারপরে ডেকার্স লেনে পণ্ডিত স্মিথ সাহেবের বাড়িতে থাকেন মাইকেল। ১৭৭০ সালের ২৩ ডিসেম্বর আজকে বিবাদি বাগ অঞ্চলে এই গির্জাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জন কিয়ারনানডার। নাম দেওয়া হল মিশন চার্চ। ১৭ বছর পরে এর নাম হল 'ওল্ড অর মিশন চার্চ'। কলকাতার একটি প্রাচীন গির্জা। বর্তমানে এর ঠিকানা ৫ নম্বর আর এন মুখার্জি রোড। গির্জাটির প্রতিষ্ঠাতার পুরো নাম রেভারেন্ড জন জাকারিয়া কিয়ারনানডার। তাঁর জন্ম সম্ভবত ১৭১০ সালের ১ ডিসেম্বর। ১৭৪০ সালে মাদ্রাজে আসেন। তারপরে লর্ড ক্লাইভের আমন্ত্রণে ১৭৫৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। এই চার্চ তৈরি হও.ার পরে প্রায় ১৭ বছর বাদে সেন্ট জনস চার্চ তৈরি হয়েছিল। এই মিশন চার্চ তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ৬৮,০০০ টাকা। এই গির্জার স্থপতি ছিলেন 'বন্টুট দ্য মেলভিল'। কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি এবং কায়স্ত পরিবারের সন্তান মদুসূদন দত্তের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণটাকে সমাজ সহজে গ্রহণ করতে নিতে পারেনি।

ইতালির রোম সুসজ্জিতের পাশাপাশি ইসরায়েলের জেরুজালেম আলোকময় এবং উৎসবের হাওয়া

রবীন্দ্রকুমার শীল

যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সব দেশে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করবে। তারা মনে করে যে এই দিনেই প্রভু যিশু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোনও কোনও দেশ মনে করে তাকে যে যিশু ৬ বা ৭ জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে ভারত, বাংলাদেশ, মালেশিয়া, শ্রীলঙ্কাতে ২৫ ডিসেম্বর জন্মদিন পালন যিশুর জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার ৬ বা ৭ জানুয়ারি প্রভু যিশু জন্মদিন পালন করা হয় কোনও কোনও দেশে। যিশু করে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলে কিন্তু রোম এই বড়দিনে নিজেকে সাজিয়ে রাখে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পুরো জানুয়ারি মাস রোমের ভ্যাটিকান সিটি নিজেকে সাজিয়ে পর্যটক এবং প্রভু যিশু ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ইতালির রোমে এখন বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। তাকে সমাল দিতে ইতালির পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আকাশ পথ ধরে ড্রোন চলছে নজরদারি করে। সন্ত্রাসাবাদী হামলা যাতে রোমে এই সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ইতালির প্রশাসন। এদিকে রোমের পোপ বিশ্ব শান্তির বার্তা দিয়েছেন। তিনি আগামি দিনে ১ জানুয়ারি বিশ্ব শান্তির বার্তা দেবেন। তিনি বলেছেন, প্রভু যিশু সবাইকে ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন। সেই মন্ত্রকে এখন কাজে লাগাতে হবে। যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। বহু লোক যুদ্ধে মারা যেতে শুরু করে দিয়েছে। মানুষর বাঁচার অধিকারকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। সবার বাঁচার অধিকার রয়েছে। ইতালির প্রতিটি শহরে প্রচণ্ড ভিড়। বিশেষ করে রোম শহরে পা রাখার জায়গা নেই। সারা ইউরোপের লোকেরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবাই রোমের ভ্যাটিক্যন সিটিতে সমাবেত হয়ে সেখানকার পোপের গির্জাতে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করতে চায়। সই প্রবল ভিড়কে সামাল দিতে ইতালির নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ইতালিতে যাতে কোনও রকম যুদ্ধের ছায়া না পড়ে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ইতালির প্রশাসন। ইংল্যাণ্ডের সেন্ট পলস গীর্জাতে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টার্স অ্যাবেতেও এদিন বড়দিন পালন করতে দেখা যায়। রাজপরিবার এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন জাতির উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার পক্ষে রয়েছে। জঙ্গি মুক্ত বিশ্ব গড়ে তালার দিকে আমেরিকা পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বাইডেনের বিরোধীপক্ষরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বাইডেন যদি জঙ্গি সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন তাহলে কী করে তিনি তালিবানদের হাতে আফগানটা তুলে দিয়ে এলেন। সেখানকার গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটল। জঙ্গিরা সেখানকার শাসন ভার গ্রহণ করলো। তাহলে জো বাইডেন দুই মুখো নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি একদিকে জঙ্গিদের সমর্থন করছেন আবার অন্য দিকে জঙ্গিদের নিধন করার ডাক দিচ্ছেন। তাহলে কোনটা সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদিকে ইজরায়েলের যুদ্ধ এখনও চলছে। ইজরায়েল সেনারা যুদ্ধে রত রয়েছেন। গাজা ইসরায়েল দখল করে নিয়েছে। ইজরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতি গড়ে উঠলেও ক্রমশ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। ফলে জেরুজালেম এবং বেথলেহেম এখন আলোময়। খ্রিস্ট ট্রিতে সেজে উঠতে শুরু করেছে জেরুজালেম। এদিকে কয়েক লক্ষ খ্রিসচান জেরুজালেমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তারা জেরুজালেম প্ররদর্শন করতে চা.ষ তার ফলে ইজরায়েলকে একন বাড়তি সতর্ক বহন করতে হচ্ছে। পর্যটকদের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার দিকে লক্ষা র্যখতে শুরু করেছে ইজরায়েল বাহিনী।। জেরুজালেমের গুরুত্ব পূর্ণ শহরগুলিতে আবার আলোকময় হয়ে উঠছে। কেক এবং মিষ্টির দোকানগুলিতে ভিড় শুরু হয়েছে। রেস্তোরাঁর এবং রেস্টুরেন্ট গুলিতে ভিড় উপচে পড়ছে। হোটেলগুলি এখন আর খালি নেই। এই ভিড় লেগে থাকবে আগামি জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। ইজরায়েল আপাতত সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখছে। তবে ঘোষণা করে নয়। গোগালুি বন্ধ থাকবে। পর্যটকেরা যাতে আতঙ্কিত না হয়ে পড়ে তার দিকে লক্ষা রাখতে শুরু করেছে ইসরায়েল প্রশাসন। বেথলেহেম যিশুর জন্মস্তান। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ছোট শহরে আলো জ্বলে ওঠে প্রতি বছর। এ বারে সেখানে আলোর চিহ্ন দেখত পাওয়া যাচ্ছে। বড়দিনে ইসরায়েল নতুন করে সাজতে শুরু করেছে। একদিকে বন্দুক এবং অন্য দিকে আলোর মালা গোটা জেরুজালেমকে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। পর্যটকেরা নির্বয়ে চলাফেরা করছে। কোদানদারি করছে। হইচই করছে। হোটেলগুলিতে বেথলেহেম দেখার জন সারা বিশ্ব থেকে লোক এসে উপস্থিত। সমস্ত গীর্জাগুলিতে ভিড়ে ঠাসা। বহু ভক্তরা হোটেলের কোনও স্থান বসবাস ব্যবস্থা না করতে পেরে রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছে সারা রাত আবার জেগেও থাকতো। ভোর হলেও শহরের মূল স্কোয়ারে ব্যাণ্ড বাজনা বাজতে শুরু কবেছে। স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে ইজরায়েলের ক্রিস্টান নাগরিকেরা এই দিন দারুণ আনন্দ উৎসব করে উপভোগ করছে। এখন আর সেখানে কোনও কোনও ভয়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ইজরায়েল সেনারা সতর্ক পাহারা দিতে শুরু করেছে। কাউকে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না। সবাইকে বলা হয়েছে বেথহেলেম দেখা হযে গেলে ফাঁকা করে দিতে। সবাই জড়ো হয়ে প্রার্থনার আয়োজন করছে। ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তা এখন বলতেে গলে প্রশমিত। সারা বিশ্ববাসী যখন আনন্দ করতে শুরু করেছে গত বছর ইজরায়েল এবং ইউক্রেনের মানষেরা আনন্দ উৎসবকে ভুলে গিয়েছিল। এবারে ইসরায়েল আনন্দ উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছে। ইউক্রেনবাসীরাও উৎসবে মাতে

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

রানি রাসমণির খ্রিষ্ট ধর্ম প্রীতি

রানি রাসমণি খ্রিষ্ট ধর্মের পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি নিজে হিন্দু ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর জমিদারিকে সবচেয়ে বেশি গীর্জা এবং ইংরজি সাহেবদের স্কুল হয়েছে. কলকাতার বিখ্যাত স্কুলগুলি তৈরি হয়েছে তার জমিদারির ওপরে। তিনি অনুভব করতে পেলেছিলেন ইংরেজ সাহেবদের

শিক্ষা ব্যবস্থাকে এদেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্র ব্যবহার করা উচিত। সাবেহদের ভাষা এংাব শিক্ষাদীক্ষাকে গ্রহণ করলে বাংলার ছাত্ররা বিজ্ঞান চর্চা থেক শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগর এবং মাইকেলের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তখন ডালহৌসিতে একটি গীর্জা ছিল। তার নাম ছিল চার্চ। সেই চার্চে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন মাইকেল মদুসূদন দত্ত। এটি তৈরি করা হয়েছিল ১৭৭০ সালে। এটি তৈরি করেছিলেন কিয়েনান্ডার সাহেব। সেই গীজাটি নাম হচ্ছে 'ওল্ড অর মিশন চার্চ'। কলকাতার বহু বিখ্যাত ইংকেজি স্কুলগুলি রানীর জমিদারি ওপরে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরকে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বা শিক্ষা বিস্তারের জন্য আর্থিক সাহায করতেন। পাশাপাশি তিনি মিশনারীদের জন্য চার্চ এবং স্কুল খোলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। সেন্ট জেমস স্কুল, ল্যা মার্টেনিয়ার স্কুল, সেন্ট থমাস স্কুল, আগাস্টান স্কুল প্রতি স্কুলই আজকে কলকাতার সেরা ইংরজি মাধ্যম স্কুল। এখান থেকে পাশ করে বহ ছাত্ররা বিদেশে পাড়ি দিয়ে সেখান থেকে শিক্ষা অর্জন করে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতার গর্ব এই সব স্কুলগুলি। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব আগে বড়দিন পালন করতেন। তিনি প্রভু যিশুর জন্মদিন পালনও করতেন। তাঁর শিষ্যদের সবাইকে তিনি কেক খাওয়াতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রভু যিশুকে উপলক্ষ্যে করে গান পরিবেশন করতেন এবং বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হতো। তবে এই সব অনুষ্ঠান মা ভবতারিনীকে সাক্ষী রেখেই রামকৃষ্ণদেব পালন করতেন। কাউকে তিনি নিরাশ করতেন ন। সবাইকে তিনি প্রসাদ বিতরণ করতেন। এরপরেই রয়েছে কল্পতরুর উৎসব। এখনই দক্ষিণেশ্বর মন্দির সাজতে শুরু করে দিয়েছে। কল্পতরু উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের। সব ধর্মের প্রতি আস্থা স্থাপন করতেন রানী রাসমণি। কিন্তু রানি রাসমণির সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের বাসস্থান দিয়েছেন। তাঁর ঘর থেরে কোনও লোক ঘর ছাড়া হয়ে থাকেনি।

জলপাইগুড়ি ল কলেজে জাতীয় ক্রেতা দিবস উদ্যাপন করা হয়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আজ ন্যাশনাল কনজুমার ডে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি ল কলেজে এই দিনটি উদ্যাপন করা হয়। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রথম দিন ল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের দ্বারা ক্রেতা সুরক্ষা আইনের বিভিন্ন দিক সেমিনারে উপস্থাপিত করা হয়। দ্বিতীয় দিন ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় উপভোক্তা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জলপাইগুড়ি ল কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিত ভট্টাচার্য মহাশয়, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী সুভাষ বর্মন, কম্পিউটার সায়েন্সের বিভাগীয় প্রধান, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। জলপাইগুড়ি জেলার উপভোক্তা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও আজকের সভায় তাদের বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে সাইবার ক্রাইম সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করেন। দপ্তর আয়োজিত কনজিউমার ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসাপত্র এবং প্রাইজ বিতরণ করা হয়। দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিস মন্ডল জেলার ক্রেতা সাধারণের উদ্দেশ্যে সচেতন হয়ে কেনাকাটার বিভিন্ন বার্তা দেন। আরো বলেন সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের কনজুমারকে গ্রীন কনজুমার হতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য কোনভাবেই কোন অবস্থাতেই শেয়ার করা যাবে না। কেনাকাটার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট থেকে কেনাকাটার কথা বলেন। যদি কোন প্রতারণার ঘটনা ঘটে থাকে সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করতে বলেন।

সচেতনতা শিবির ও সার্টিফিকেট বিতরণ করল নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ মধুর গন্ধ পেলে যেমন পিঁপড়ের ভিড় দেখা যায়, তেমনি টাকার গন্ধে দালালরাও ওঁত পেতে থাকেন। গরিব মানুষের ঘরের জন্য বাংলার বাড়ির টাকায় যাতে কোনো দালাল বা প্রতারক প্রাপকদের বিভ্রান্ত করে প্রতারণার ফাঁদে না ফেলতে পারে, প্রাপকদের সচেতন বৃদ্ধি করতে সচেতনতা শিবির ও সার্টিফিকেট বিতরণ করল নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। এদিন পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে বাংলার বাড়ি পাওয়া প্রাপকদের প্রতারণা থেকে সর্তকতা অবলম্বন করার বার্তা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে কোনো প্রতারক টাকা চাইলে অভিযোগ জমা করতে অভিযোগ বক্স শুরু করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ও মনিরাম প্রধান গৌতম ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা, উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। এদিন সচেতন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে গরিব মানুষের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান সভাধিপতি। সঙ্গে দালালদের সর্তক করেন তিনি। প্রধান একই সুরে সাধারণ মানুষদের সর্তক হওয়ার বার্তা দেন তিনি।

বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা ২০২৪ পালিত হল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল বাড়মহারাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মহারাজপুর হাটগাছা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত সহ কৃষ্ণা পাত্র, যোগমায়া মন্ডল, চামেলী দে, দ্বৈপায়ন দুয়ারী, সৌভিক ঘোষ সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীর সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির যৌথ উদ্যোগে ছিল বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা অ্যাকাডেমি অধিভুক্ত 'বঙ্গভূমি ' সাহিত্য পত্রিকা। উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ড. অর্ণব দত্ত এবং ড. সহদেব দোলুই সহ বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা অ্যাকাডেমি ও পরিবারের যুগ্ম সম্পাদক, চঞ্চল মাইতি, বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা অ্যাকাডেমি - র বোর্ড পরিচালক রঙ্গনা পাল সহ রাজেশ মন্ডল, তন্ময় সাঁতরা, অতসী মন্ডল, কবিতা ঘোষ, পূর্বাশা মিত্র। বাংলা ভাষার প্রসার লক্ষ্যে বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমি - র এই ধরনের উদ্যোগ প্রতি বছর নেওয়া হয়। প্রতিবছর অ্যাকাডেমি একটি বিদ্যালয় নির্বাচন করে সেখানেই এই কর্মসূচি পালন করে । নতুন প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এরকম কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এইদিনে অ্যাকাডেমির পক্ষ হতে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বাংলা ভাষার উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। যেখানে বাংলা ভাষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ এবং তাদের মানবিক বিকাশের দিকটি লক্ষ্য রাখা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারী ছাত্র ও ছাত্রীদের ভাষা কৃতি সম্মাননা ও অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের ভাষা সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া এই কর্মসূচিতে সকল অংশগ্রহণকারীদের ভাষা প্রচারক সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে বিদ্যালয়ের জন্য মানপত্র প্রদান করেন বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা অ্যাকাডেমির সভাপতি, সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় এই কাজের জন্য বিদ্যালয়কে ও 'বঙ্গভূমি' সাহিত্য পত্রিকা হাতে অ্যাকাডেমি - র বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অ্যাকাডেমির সভাপতি প্রাক্তন ছাত্রদের একটি শিল্প প্রদর্শনী এবং 'ভোরের আলো' নামক একটি দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাই এই শিল্প প্রদর্শনীর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অংশগ্রহণকারীদের বিশেষভাবে শংসাপত্র প্রদান করা হল। অ্যাকাডেমির সভাপতি সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায় সহ ডঃ অর্ণব দত্ত ও ডঃ সহদেব দোলুই অ্যাকাডেমির সকল সম্পাদক ও সম্পাদিকা সকল অনুষ্ঠানটি নিপুন ভাবে পরিচালনা করেন।

সম্পর্কের টানাপোড়েনে আত্মহত্যা, মন্দারমনিতে তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যুতে তেমনই ভাবছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ ডিসেম্বরঃ মন্দারমনির হোটেলে আমডাঙার তৃণমূল নেতা আবুল নাসারের রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়েই অশান্তি ও জমি নিয়ে টানাপোড়েনে আত্মহত্যা। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তেমনটাই মনে করছে পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই আবুল নাসারের বান্ধবী তনুশ্রী মুখোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধু আতাউর রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হয়েছে ভিডিয়ো রেকর্ডিং।

ঘটনার দিন তনুশ্রীর সঙ্গে থাকা সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মামা কৃষ্ণা পণ্ডিতের ভূমিকাতেও নজর দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতার শরীরে কোনও আঘাত মেলেনি। তাহলে কি নিছক প্রেমের সম্পর্কে অবনতি, আর তার জেরেই আত্মহত্যা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তনুশ্রীর মামা কৃষ্ণা পণ্ডিতের সঙ্গে জমি বিবাদের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, আমডাঙার উপপ্রধান সুমাইয়া পারভিনের স্বামী আবুল নাসার নামে বছর চৌত্রিশের ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মন্দারমনির একটি হোটেল থেকে। আর তা ঘিরেই রহস্য। ইতিমধ্যে পুলিশের পক্ষে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করেছে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে যুবকের মা তারুনা বিবি মন্দারমনি থানায় একটি লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মন্দারমনি পুলিশ। শনিবার দেহটি সংরক্ষণ করা ছিল। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত হয় রবিবার তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে। প্রাথমিকভাবে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলে নি। তাতেই পুলিশ এটিকে প্রবল মানসিক চাপে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছে।

গাছে ধাক্কা বাইকের, মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির অন্তর্গত শিমুলতলা রাজ্য সড়কে গাছে একটি বাইক ধাক্কা মারে। তাতে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। অপর যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে । মৃত যুবকের নাম বিশাল অধিকারী এবং আহত যুবকের নাম রাহুল সিং। সূত্রের খবর, নকশালবাড়িতে জন্মদিনের পার্টি সেরে গভীর রাতে পানিটাঙ্কিতে বাড়ি ফিরছিলেন দুই বন্ধু। এরপর দ্রুতগামী বাইকটি নিযন্ত্রণ হারিয়ে শিমুলতলায় একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে দুই বন্ধুই গুরুতর আহত হয়। দুজনকেই উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক বিশালকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাহুল। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নব বারাকপুরে শুরু লিটল ম্যাগাজিন ও বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ সন্তানের জীবনে বইয়ের বিকল্প নেই, সন্তানের হাতে একটি বই তুলে দিন শ্লোগান কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকেলে নব বারাকপুর পথের দাবী গণসাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচালিত সাহিত্যি পত্রিকা ঈশান আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন ও বইমেলা শুরু হল পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মজলিস প্রাঙ্গণে। মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে লিটল ম্যাগাজিন ও বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক শাহযাদ ফিরদাউস। উদ্বোধক সাহিত্যিক বলেন বইমেলা ভালো। বই পড়া ভালো। বই তো কথা। কথার প্রচার। সব বই সৃজন ক্ষমতা বাড়ায়। সব বই পড়া কি ভালো। আমাদের বাছাই করা বই পড়তে হবে। পৃথিবীতে বেশি খারাপ বই এর লেখক - লেখিকা। ছিলেন সাহিত্য আকাদেমি (যুব) সম্মানে সম্মানিত অভিমন্যু মাহাতো, চিত্রশিল্পী ও শিক্ষক অরুণ বনিক, শিক্ষাবিদ পূর্ণেন্দু বসু, বইমেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সুব্রত রায়চৌধুরী, ঈশান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শিশির মল্লিক, অসিত চক্রবর্তী সহ অন্যরা। নাট্যকার বাদল সরকার প্রাঙ্গণে অধীর রায় মঞ্চে প্রতিদিন থাকবে সংগীত, নৃত্য কবিতা আলোচনা শ্রুতিনাটক নাটক। মেলা চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৩ টে থেকে রাত ৯টা অবধি মেলা প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে। শুরুতে গবেষক ঐতিহাসিক যোগেশ চন্দ্র বাগলের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, উদ্বোধক সাহিত্যিক সহ অতিথিরা। কলকাতার নামি দামি ১৪ টি পুস্তক প্রকাশনী ও ৯ টি লিটল ম্যাগাজিন স্টল বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে।

মাদক সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ফের মাদক পাচার করতে গিয়ে মাদক সহ গ্রেফতার এক যুবক। নকশালবাড়ির রথখোলা এলাকায় মাদক পাচার হচ্ছে খবর এসএসবি ৪১নং ব্যাটেলিয়ন জওয়ানরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ১৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। ধৃতের নাম মহম্মদ ইদুল। ধৃতকে নকশালবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিলে ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/৭১, তারিখ ঃ ২৩.১২.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১১২৪১৬৫৭বি,** অ্যাক্সেল বক্স হাউজিং ফিনিশ মেশিনড ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ৭,২৭,২৮০ টাকা। **(২) ২০২৪২১৪৭এ,** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচ সমূহ, ইএলজিআই নির্মিত এয়ার কমপ্রেশার ধরনের টিআরসি-১০০০ ডিসিএম, ৫৪ মাসের ওভারহলিং কিট। ২,০৪,২৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১ থেকে ২-এর জন্য)। **(৩) ০৬২৪১২৩৯এ,** ইউটিএস টিকিট ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য চালু চুক্তি (রানিং কনট্র্যাক্ট বা আরজিসি)। ১৪,৩৪,৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৪) ০৫২৪১১৮৫,** সিলিন্ড্রিকাল রোলার বেয়ারিং এনইউপি-৩১৮ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৪১,৯৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৫) ১৫২৪৫১০৯,** রোটারি স্ক্রু বিদ্যুৎ চালিত এয়ার কমপ্রেশার। ১,৭৫,৮২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৭.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ১০২৪১১৫২,** আইওএইচ কিট, সিঙ্গল বটল ভিসিবি ধরনের। ১,৪৩,১৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ২০২৪১০৭৪,** সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার অনুসারে ৪১টি দফা সম্বলিত (মেসার্স এসকর্টস নির্মিত) ইপি ইউনিট-এর স্পেয়ার্স-এর কিট। ২,৬৮,১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ৭)। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির সংশোধনী দেখতে **www.ireps.gov.in** দেখুন ঃ ১২২৪৫৫৩১-এর খোলার নির্ধারিত তারিখ ০৩.০১.২০২৫-এ। **দ্রষ্টব্য** ঃ উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-66/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Supply of 70 watts LED outdoor Street Lights fittings at different wards under Cooch Behar Municipality" vide **Tender Id : 2024_MAD_790515_1** Estimated Cost - Rs 19,82,400.00 eTender submission end date -**11/01/2025**
Details information will be available from the website
(i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

উত্তরপ্রদেশের তিন দুষ্কৃতিকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত, রিমান্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম থানা পুলিশের তৎপরতায় বাংলায় এটিএম জালিয়াতি করতে এসে গারদে ঠাঁই মিলল যোগী রাজ্যের তিন জালিয়াতের। পাশাপাশি পুলিশের তৎপরতায় ফাঁস হল এটিএম জালিয়াতির অভিনব ফন্দি। ঘটনায় ধৃত অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি নতুন ঝাঁ চকচকে রেজিস্ট্রেশন বিহীন বিলাসবহুল গাড়ি , ১১৩ টি বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড, ৪টি আঠাযুক্ত ব্লকার স্টিক, সেলোটেপ, নগদ ৬ হাজার টাকা ও তিনটি স্মার্ট ফোনসহ ৫ টা মোবাইল। রবিবার বিকেলে কামাক্ষাগুড়ি বাজার এলাকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এটিএমে এক গ্রাহকের সাথে ঘটে এই প্রতারনার ঘটনা । জেলা পুলিশের দাবি, উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার বাসিন্দা ধৃত তিন দুষ্কৃতীর এই দল গত ৫-ই ডিসেম্বর গাড়িতে করে সড়ক পথে উত্তরপ্রদেশ থেকে রওনা দিয়ে বিহারের পুর্নিয়া হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। তারপর দার্জিলিং হয়ে গৌহাটি যাওয়াই ছিল পরিকল্পনা। উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত গোটা পথে প্রতি ৩০৪০ কিলোমিটার বাদে বাদে গ্রামীণ এলাকায় বেশ ভালো রকমের

জালিয়াতি করে বেশকিছু টাকা হাতিয়ে কামাখ্যাগুড়ি পৌছায় রবিবার সন্ধ্যায়। সেখানে পৌঁছে জাল পাতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে। জাল পাতার পরেই সেখানে তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয় এক দক্ষিন কামাক্ষাগুড়ির বাসিন্দা বিপ্লব বর্মন নানে এক যুবক। এটিএমের ডেলিভারি পয়েনেট আঠাযুক্ত স্টিক লাগিয়ে রাখা এটিএম এ টাকা নেই এই অভিনয় করে ওই যুবকের এটিএম কার্ড পাল্টে দেয় তারা। প্রাথমিক অবস্থায় ওই যুবক কিছু টের না পেলেও খানিক পরেই তাঁর সন্দেহ হওয়াতে তিনি এটিএম কার্ডটি বের করে দেখেন যে, একই ব্যাঙ্কের কার্ড হলেও তাতে তাঁর নাম নেই। বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি কালবিলম্ব না করে সটান কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে খুলে বলেন। পুলিশ দ্রুত ওই যুবক কে নিয়ে এটিএম এ গেলে দুই জালিয়াত কে ধরে ফেলে। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় অপর এক জালিয়াত। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আশেপাশের সমস্ত জায়গায় নাকা পয়েন্দ গুলোকে সতর্ক করে দেয়, এবং ওই যুবকের সঙ্গীদের কাছ থেকে তার মোবাইল নম্বর নিয়ে সেটিকে ট্রেকিং করতে শুরু করে। পালিয়ে যাওয়া দুস্কৃতী কোচবিহারের রসিকবিল হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ি এলাকায় পৌঁছলে সেখানকার নাকা চেকিং এ ধরা পরে যায়। এরপর তাকে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে এনে, তিন জনকে একসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। সোমবার তিন অভিযুক্ত, অনিল সরজ, সুনিল সরজ এবং বিপিন কুমার সিং-কে আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠানো হলে আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে রিমান্ডের আবেদন করবে বলে জানা গেছে।

শিলিগুড়িতেও জমে উঠেছে বড়দিনের বাজার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আজ বড়দিন, অন্যান্য জায়গার মতন শিলিগুড়িতেও জমে উঠেছে বড়দিনের বাজার। শিলিগুড়ি বিভিন্ন মার্কেটে সুসজ্জিত কেক বিক্রি হচ্ছে। ছোট থেকে বড়, এবং আমিষ থেকে নিরামিশ। শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকটি চার্চ আছে, তার মধ্যে বিখ্যাত চার্চ এবং প্রধান নগরের চার্চ বিখ্যাত। এই চার্চ গুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সুসজ্জিত আলো দিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় গির্জা তৈরি হচ্ছে, প্রভু যীশুর আগমনের। বাচ্চারা তৈরি হয়ে গেছে, ক্রিসমাসের জন্য। দেদার বিক্রি হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি। বিখ্যাত এই ক্রিসমাস ট্রি প্রভু যিশুর আগমনের বার্তা নিয়ে আসে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং এমসি/ডব্লুসি/কম্পোজিট সিলিন্ডার, তারিখ ১৯.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে ''সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম''-এ সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে কম্পোজিট সিলিন্ডার অগ্নিনির্বাপক (ভেলক্রো বেল্ট স্ট্র্যাপ সমেত) ৬ কেজি এবিসি পাউডার সরবরাহ এবং ফিট করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৯৭,২৬,৩৫২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৪৮,৬০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২৭.১২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০১.২০২৫ বিকেল ৩টে। **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং যোগ্যতা শর্তাবলি সহ টেন্ডার নথি দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

SDAH-289/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ই-নিলাম কর্মসূচির সংশোধনী, জামালপুর ডিপোর ডিসেম্বর মাসের ই-নিলাম কর্মসূচিতে নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ডিপো এবং ডিভিসন সহ জামালপুর ডিপোর অন্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে। জামালপুর ডিপোতে বর্তমান ৩০.১২.২০২৪-এর নিলামের তারিখটি পরিবর্তিত রূপে **৩১.১২.২০২৪** তারিখ করা হয়েছে।

STORES-67/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD.

CIN: U70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata-700001, **Phone** : 033-4450 0500
Email id - secretarial@rdbrealty.com

স্কপাস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সংশোধিত সময় অনুসারে সময় (নিয়ম), সাধারণ সার্কুলার নং। ১৪২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, ১৭২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, ২২২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, ৩৩২০২০ তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩৯২০২০, ৩৯২০২০, ৩৯২০২০, ২০২০১২ ডিসেম্বর তারিখ ২৩ই জুন, ২০২১, ২০২০২১ তারিখ ৮ ই ডিসেম্বর, ২০২১, ৩২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১২০২২ তারিখ ২৮ ই ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ ই সেপ্টেম্বর, ২৩২০ সেপ্টেম্বর, ২০৯ তারিখ ২০২৪ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) (এমসিএ সার্কুলার), ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের রেগুলেশন ১৭ (আইসি) এবং ৪৪ দ্বারা জারি করা অন্যান্য সম্পর্কিত সার্কুলার (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা)) রেগুলেশন, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস), সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), যদি থাকে, আরডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড (পূর্বে আরডিবি রিয়েলিটি) ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড) (কোম্পানি) রিমোট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তার সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন চাইছে ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে রেজোলিউশন সম্পদ পাস করার জন্য ভোটিং (ই-ভোটিং)।
কোম্পানি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে এবং পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত জারি করা পূর্বোক্ত সাধারণ সার্কুলারগুলির মাধ্যমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সাধারণ সভা আযোজেনপোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালযের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে পড়ুন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সহ নোটিশ শুধুমাত্র ২৪ শে ডিসেম্বর, ২০২৪ ইমেলের মাধ্যমে সকলকে পাঠানো হয়েছে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা যাদের নাম শুক্রবার, ০৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) সদস্যদের রেজিস্টারেউপকারি মালিকদের তালিকায় উপস্থিত হয়েছে এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়েছে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https:www.rdbindia.comwp-contentuploads202412Postal-Ballot-Notice&18.12.2024.pdf-এও পাওয়া যাচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং সিএসই লিমিটেড www.cse-india.com এবং ওয়েবসাইটে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) https:www.evoting.nsdl.com-এ।
যেসব সদস্যদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিতআপডেট করা হয়নি তারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং কোম্পানির ভবিষ্যতের অন্যান্য যোগাযোগ পেতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনআপডেট করতে পারেঃ
ক) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ, পিন কোড সহ পোস্টাল ঠিকানা ইত্যাদি নিবন্ধন আপডেট করেননি, সমর্থনকারী নথির সাথে যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম ISR-1 জমা দিয়ে নিবন্ধনআপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানির কাছে বা Niche Technologies Pvt Ltd, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)। নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে ISR-1 ফর্মটি ডাউনলোড করা যেতে পারে ঃ https:// nichetechpl.com / wp-content / uploads /2023/ 03 / Form_ISR-1.pdf.
কোম্পানি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিসেস প্রাচি টোডিকে নিযুক্ত করেছে।
সদস্যদের ভোটের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে, শুক্রবার, ০৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে, কাট-অফ তারিখ। যে কোনো ব্যক্তি যিনি উল্লিখিত কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। ভোটের সময়কাল বৃহস্পতিবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ (৯.০০ সকাল) শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী, ২০২৫ (৫.০০ সন্ধ্যা) এ শেষ হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের তারপরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতিনির্দেশ পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে রয়েছে।বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) (একত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে) ই-ভোটিং শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ই-ভোটিংযের ফলাফলগুলি জানানো হবে।) যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.rd-bindia.comas-এও প্রদর্শিত হবে পাশাপাশি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে https://www.evoting.nsdl.com ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণার তারিখটিকে নোটিশে উল্লিখিত রেজুলেশন পাসের তারিখ বলে গণ্য করা হবে।কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন ঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা পাঠান pritamd@nsdl.com এ সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব প্রীতম দত্তের কাছে একটি অনুরোধ evoting@nsdl.com।

বোর্ডের আদেশে
স্থানঃ কলকাতা — সাক্ষর-প্রিয়রূপ মুখার্জি
তারিখঃ ২৪.১২.২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No.: KMC/ASPH/GG/MH-19/2024-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Development of road surface at 12 feet road (From 277/N to 236 Ho-Chi-Minh Sarani) by lowering the surface in ward no. 128, BR-XIV under Roads Mechanical Department;** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): **Rs.4,90,521.36;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of completion: **15 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **08.01.2025 up to 12 noon;** The bid forms and other details are available on and from **28.12.2024 at 12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The DG (S&D), KMC invites e-tender online two bid systems for the following work:
NIT No.: KMC/SD/BDPS/NEW/LRS34/2024 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent replacement of damaged 800A FN Switches incl. repairing & maintenance of Starters of 6KV, 330KW Motor-3 & 4 of New Station with other allied works at BDPS;** Estimated Amount: **Quotation (Below 5 Lacs);** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of completion: **10 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **31.12.2024 at 5 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://www.wbtenders.gov.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The Executive Engineer (W/S) / S.S. Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-119/02/24-25/17 (1st Call)
Name of the Work: **Replacement of 100mm dia C.I. Pipe by D.I Pipe near H/No - 27/1, 80/A Brojen Mukherjee Road to S.N. Chatterjee Road Crossing in ward no. 119, BR-XIII;** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): **Rs.2,72,203.94;** Earnest Money: **Rs.5,500.00;** Period of completion: **30 Days;**
2. NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-121/15/24-25/15 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing and maintenance of damaged portion of 1000mm dia water main at D.H. Road near Womens College in ward no. 121, BR-XIV;** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): **Rs.2,81,745.76;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of completion: **10 Days;**
3. NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-127/14/24-25/14 (1st Call)
Name of the Work: **Laying 100mm dia D.I. Pipe near P-102 Kasto Danga Road, 100/2 Jubilee Park etc. in ward no. 127, BR-XIV;** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): **Rs.1,92,751.82;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of completion: **21 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **09.01.2025 up to 4 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); Tender will be opened on: **11.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **30.12.2024 at 4 p.m.**(for Sl. No. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/DCE_PS/I/03/06/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Construction of Garden along with installations of Statue of Kishore Kumar at the Entrance of Milk Colony Gate in ward no. 03, BR-I;** Estimated Cost: **Rs.3,97,949.93;** Earnest Money: **Rs.8,000.00;** Period of completion: **30 Days;**
2. NIT No.: KMC/DCE_PS/I/FOUNTAIN/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Periodical maintenance of different fountain at different locations of BR-I;** Estimated Cost: **Rs.4,21,860.84;** Earnest Money: **Rs.8,500.00;** Period of completion: **365 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **02.01.2025 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **26.12.2024 at 10 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2);
3. NIT No.: KMC/DCE_PS/I/05/02/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Pot Grown Rosea and Dahlia in Tala Park Nursery in ward-05, BR-I;** Estimated Cost: **Rs.2,15,391.59;** Earnest Money: **Rs.4,400.00;** Period of completion: **365 Days;**
4. NIT No.: KMC/DCE_PS/I/06/02/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Beautification of garden with bamboo fencing and plantation from Chitpur Bridge Crossing to Jheel Road along Cossipore Road in ward-06, BR-I (Including 01 (One) year maintenance);** Estimated Cost: **Rs.4,56,117.71;** Earnest Money: **Rs.9,200.00;** Period of completion: **Const. Part - 45 Days + Maint. Part - 365 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **03.01.2025 at 1 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4); The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 at 10 a.m.** (for Sl. No. 3 & 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), KMC invites e-tender for the following works:
1. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/77/2024-25
Name of the Work: **Laying of 100mm dia DI Pipe by replacing 100mm dia PVC pipe from Bechar More to 325 Sardar Para in ward no. 111;** Estimated Amount: **Rs.1,86,983.29;** Earnest Money: **Rs.3,800.00;** Period of completion: **21 Days;**
2. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/78/2024-25
Name of the Work: **Restoration of W/S service main disturbe by KEIIP drainage HQ at Natun Bazar and Pirpukur area in ward no. 112;** Estimated Amount: **Rs.1,63,836.96;** Earnest Money: **Rs.3,300.00;** Period of completion: **21 Days;**
3. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/79/2024-25
Name of the Work: **Implement of W/S Pipe line by providing 100mm dia DI pipe at H/O Achinta Aptt. to H/OF A/62 Sonali Park in ward no. 113, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs.1,30,981.73;** Earnest Money: **Rs.2,700.00;** Period of completion: **15 Days;**
4. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/80/2024-25
Name of the Work: **Development of W/S pipe line by providing 100mm dia DI Pipe at H/O Kamal Gayen to H/OF Pappu Mondal Vivekananda Park in ward no. 113, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs.1,23,175.72;** Earnest Money: **Rs.2,500.00;** Period of completion: **15 Days;**
5. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/81/2024-25
Name of the Work: **Development of W/S pipe line by providing 100mm dia DI Pipe at H/O Topa Dey to H/OF Subhas Pal on New Shibtala Road in ward no. 113, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs.1,11,079.91;** Earnest Money: **Rs.2,300.00;** Period of completion: **15 Days;**
6. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/82/2024-25
Name of the Work: **Laying of 100mm dia DI Pipe by replacing existing worn out 100mm dia PVC pipe from 5/25 CR Colony to 5/34 PN Dey Road and Trilokhnath SCL to Bijay Sangha Club in ward no. 102, BR-XII;** Estimated Amount: **Rs.2,78,453.48;** Earnest Money: **Rs.5,600.00;** Period of completion: **30 Days;** Last Date of receipt/ opening of Tender (Online): **04.01.2025 at 5 p.m/ 08.01.2025 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6); The bid forms and other details are available on and from **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6).
1106/24-25

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

আজকের দিন কনে সাজতে পারেন ভিন্টেজ স্টাইলে

আজকের দিনে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় ঘরোয়াভাবেই। দুই পরিবারের হাতে গোনা কিছু মানুষের উপস্থিতিতেই হয়ে যায় পুরো আয়োজন। বিশেষ এই দিনে কনে সাজ সাজতে বিশেষ নর দিতে করুরই াপত্তি থাকে না। আইলাইনারের টান, হালকা রঙের আইশ্যাডো, চুলের মাঝখানে সিঁথি করে পেছনে ক্লিপ দিয়ে আটকানো- বর্ণনা শুনতে যেমন ছিমছাম লাগছে, দেখতেও লাগছে গোছানো।

সাদা রঙের শাড়িতেও কনে সাজতে টিকলি আর টিপ। সাজের বেজ হালকাই রাখা হয়েছে। লিপস্টিক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মেরুন রংকে। নাকের নথ, গলার চোকার এবং সীতাহার ধাঁচের মালায় সাজানো হয়েছে। ভারী মনে করলে

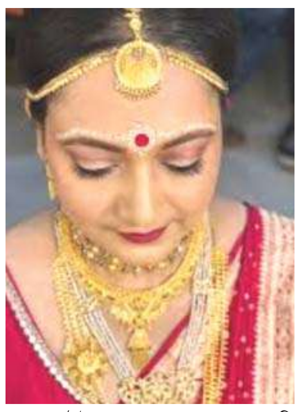

গলায় দুইটার বদলে যেকোনো একটি গয়নায়ও সেজে ওঠা যায়।

থাকতে পারেন হালকা বা একটু ভারী সাজ। শাড়িকেই সাধারণত বেছে নেওয়া হয়। বিয়ের দিন যেহেতু লাল রঙের প্রাধান্য এখনো আছে কনে সাজে, শাড়ির রঙে থাকে ভিন্নতা। সাদা, সোনালি, ম্যাজেন্টা কিংবা গা। বেগুনির মতো রঙেও সেজে স্বাচ্ছ ঃদ্য বোধ করেন কনেরা। মুক্তা, কাটা নকশা, কুন্দন কিংবা নবরত্নের গয়নায় সেজে ওঠেন নতুন বউয়েরা।

ম্যাজেন্টা রঙের এই জামদানি আজকের জন্য আদর্শ। রঙে উজ্জ্বল কিন্তু ওজনে হালকা হওয়ায় কনে পরে আরাম পাবেন। হালকা সাজই বেছে নেওয়া হয়েছে এই শাড়ির সঙ্গে। দুল, মালা, সবুজ রঙের কাচের চুড়িতেই সাজে চলে এসেছে কনে ভাব। কপালে ছোট টিপ, চোখের নিচে সাদা কাজল, ওপরে পারেন। মসলিনের ওপর পেটানো কাজ করা। সঙ্গে এমারেল্ড আর জারকন পাথরের গয়না বেছে নেওয়া হয়েছে। সাদা আর সবুজ রং একসঙ্গে থাকলে সাজে চলে আসে স্নিগ্ধতা আর অভিজাত ভাব। ছিমছাম মেকআপ আর খোঁপায় সাজ সম্পূর্ণ।

শাড়ির সঙ্গে কোটি পরতে পছন্দ করেন অনেকেই। আজকের দিন চাইলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন কিছুটা। সোনালি রঙের সিল্কের শাড়িটির ওপর ভরাট কাঁথা স্টিচের কাজ করা। ভিন্নতা আনতে কালো আর ম্যাজেন্টা আছে, এমন বেনারসি দিয়ে বানানো কোটি পরেছেন। এখন আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা, চাদর বা সোয়েটারের বদলে কোটিতে বরং স্টাইলিশ লাগবে। চুল এখানেও খোলা, কপালে আছে

গাঢ় বেগুনি রঙের শাড়ির আভিজাত্য আলাদা। চোখ ফেরানো যায় না। অনেকেই আজকের দিন একটু ভারী সাজতে চান। মাথায় টায়রা যোগ করলেই জমকালো ভাব চলে আসবে। এ ক্ষেত্রে মেকআপটা একদমই হালকা থাকতে পারে। লিপস্টিকের জন্য এখানে নুড রংকে বেছে নেওয়া হয়েছে। টান টান করে চুল বেঁধে খোঁপা করা হয়েছে।

ভিন্টেজ স্টাইল ভালোবাসেন অনেকেই। আজকের দিন এ ধারার সাজেও সেজে উঠতে পারেন চাইলে। গয়না আর চুলের সাজের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে এ ক্ষেত্রে। মুক্তার গয়না আর কপালের কাছের চুলগুলোতে একটু ভাঁজ রাখতে পারলে ভালো হয়। সাজে বাহুল্য নেই একেবারেই।

শীতকালের মেকআপ কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে

বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালের মেকআপ কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময় সব ধরনের ত্বকেই কিছুটা পরিবর্তন আসে। ত্বকের দ্বিতীয় স্তর ডার্মিসে ঘামগ্রন্থির কাজ কম হয়, ফলাফল ত্বক আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। আমাদের ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা না থাকায় মেকআপে সহজেই ফাটল ধরে। শীতকালে মেকআপ কীভাবে করলে ভালো হবে, সেটাই জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ।

সাজের আগে ত্বককে প্রস্তুত করতে হবে। শীতকালের শুষ্ক ত্বককে মেকআপের উপযোগী করতে ক্লিনজার-টোনার-ময়েশ্চারাইজার-প্রাইমার (সিটিএমপি পদ্ধতি) লাগানোর পরামর্শ দেন রূপবিশেষজ্ঞদের। তিনি বলেন, এই চার ধাপ অনুসরণ না করলে মেকআপ ঠিকমতো বসে না। ত্বকেও উজ্জ্বলতা আসে না। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নেওয়া উচিত তেলবিহীন ফেসওয়াশ আর স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ ক্লিনজার। কিন্তু সব ধরনের ত্বকের জন্যই বেছে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ টোনার। কারণ, মুখ পরিষ্কার করার পর সব ধরনের ত্বকেই আর্দ্রতার প্রয়োজন প।ে। ময়েশ্চারাইজারের ক্ষেত্রে তেলবিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভালো। বাজারে সাধারণত জেল, তেল ও সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার পাওয়া যায়। যেকোনো ধরনের ত্বকেই মানায় জেলভিত্তিক প্রাইমার। এটি ত্বকের আর্দ্রতাকে ধরে রাখতেও সহায়তা করে। তবে যাদের ত্বকে ব্রণের দাগ আছে, তাঁরা বেছে নিতে পারেন সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার।

ফাউন্ডেশন-মেকআপের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো ফাউন্ডেশন। ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক ফাউন্ডেশন বেছে নেওয়া জরুরি। শীতকালের জন্য সবচেয়ে ভালো ডুয়েল ফিনিশ ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন পরিমাণে লাগে খুবই অল্প, কিন্তু সব ধরনের ত্বকেই খুব ভালোভাবে মিশে যায়। আলাদাভাবে বলতে গেলে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন তেলবিহীন ফাউন্ডেশন, তেমনি স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর এটিকে ত্বকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করা হয় পাউডার। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্বকেই ব্যানানা পাউডার বা হোয়াইট টোন পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাউডার ব্যবহারের পর ত্বক বেশি শুষ্ক দেখালে সেটিং স্প্রে দিয়ে পাউডার ও ফাউন্ডেশনকে সেট করে নিতে হবে।

চোখের সাজ-চোখের সাজের ক্ষেত্রে ম্যাট ফিনিশ আইলাইনার ব্যবহার করাই শ্রেয়। চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চোখের পাপড়িতে ব্যবহার করতে পারেন ভলিউম মাসকারা। আজকাল চোখের সাজে গ্লসি আইশ্যাডো বেশ জনপ্রিয়। এর ব্যবহারে চোখে চলে আসবে ভিন্নতা। চোখের বেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন বাদামি রঙের গ্লসি আইশ্যাডো, এর ওপর হালকা শিমার দিলেই চোখের সাজ সম্পূর্ণ।

ঠোঁটের সাজ- শীতকালে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অভাব ও শরীরে পানিশূন্যতার জন্য ঠোঁট শুকিয়ে যায়। শুকনো ঠোঁটে কোনো সাজই ভালো লাগে না। এ সময় ঠোঁটে আর্দ্রতাযুক্ত লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে। এরপর ব্যবহার করতে পারেন গ্লসি লিপস্টিক। কারণ, চোখের মতোই, ঠোঁটের সাজেও চলছে গ্লসি লুকের আধিপত্য।

হাইলাইটার- মুখের ত্বক নরম ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে হাইলাইটার। স্কিন টোন অনুযায়ী বেছে নিতে হবে হাইলাইটার। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন পাউডার হাইলাইটার আর শুষ্ক ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন তরল হাইলাইটার। মেকআপের পর সবশেষে ফিক্সিং স্প্রে দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ঠিক করে নিতে হবে। এতে মেকআপটিও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

রুশ জেনারেলকে হত্যা, ইউক্রেনকে দায়ী করেছেন রাজনৈতিক টকশোর উপস্থাপক

মস্কো, ২৪ ডিসেম্বরঃ রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইগর কিরিলভ হত্যার ঘটনায় দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক টকশোর উপস্থাপক এ হত্যার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হামলার মাধ্যমে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর নিজের মৃত্যুদণ্ডে সই করেছেন। গত মঙ্গলবার সকালে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় এক বিস্ফোরণে ইগর কিরিলভ নিহত হন। এই গুপ্তহত্যার দায় স্বীকার করেছে ইউক্রেন। এর মধ্য দিয়ে প্রায় তিন বছর ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার ভূখণ্ডে দেশটির সবচেয়ে উচ্চপর্যায়ের কোনো সামরিক কর্মকর্তা ইউক্রেনের হামলায় প্রাণ হারালেন। ইগর কিরিলভ রাশিয়ার ' বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রোটেকশন ট্রুপস' নামে একটি বাহিনীর প্রধান ছিলেন। প্রায় তিন বছর ধরে ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। তা সত্ত্বেও মস্কোর জনজীবন খুব স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। মেট্রোতে যাত্রীদের ভিড় থাকছে। পানশালা ও ক্লাবগুলো জমজমাট থাকছে মস্কোর তরুণদের পদচারণে। তারপর, হঠাৎ করে, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু ঘটে। আর তা বলে, আজকের রাশিয়ায় কিছুই স্বাভাবিক নেই। এই ' হতে পারে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন, যা মস্কোর আকাশ প্রতিরক্ষায় অনুপ্রবেশ করছে। অথবা আরও নাটকীয় কিছু। যেমনটা ঘটেছে গতকাল মঙ্গলবার সকালে। এদিন মস্কোর একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শীর্ষস্থানীয় জ্যেষ্ঠ রুশ জেনারেলকে (ইগর কিরিলভ) নিশানা করে হত্যা করা হয়েছে। একটি বৈদ্যুতিক স্কুটারে লুকিয়ে রাখা বোমার বিস্ফোরণে ইগর কিরিলভ ও তাঁর সহকারী ইলিয়া পোলিকারপভ নিহত হন। মস্কোর বিস্ফোরণস্থলের কাছের একটি ভবনে থাকেন লিজা। তিনি বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে খবরের কাগজে পড়াটা একটা ব্যাপার। তখন এটিকে অনেক দূরের ঘটনা মনে হয়। কিন্তু যখন তা পাশে ঘটে, তখন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভীতিকর একটা ব্যাপার। লিজা

বলেন, এত দিন পর্যন্ত যুদ্ধকে মনে হচ্ছিল, তা যেন অনেক দূরে ঘটছে। এখন এখানে কেউ মারা গেছেন। ফলে যুদ্ধের পরিণতি এখন এখানে বসেই অনুভব করা যায়। উদ্বেগ অনেক বেড়ে গেছে জানিয়ে লিজা বলেন, তাঁর শোনা প্রতিটি শব্দই তাঁকে বিচলিত করে। চমকে উঠে তাঁর মনে হয়, এটি ড্রোন নাকি কোনো নির্মাণকাজের শব্দ।রুশদের এমন ভাবনার কারণটাও বোধগম্য। রুশদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য এটি এমন একটি যুদ্ধ, যার সম্পর্কে তাঁরা কেবল তাঁদের টিভি পর্দা বা স্মার্ট ফোন থেকে জানতে পারেন। নানাভাবেই এটি একটি ভার্চ্যুয়াল যুদ্ধ। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বাস্তবে এই যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে। কিন্তু মস্কোতে যখন একজন রুশ জেনারেল গুপ্তহত্যার শিকার হলেন, তখন তা স্পষ্টই জেগে ওঠার ডাক। এই ঘটনা প্রমাণ করে, এই যুদ্ধ খুবই বাস্তব, বাড়ির খুব কাছের ঘটনা। এখন প্রশ্ন, এই ঘটনা কি রুশ কর্তৃপক্ষের জন্য একটি জেগে ওঠার ডাক হিসেবে কাজ করবে? সম্ভবত না। ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে ক্রেমলিনের সরে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। রুশ জেনারেল ইগর কিরিলভ হত্যার খবর নিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভির একটি রাজনৈতিক টক শোতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। টক শোর উপস্থাপক এই হত্যার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, এই হামলার মাধ্যমে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নিজের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করেছেন। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ বলেছেন, তদন্তকারীদের অবশ্যই রাশিয়ায় খুনিদের খুঁজে বের করতে হবে। দিমিত্রি মেদভেদেভ আরও বলেছেন, 'লুকিয়ে থাকা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নির্মূল করার জন্য আমাদের অবশ্যই সবকিছু করতে হবে।' রুশ জেনারেল ইগর কিরিলভ ও তাঁর সহকারীকে হত্যার বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দিক থেকে এখন পর্যন্ত কোনো প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ক্রেমলিনের নেতা পুতিন আগে বহুবার বলেছেন, নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে রাশিয়া সব সময় জবাব দেবে। পুতিনের এ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই হত্যার বদলা নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার পুতিন তাঁর বছর শেষের বার্ষিক সংবাদ সম্মেলন করবেন। রেডিও-টেলিভিশনে তাঁর ফোন-ইনেও আসার কথা। কাল এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে রাশিয়ার প্রধান টেলিভিশন চ্যানেলগুলো। পুতিন তাঁর দেশের নাগরিকদের কি বলবেন যে রাশিয়া কোন দিকে যাচ্ছে? কারণ, ইউক্রেন যুদ্ধ, যাকে পুতিন এখনো তাঁর ' সামরিক অভিযান' বলছেন, তা তিন বছর পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি রয়েছে।

চিকিৎসকদের রোগী ও তাঁর পরিবার পরিজনদের আস্থা অর্জন করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ চিকিৎসকদের রোগী ও তাঁর পরিবার পরিজনদের আস্থা অর্জন করতে হবে। সেইসাথে বহিঃরাজ্যে রোগী রেফার করার প্রবণতা হ্রাস করতে হবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বুধবার আগরতলা টাউনহলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডঃ সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, মেডিকেল এডুকেশন বিভাগের অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ এইচ পি শর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষা প্রফেসর ডাঃ শালু রায় প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ চালুর প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রোগী আশা নিয়ে চিকিৎসকদের কাছে আসেন। এই ক্ষেত্রে রোগীর আস্থা অর্জন করতে হবে। রোগীর পরিবার-পরিজনদেরও আস্থা অর্জন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বহিঃরাজ্যে রেফার হ্রাসে চিকিৎসকদেরও ভূমিকা নিতে হবে। তাঁদের ভাবতে হবে আমি কেন পারব না। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু অনুষ্ঠানে অনেকেই চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে আসেন। তিনি অবাক হয়ে যান যখন শোনেন সুপার স্পেশালিস্ট চিকিৎসক বহিঃরাজ্যে রেফারের কথা বলছেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসা পরিষেবায় চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি আরো জানান, চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো বৃদ্ধির কাজও করে চলছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে একটি বেসরকারি উদ্যোগে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৫০টি আসন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আগরতলা গভর্মেন্ট ডেন্টাল কলেজ। বর্তমানে এই কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৩টি। এই সময়ের মধ্যে ব্যাপক পরিকাঠামোগত পরিবর্তনও আনা হয়েছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে।

প্রয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতার বাড়িতে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ পয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতার বাড়িতে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ১ নং ওয়ার্ডের ক্ষেত্র মোহন মজুমদার এক সময় সিপিআইএমের একজন লড়াকু নেতা ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা উনার সেবাযত্নে কোন ধরনের ত্রুটি রাখেনি। অবশেষে গত শুক্রবার কাঞ্চনমালাস্থিত নিজ বাড়িতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যাকে রেখে গেছেন। দলীয় নেতৃত্বদের মাধ্যমে সিপিআইএম এর প্রবীণ নেতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে প্রয়াত ক্ষেত্র মোহন মজুমদারের কাঞ্চনমালস্থিত বাড়িতে আসলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ জেলা এবং মহকুমা কমিটির সিপিআইএমের নেতৃত্বরা। এদিন মানিক সরকার প্রয়াত সিপিআইএম নেতা ক্ষেত্র মোহন মজুমদারের স্ত্রী সহ তাঁর পুত্রদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পয়াত সিপিআইএম নেতা ক্ষেত্র মোহন মজুমদারের পুত্রদেরকে বলেছেন তাদের বাবার সুনাম এবং আদর্শকে যেন সারা জীবন বাঁচিয়ে রাখেন। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সাংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন প্রয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতা ক্ষেত্র মোহন মজুমদার একজন জনদরদি ছিলেন। সব সময় তিনি মানুষের পাশে থেকে মানুষের সাথে মিশতে খুব ভালবাসতেন।

গুয়াহাটির পাথরকুচিতে এসটিএফ-এর অভিযানে বমাল ধৃত মাদক কারবারি

গুয়াহাটি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত পাথরকুচিতে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর অভিযানে বমাল ধরা পড়েছে এক মাদক কারবারি। পাথরকুচি এলপি স্কুলের কাছে অভিযান চালিয়ে বছর ৩৮-এর উদয় দলেকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। সুনির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পাথরকুচি এলপি স্কুল সংলগ্ন একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল এসটিএফ। ওই বাড়ির একটি ঘরে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করত উদয় দলে। তার ঘরে তালাশি চালিয়ে ৮২ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন ভরতি বেশ কয়েকটি সাবান কেস এবং ৫১টি প্লাস্টিকের কন্টেইনার বাজেয়াপ্ত করেছেন এসটিএফ-এর আধিকারিকরা। এছাড়া তার ঘর থেকে ৩৬২টি খালি কন্টেইনার, একটি খালি সাবান কেস, নগদ ২,০০০ টাকা, সিম ভরতি একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং এএস ০১ এফআর ১৭৩২ নম্বরের একটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার ৩৫০ মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত উদয় দলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গাজায় জিম্মি বিনিময় চুক্তির বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে ঃ নেতানিয়াহু

২৪ ডিসেম্বর ঃ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা থেকে জিম্মিদের মুক্ত করার আলোচনায় 'কিঠুটা অগ্রগতি' হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গতকাল সোমবার ইসরায়েলি পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে নেতানিয়াহু এ কথা জানান। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতির কথা বলার দুই দিন পর পার্লামেন্টে এ তথ্য জানালেন নেতানিয়াহু। গাজায় ১৪ মাসের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ চলছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। ওই দিন ইসরায়েল থেকে ২৫১ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ৯৬ জন এখনো জিম্মি আছেন। ৩৪ জন মারা গেছেন বলে দাবি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর। অন্যরা ইতিপূর্বে হওয়া যুদ্ধবিরতির সময় ছাড়া পেয়েছেন। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তির জন্য কাতার, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দোহায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনায় একটি চুক্তির ব্যাপারে আশা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গতকাল পার্লামেন্টে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' যেসব উদ্যোগ নিয়েছি, তার সবকিছু প্রকাশ করতে পারব না। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে

আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমি সতর্কভাবে বলতে চাই, এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং তাঁদের সবাইকে বাড়িতে না ফেরানো পর্যন্ত আমরা থামব না।' ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ' পরিবারগুলোর উদ্দেশে আমি বলতে চাই, আপনাদের কথা আমাদের ভাবনায় আছে এবং আপনাদের প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়ার আশা আমরা ছেড়ে দেব না। তাঁরা আমাদেরও প্রিয়জন।' জিম্মি মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আলোচনায় সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জিম্মিদের পরিবারগুলো। সমালোচকেরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন, নেতানিযাহু এ-সংক্রান্ত আলোচনা স্থবির করে রেখেছেন। তিনি তাঁর ডানপন্থী জোটের শরিকদের শান্ত রাখতে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছেন। এরই মধ্যে গত শনিবার হামাস, ইসলামিক জিহাদ ও বামপন্থী পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন আলোচনায় অগ্রগতি হওয়ার কথা বলেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর থেকে দুই পক্ষের আলোচনা একাধিকবার চ্যালেঞ্জের মুখে প।ছে। একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার বিষয়টিই বিরোধের মূল কারণ। আরেকটি অমীমাংসিত সমস্যা অঞ্চলটির যুদ্ধপরবর্তী শাসনব্যবস্থা কেমন হবে তা নিয়ে। হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আল-কাসাম ব্রিগেড বলেছে, সামনে ইসরায়েলি বাহিনী কীভাবে তাদের আক্রমণ চালায়, তার ওপর কিছু বন্দীর ভাগ্য নির্ভর করছে।

হস্তান্তরের দুই যুগ পর ট্রাম্প কেন পানামা খাল ফেরত চাইছেন

২৪ ডিসেম্বর ঃ পানামা খাল আবার যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, মার্কিন জাহাজের সঙ্গে ' আচরণ করা হচ্ছে। এ খাল ঘিরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়েও ইঙ্গিত করেছেন ট্রাম্প। এসব বিষয়কে যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থের জন্য একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হিসেবে দেখছে। তবে ট্রাম্পের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে পানামা সরকার। আসুন, প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী পানামা খাল সম্পর্কে একনজরে পাঁচটি বিষয় জেনে নেওয়া যাক- ১৯৭৭ সালে পানামার জাতীয়তাবাদী নেতা ওমর তোরিজোস ও তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বেশকিছু চুক্তিতে সই করেন। চুক্তির শর্ত মেনে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পানামার কাছে এ খাল আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

পানামার নিয়ন্ত্রণ-পানামা খালের দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার বা প্রায় ৫০ মাইল। এটি পরিচালনা করে পানামা খাল কর্তৃপক্ষ, যা পানামার একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। মধ্য আমেরিকার দেশ পানামার সংবিধানে এ খালকে ' জাতির অবিচ্ছেদ্য ঐতিহ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। তবে এ-ও বলা আছে, পানামা খাল বিশ্বের ' জাতির' জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। পানামা খাল সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র। খালটি দিয়ে পরিবহন করা ৭৪ শতাংশ পণ্যবাহী কার্গো দেশটির। এরপরই চীনের অবস্থান। দেশটির হিস্যা ২১ শতাংশ। পণ্যবাহী জাহাজের টোল নির্ধারণ করে পানামা সরকার। খালের প্রয়োজনীয়তা আর আন্তর্জাতিক চাহিদার ওপর নির্ভর করে টোলের তারতম্য হয়। এ ছাড়া জাহাজে কার্গো বহনের ধারণক্ষমতা টোল নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি নাকচ করে দিয়েছেন পানামার প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনো। গত রোববার তিনি বলেন, ' ওপর চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো শক্তিরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।' সব ধরনের নৌযান, এমনকি যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন এ খাল দিয়ে চলাচল করতে পারে। ফরাসিরা একটি খাল খননের উদ্যোগ নিলেও সফল হতে পারেনি। এরপর এগিয়ে আসে মার্কিনরা। দুই পক্ষের চুক্তি সই হয়। চুক্তি অনুযায়ী, খাল খননের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজেদের জমি ও জলসীমা ছেড়ে দেয় পানামা। ঐতিহাসিক এ অর্জনের কোনো ধরনের উল্টোযাত্রা শুধু আমাদের সংগ্রামকেই অসম্মান জানাবে না বরং এ অর্জনের সঙ্গে জ।তিদের স্মৃতির প্রতিও অপমান করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে সময় লাগে ১০ বছর। খরচ হয় ৩৮ কোটি ডলার। অবশেষে ১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট পানামা খাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। প্রথম একটি স্টিমার খালটি অতিক্রম করে। পানামা খাল খননে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের প্রাণ যায়। খননকাজ চলার সময় বিভিন্ন রোগ ও দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়। পানামার প্রেসিডেন্ট রাউল মুলিনো বলেন, ' খাল আমাদের ইতিহাসের অংশ ও একটি অপরিবর্তনীয় অর্জন।' আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল পানামা খাল। শুধু তাই নয়, সেখানে একটি বিশেষায়িত ' জোন' বা ছিটমহলের মতো খাল অঞ্চল গ।ে তুলেছিল ওয়াশিংটন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সামরিক ঘাঁটি, পুলিশ, এমনকি বিচারব্যবস্থা কার্যকর ছিল। পানামার মানুষের মধ্যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা আর পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন ধরে ছিল। বিভিন্ন সময় এই দাবি উঠে এসেছে। অবশেষে এ দাবি আলোর মুখ দেখে ১৯৭৭ সালে। পানামার জাতীয়তাবাদী নেতা ওমর তোরিজোস ও তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বেশকিছু চুক্তিতে সই করেন। চুক্তির শর্ত মেনে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পানামার কাছে এ খাল আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। পানামা খালকে ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ খাল দিয়ে যেকোনো নৌযানের চলাচলের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে শর্ত হলো চলাচলকারী নৌযানগুলোকে খালের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে চলতে হবে। আর যুদ্ধরত দেশগুলোর সামরিক নৌযান একই সময়ে একসঙ্গে খাল পার হতে পারবে না। ওমর তোরিজোসের ছেলে ও পানামার সাবেক প্রেসিডেঃট মার্টিন তোরিজোস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ' এ অর্জনের কোনো ধরনের উল্টোযাত্রা শুধু আমাদের সংগ্রামকেই অসম্মান জানাবে না, বরং এ অর্জনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতিও অপমান করা হবে।'চুক্তিগুলোয় ৪০টির বেশি দেশ সমর্থন দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পানামা খালকে ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ খাল দিয়ে যেকোনো নৌযান চলাচলের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে একটা শর্ত রয়েছে। তা হলো নৌযানগুলোকে খালের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে চলতে হবে। আর যুদ্ধরত দেশগুলোর সামরিক নৌযান একই সময়ে একসঙ্গে খাল পার হতে পারবে না। ব্যবস্থাপনা-পানামা খালের ব্যবস্থাপনা মিসরের সুযেজ় খালের মতো নয়।

Name Change

I , Nasima Banu Mondal W/O- Sowkat Ali Mondal resident of Goda, Mondal Para, P.O.- Lakurdi, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'NASIM BANU' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 24/12/2024. That Nasima Banu Mondal and Nasim Banu both are same and one identical person.

Name Change

I, SAHA JAHAN MONDAL (Old Name) S/O AKKAS ALI MONDAL Residing at 99, Shekh Para Lane, P.o - Santragachi, P.s - Chatterjee Hat, District - Howrah, Pin - 711104 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SAHAJAHAN MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Government of West Bengal vide affidavit Dated 24-12-2024. SAHA JAHAN MONDAL (Old Name) and SAHAJAHAN MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sonali Shibaragatti (Old Name) W/o Abhishek Chandra Residing at 168, Bishalakshmi Tala Road, (Near Kishore Chankra Club), P.o - Parnasree Pally, P.s - Behala Now Parnasree, Kolkata - 700060 West Bengal India shall henceforth be known as Sonali Chandra (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit no 25863 Date 19-12-2024. Sonali Shibaragatti (Old Name)and Sonali Chandra (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Subhas Chandra Dutta (Old Name) S/o Jiban Gopal Dutta Residing at 118/1, Shaktinagar, Vivekananda Road, Barasat(M), District - 24 Pgs(N) Pin- 700124 W.B. India shall henceforth be known as Suvas Chandra Dutta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 42/2024 Dated 24-12-2024. Subhas Chandra Dutta (Old Name) and Suvas Chandra Dutta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Shyamali Sardar (Old Name) W/o Sunil Sardar Residing at Ambikanagar, Berachanpa, Debalaya, Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424 West Bengal India shall henceforth be known as Shyamali Sardar Biswas (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Barasat (Sadar) North 24 Parganas vide affidavit Date 20-12-2024. Shyamali Sardar (Old Name)and Shyamali Sardar Biswas (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Shantanu Karmakar alias Santonu Karmakar (Old Name) S/o Gadadhar Karmakar Residing at A 9/33, Kalyani, Vtc+P.o - Kalyani, District - Nadia, Pin-741235 W.B. India shall henceforth be known as Santanu Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 41/2024 Dated 24-12-2024. Shantanu Karmakar, Santonu Karmakar (Old Name) and Santanu Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Dipak Talukder (পুরাতন নাম) পিতা Birendra Lal Talukder ঠিকানা Sukanta Pally, Boral, Rajpur Sonarpur, District - 24 Pgs(S), Pin - 700154, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dipak Kumar Talukder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dipak kumar Talukder (নতুন নাম) ও Dipak Talukder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Subhamoy Malo (পুরাতন নাম) পিতা Bharat Malo ঠিকানা Santoshpur Govt-Colony, A Block, P.s - Maheshtala, District - 24 Pgs(S), Pin - 700142 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Subhamay Malo (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Subhamay Malo (নতুন নাম) ও Subhamoy Malo (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, সেখ একরাম আলী পিতা- মৃত কুদ্দুস আলী, সাং-মির্জাপুর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, আমার ছেলে রিয়াজ আহমেদ সেখ ও রিয়াজ আহমেদ একই ব্যক্তি এবং আমি সেখ একরাম আলী ও আকরাম আলী সেখ একই ব্যক্তি। আমার ছেলের এখন নাম হল রিয়াজ আহমেদ সেখ।

NAME CHANGE

I, Sekh Nasiruddin, S/o Jalaluddin, R/o Vill: Ishwaripur, P.O.: Nilganj Bazaar, P.S.: Rahara, District-North 24 Parganas, Pin-700121, shall henceforth be known as SK Nasir Uddin, S/o SK Jalal Uddin as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Barrackpore, North 24 Parganas vide affidavit Dated 09.12.2024. Sekh Nasiruddin & SK Nasir Uddin is same & identical person.

গরিব মানুষের হাতে চাল-আটা তুলে দিলেন কালনার রেশন ডিলার

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ নিজের মুনাফা লভ্যাংশ না দেখে মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে অফলাইনে গরিব মানুষের হাতে চাল-আটা সহ রেশন সামগ্রী তুলে দিলেন কালনার সোন্দলপুরের রেশন ডিলার, কালনা ১ ব্লকের সোন্দলপুরের রেশন ডিলার তরুণ কান্তি দাস, অনলাইনে রেশন হওয়ায় বিভিন্ন সময় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায় এই অনলাইনের মেশিনে দুটি অপশন আছে বলে জানান তরুণবাবুর এক কর্মচারী সায়ন দাস। তিনি বলেন এই মেশিনে দুয়ারে সরকার বলে একটি অপশন আরেকটি অফলাইন অপশনে আছে বলে জানান। দুয়ারে সরকার অফশনে ডিলাররা যে পরিমাণে কমিশন পান সরকারের কাছ থেকে অফলাইনে তার থেকে অনেক কম পান তারা, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই বিশেষত গরিব মানুষের কথা ভেবেই নিজের কমিশনের কথা না ভেবে অফলাইন অপশনে রেশন সামগ্রিক হাতে তুলে দিলেন কালনার কৃষ্ণপুর শিবতলায় মানুষজনদের। কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা বিজয় সেন, শেফালী সেনারা বলেন আমরা গরিব মানুষ আমরা এই চাল- আঠা নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুদিন সংসার চলে, রেশনে সঠিক পরিমাণ চাল- আটা পাই কিনা জানতে চাওয়া হলে বিজয় সেন নামে কৃষ্ণপুর গ্রামেরই বাসিন্দা বলেন এখনও পর্যন্ত কোনদিন কম মাল সামগ্রী আমরা পাইনি, পরিষেবা খুবই ভালো সোন্দলপুরের রেশন ডিলারের কাছে।

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বাশদহ বিলের পাড়ে খাল বিল চুনো মাছ, পিঠে পুলি ও প্রাণী পালন উৎসব উপলক্ষ্যে পদযাত্রায় উপস্থিত রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

রাজ্য রেশন গ্রাহকদের মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের খাদ্য দফতর সমস্ত রেশন গ্রাহকদের মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। চলতি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে যেসব রেশন গ্রাহক খাদ্য সংগ্রহ করছেন তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে হচ্ছে। এটা করলে তবেই ই-পস মেশিনে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এই মর্মে দফতরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে এখন থেকে মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত না- থাকলে গ্রাহকদের তা করতে হবে। অনেক গ্রাহকের মোবাইল নম্বর না-থাকার কারণে রেশন দোকানে অনাবশ্যক ভিড় হচ্ছে। তাই গ্রাহকদের স্বার্থেই এই নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শীতের স্নিগ্ধতায় পিকনিকে মেতে উঠেছে গড়বেতার গনগনি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামে পরিচিত গরবেতার গনগনিতে পর্যটকদের সমাহার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এক নম্বর ব্লকের গড়বেতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট্ট এক গ্রাম গনগনি। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর ধারে

অবস্থিত এই জায়গাটিকে 'বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন' বলা হয়। যদি উঁচুনিচু ভূমিরূপ আর জঙ্গল আপনার পছন্দের হয়, তা হলে ভালো লাগবে গনগনি। একদিকে কাজুবাদামের জঙ্গলে বনজোছনা অপরদিকে কাঁকরে ঢাকা গিরিখাত। একদিকে শিলাবতী নদীর স্নিগ্ধ শান্তভাবে বয়ে চলা অপরদিকে সবুজ শ্যামল অটবির মাঝে নীল আকাশের ভেতরে দিগন্তে সূর্যাস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা এনে দেবে এক আলাদা অনুভূতি। সূর্যাস্তের সময় শিলাবতীর রূপ মোহিত করতে পারে। তবে সেই দৃশ্য দেখতে হলে সূর্যাস্তের আগেই নদীখাত থেকে উপরে উঠে আসতে হবে। তবে শীতকালে এখানে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবগাহে একটু মনের আনন্দে পিকনিক করতে আসছেন। বর্তমানে গনগনিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ফুলের পার্ক, ওয়াচ টাওয়ার গড়ে উঠেছে, পরিবেশপ্রেমীদের জন্য।

ছাত্রীদের হস্টেলমুখী করতে পদক্ষেপ দুবরাজপুর ব্লক প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ ডিসেম্বর ঃ দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত যশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের KGBV (কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়) হস্টেল পরিদর্শন করলেন দুবরাজপুরের বিডিও রাজা আদক, দুবরাজপুর থানার ওসি আফরোজ হোসেন, দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বৃন্দদেব হেমব্রম, দুবরাজপুর দক্ষিণ চক্রের এসআই সৌরিশ চ্যাটার্জি সহ আরও অনেকে। ছাত্রীদের এই হস্টেলে আসন সংখ্যা ৭৫। তবে বর্তমানে ছাত্রী রয়েছে ১৫ জন। আর এই কম ছাত্রী থাকার কারণেই চিন্তায় রয়েছে ব্লক প্রশাসন। এই হস্টেলে থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা করা সবই বিনামূল্যে। তা সত্ত্বেও কেন ছাত্রীরা এখানে থাকতে চাইছে না তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে যান দুবরাজপুরের ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন। জানা গেছে, করোনা মহামারীর আগে এই হোস্টেলে ছাত্রীর সংখ্যা ৭৫ জনই ছিল। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে সেই ছাত্রীর সংখ্যা আর নেই। এত সুরক্ষা সত্ত্বেও কেন ছাত্রীর সংখ্যা কম? তাই নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। এদিন জেলা প্রশাসনের নির্দেশে দুবরাজপুর ব্লক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর, দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষরা সহ শিক্ষকদের নিয়ে একটি মিটিং হয়। তারপর ওই হাই স্কুলের পাশে থাকা ছাত্রীদের হস্টেল পরিদর্শন করেন প্রত্যেকে। ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা বলেন দুবরাজপুরের বিডিও এবং দুবরাজপুর থানার ওসি।

চা বাগানে দাপিয়ে বেড়াল হাতির দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির বানারহাটের হলদিবাড়ি চা বাগানে মঙ্গলবার সাতসকালে দাপিয়ে বেড়াল হাতির দল। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ পাশের মরাঘাট জঙ্গল থেকে প্রায় ১৫ টি হাতির একটি দল ঢুকে পড়ে চা বাগানের ২৫ নম্বর সেকশনে। মঙ্গলবার সকালবেলো বাগানে কাজে যোগ দিতে যাওয়ার সময় হাতির দলটিকে দেখতে পেয়ে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাতির দলে বেশ কয়েকটি শাবকও ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। খবর দেওয়া হয় বনকর্মীদের। বনকর্মীরা আসতে দেরি করায় বাগান শ্রমিকরা নিজেরাই বাজি ফাটিয়ে হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন।

ইনসিওরেন্স রিনিউয়াল নেই! এবার জাঁতাকলে পুলিসের গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৪ ডিসেম্বর ঃ রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল-সহ গাড়ির কাগজপত্র ঠিক না থাকলে গাড়িচালক সহ গাড়ি মালিকদের জরিমানা করা ট্রাফিক পুলিসের কাজ। মালবাজার শহর সহ বিভিন্ন এলাকাতেই আইন ভঙ্গকারীদের জরিমানা ধার্য করাটাই ট্রাফিক পুলিসের নিত্যদিনের কর্তব্য। আর এবার গাড়ির কাগজ ঠিক না থাকায় পুলিসের সরকারি গাড়িতেই জরিমানা ধার্য করতে কার্যত বাধ্য হলেন ট্রাফিক পুলিস কর্তারা। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার শহরে সুভাষ মোড় এলাকায়। রোজকার মতন এদিনও সুভাষ মোড় এলাকায় সকাল থেকেই কর্তব্যরত ছিলেন ট্রাফিক পুলিসের আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মীরা। সেই সময় বিন্নাগুড়ি থেকে একটি মারুতি গাড়িতে করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার সময় সামনে একটি বড় গাড়ি থাকায় সিগন্যাল ঠিকভাবে দেখতে পাননি চালক। আর তাতেই সিগন্যাল ভেঙে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যান চালক। সিগন্যাল লাল থাকায় গাড়িও থামান চালক। এরপরই গাড়িটিকে আটকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসের কর্মীরা। সুভাষ মোড় সংলগ্ন এলাকায় থাকার ট্রাফিক পুলিসের কিঅস্কে বসে তখন কর্তব্যরত আধিকারিক। গাড়িটিকে আটকে জরিমানা ধার্য করতে গেলেই সমস্যায় পড়তে হয় ট্রাফিক পুলিসকে। সিগন্যাল ভঙ্গকারী সেই মারুতি গাড়ি থেকে নেমে আসেন সেনাবাহিনীর হাসপাতালে কর্মরত রাজ মিশ্রা। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ আইন ভঙ্গন করলে ও গাড়ির কাগজ যদি সঠিক না থাকে তার বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করার অধিকার পুলিসের রয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন সুভাষ মোড় সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিক পুলিসের ব্যবহৃত সরকারি গাড়ির ইনসিওরেন্স আট বছর ধরে পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। সুতরাং সেই সরকারি গাড়িতেও জরিমানা ধার্য করতে হবে। তাঁর তোলা এই প্রশ্নে কার্যত বিড়ম্বনায় পরেন ট্রাফিক পুলিসের কর্তব্যরত আধিকারিক ও কর্মীরা। পুলিসের সঙ্গে বাগবিতন্ডার মধ্যেই সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায় ওই এলাকায়। এরপর পুলিসের ব্যবহার করা ওই সরকারি গাড়িরও জরিমানা করা হয়। এই প্রসঙ্গে সামরিক বাহিনীর হাসপাতালে কর্মরত ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, আইনের উর্ধ্বে কেউই নয়। আইন সকলের জন্যই সমান। সরকারি গাড়ির কাগজের সমস্যা রয়েছে। পরবর্তীতে ট্রাফিক পুলিসের তরফে দুটি গাড়ির ক্ষেত্রেই জরিমানা ধার্য করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত এই বিষয়ে ট্রাফিক পুলিস সূত্র মারফত জানা গেছে, রাস্তায় আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই রীতি। এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এদিনের সেনাবাহিনীর হাসপাতালে কর্তব্যরত ওই ব্যক্তির করা প্রতিবাদকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ওই এলাকায় ভিড় জমানো অনেকেই। তবে কেউই ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে না চাইলেও ওই ব্যক্তির চ্যালেঞ্জে ট্রাফিক পুলিস যে বিড়ম্বনায় পড়েছিল বলেই মত সকলের। তবে বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দফতরে ব্যবহার করা সরকারি গাড়িগুলির কাগজপত্র সঠিক সময়ে পুনর্নবীকরণ করা হয় না তা এদিনের ঘটনা থেকেও পরিষ্কার বলেই মত স্থানীয়দের।

পৌষমেলায় সূচি শিল্পে ওয়াল হ্যাঙ্গিংয়ে রাজ্যের সেরা প্রকল্প, মন কেড়েছে ক্রেতাদের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ ডিসেম্বর ঃ মা ঠাকুমার কাছে শেখা সূচিশিল্প আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে মমতাজ বেগমকে। বিশ্বক্ষুদ্র বাজারে প্রায় পঞ্চাশটি স্টলে হাতের কলকায় সমৃদ্ধ প্রতিটি সম্ভার যেন এক একটি নকসী কাঁথার কাহিনি। কথায় বলে, ব্যবসায়িক বুদ্ধি হাওয়া বুঝে চলে। সেই বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তাঁর লোকশিল্প সম্ভারে স্থান করে নিয়েছে রাজ্যের সেরা প্রকল্প কন্যাশ্রী থেকে সবুজসাথী। রেশমের কাপড়ে ডিজাইন করা নকশাই সুতোর সুতায় নিপুণ সূচিশিল্পে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন কন্যাশ্রীদের, সবুজসাথীদের। সেখানে লেখা রয়েছে প্রকল্পের নামও। এই প্রকল্পগুলো যাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত, রয়েছে তাঁর ছবিও। অর্থাৎ নিঁখুত হস্ত শিল্পে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ অবয়ব চিত্র। সম্প্রতি পৌষমেলার বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারের উদ্বোধন হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিধান রায়, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেন প্রমুখ বিশিষ্টরা। এই বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারের ২২ -২৩ নম্বর স্টলে আছে মমতাজ বেগমের হাতের কাজের জিনিস পত্রের বিপুল সম্ভার। কাঁথা স্টিচ, বুটিক শাড়ি থেকে দোপাট্টা সবই আছে সেখানে। জানা গেছে, শুধুমাত্র নিজের আর্থিক প্রতিষ্ঠালাভ নয়, বাইশশো মহিলাকে স্বনির্ভর করে তুলতে পেরেছেন মমতাজ বেগম। আর এই কাজে পাশে পেয়েছেন স্বামী আমজাদ মিঞা এবং ছোট ছেলে রবিউল মিঞাকে। কার্পাস ও রেশম সুতায় বোনা কাপড়ের কার্পাস-বোনা অংশে মুগা এবং তসর সিল্কে রিপু ও সাটিন ফোঁড়ে কাশিদার বুটি তোলা এমন অনেক নিপুন সূচি কর্মের সন্ধান রয়েছে এই স্টল গুলোতে। টান করে কাপড় সেঁটে তার ওপর সূচ দিয়ে সোনা- রূপার মতো ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো কারচব হস্তশিল্প মমতাজ বেগমের আঙুলের ইশারায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার নমুনা দেওয়াল সাজানোর জন্য বিভিন্ন হ্যাঙ্গিং ক্রাফ্‌টও। দেওয়াল ক্রাফ্‌টের কদর শিল্পরসিকদের কাছে বরাবরই আছে। তাঁর এই হস্ত শিল্পর স্বীকৃতিতে মমতাজ বেগম জেলা স্তরে ছয়বার পুরস্কৃত হয়েছেন। দু'দুবার সরকারি খরচে আমেরিকায় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। মমতাজ বেগমের বাড়ি বোলপুরের নতুন পুকুরে সাত নম্বর ওয়ার্ডে। তাঁর বড়ো ছেলে আহমেদ মিঞা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। আঠারো নম্বর ওয়ার্ডে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে তাঁর ওয়ার্কশপ আছে। সেখানেই বাইশশো মহিলা কাজ করেন। তিনি মাস্টার ট্রেণার হিসেবে বহু মহিলাকে হাতের কাজ শিখিয়ে তাঁদের আয়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন। কাপ। ও সুতো শিল্পীদের দেওয়া হয়। মমতাজ বেগমের স্বামী ও ছোট ছেলে কাপড়ের উপর নকশা এঁকে দেন। সেই নকশার উপর শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। একটি শাড়িতে এমব্রয়ডারি কাজ তুলতে একমাস থেকে তিনমাসও লাগে। প্রতি মহিলা গড়ে মাসিক তিন হাজার টাকা উপার্জন করেন, বলে তিনি জানান। নিজ প্রচেষ্টায় তাঁর মতো একজন মহিলার উত্তরণের কাহিনি গর্ব করার মতো বলে মন্তব্য করেন তাঁর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আভা লোহার।

তারক মালাকারকে বিজেপির সদস্য করতে বাড়িতে হাজির প্রাক্তন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযানে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে বিশিষ্ট শোলা শিল্পী তারক মালাকারকে বিজেপির সদস্য করতে তার বাড়িতে উপস্থিত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। তারকবাবু বিগত পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল শোলা শিল্পী সেই কারণে এইরকম গুণী শিল্পীদের বিজেপির সদস্য হিসেবে পাওয়া পরম পাওনা এমনটাই জানান সুভাষ সরকার। এদিন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল বিষয়ও বিশেষ বার্তা দেন প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছে তা সত্যি অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। এতে করে শিক্ষার প্রসার আরো বাড়বে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারকে অনুসরণ করার কোন প্রশ্ন এখানে ওঠে না তার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করে সুতরাং রাজ্য সরকারের সেভাবে ক্রেডিট নেওয়ার কোন জায়গা নেই।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Hybrid rooftop solar PV Plant work under 5th SFC fund in N.I.e.T. No.-13(3rd Call). Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **08/01/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender are hereby invited by the undersigned for Construction of Two nos of Boundary Wall under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-18(02)/2024-25, Dated: 24.12.2024. 2.** Bid submission start date: **24.12.2024 at 18:30 Hrs**. **3.** Bid submission closing date: **08.01.2025 at 10:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1013/EO/JLD-II, Dated: 24/12/2024
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-5(e)/EO/JLD-II/2024-25 dt.24.12.2024,** for 19 nos. scheme (**Tender ID : 2024_ZPHD_789946_1 to 2024_ZPHD_789946_19**), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **06.01.2025 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

e-Tender Notice

The Undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref. no.-**212/JGP/NIT/15th CFC/2024-25 Dt. 24.12.2024** from prospective bidders from **24/12/2024, 18.00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Jahannagarh G.P.

এসঅ্যান্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-৩৯-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখঃ ২০-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থান ঃ** লামডিং ডিভিশনের বদরপুর জং.- আগরতলা সেকশনে ইএলবি এবং ইমার্জেন্সি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সহ ০৮টি ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,৭৫,৬০,২৮৭.৪৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,৮৭,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ১৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice inviting e-Tender for NIT No-292/15th FC/Jangipara/24-25 for 06 nos. works & 293/PHE/Jangipara/24-25 for 02 nos. works by the undersigned through online mode(https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 31 Dec 2024 15:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

Notice Inviting e-Tender No – 13/2024-25 (2024_ZPHD_789518), 14/2024-25 (2024_ZPHD_789657), Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e- Tender for total 12 (twelve) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **31st December, 2024 at 18:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

পंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

বাঁশদ্রোণী শাখা
১ / ৫৩, নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭
ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২৪৭১০৭২৫ ইমেল আইডি ঃ c0669@psb.co.in

রেফ.ঃ ________ । ২০২৩-২৪ তারিখঃ ১৮ ।১২ ।২০২৪

পরিশিষ্ট IV
[বিধি ৮(১)]
দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ও সিন্দ ব্যাংক, বাঁশদ্রোনি শাখার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩ (২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনুমোদিত অফিসার হচ্ছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে ০১-০৭-২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা মিসেস লিলি দে এবং মিঃ শ্রাবণ চক্রবর্তীকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ২০,৬২,৪৫৯.৭৭ (১৬,৬৮,৭৩১.৩০/- এবং টাকা ৩,৯৩,৭২৮.৪৭ /-) (টাকা বাইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশত উনানত্তর সাতানব্বই) ৩০.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হযেছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর ধারা [৪] এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর এই ১৮ তম ডিসেম্বর ২০২৪-এর বিধি ৮ সহ পড়ুন।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) বিধানের জন্য, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য পাঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাঙ্কের যে কোনো পরিমাণ টাকা চার্জ করা হবে। ২০,৬২,৪৫৯.৭৭ (টাকা কুড়ি লাখ বাষট্টি হাজার চারশত উনষাট সাতাত্তর মাত্র) এবং সুদ।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ
ক. সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল যার মধ্যে রয়েছে আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-৪-এ অবস্থিত ফ্ল্যাট নং বি-৪, ৪ম তলায় এবং প্রিমিসেস নং ১৫১৮-এর নিচতলায় একটি গাড়ি পার্কিং স্থান। মাদুরদাহ, কলকাতা ৭০০১০৭, থানা- তিলজলা, কে এম সি এর অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৮, জেলা ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) এলাকায় ৯৬০ বর্গমিটার। (CS দাগ নং ৪১৭, খতিয়ান নং ১৪২, RS খতিয়ান নং ১৪২ এর অধীনে ২০১২ সালের জন্য বিক্রয় দলিল নং ০৯৬১৯) দ্বারা আবদ্ধ।
খ.
উত্তরেঃ ২০ ফুট কেএমসি রাস্তা
দক্ষিণেঃ প্লট নং ১৪৪৩ দ্বারা
পূর্ব দিকে ঃ কেএমসি রোডে
পশ্চিমেঃ প্লট নং ৪৮০ দ্বারা

তারিখঃ ১৮ ।১২ ।২০২৪ অথোরাইজড অফিসার
স্থানঃ কলকাতা (পাঞ্জাব ও সিন্দ ব্যাঙ্ক)

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/256

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: (1) Sinking of Tubewell and (2) Construction of Drain at 2 (Two) different places. Source of Fund: 15th FC (tied)/2024-25. Last date of submission of Bid on **31.12.2024 up to 5.00 PM**. Bid Opening Date on **04.01.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানাঃ গ্রামঃ-মেটেল, পোঃ-কনুইবাঁকা, থানাঃ-ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ৭৯ H.G., তারিখঃ ১৫ ।০৫।১৯৬১
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সকল সদস্য / সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৮।০১ ।২০২৫ তারিখ (শনিবার) সকাল ১১টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভার দিনে এই সমিতির আগামী পরিচালন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট কোনো সদস্য / ভোটার / প্রার্থী জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে।

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এবং
সমবায় পরিদর্শক, ধনিয়াখালী ডেভেলপমেন্ট ব্লক, হুগলী

তারিখ- ২০-১২-২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/022/E23/24-25/R
Name of work **: Repairs to footpath of Mirbahar Ghat Street and N.S. Road disturbed by Lightstorm Telecom Connectivity Pvt. Ltd. in Ward No.022.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,68,002.34.** Earnest Money **: Rs.3,370.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 04.01.2025 at 11 a.m.** The tender will be opened on : **07.01.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/EEC/XI/111/053/2024-2025/R
Name of work **: Maintenance work of pond with cleaning and removal of water hyacinth including weeds etc. at diff. places viz. near L-79 Gostatala New Scheme, N-12 Nivedita Park etc. in Wd.No.111 under Br-XI.** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.2,90,046.75.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
2. NIT No. : KMC/EEC/XI/111/060/2024-2025/R/BUSTEE
Name of work **: Removal of Silt from Drain & other allied works at diff. places in Bustee Area viz. Jamadarpara, Nathpara, Brahmapur Place & surrounding area in Ward No.111, Br.-XI.** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.2,83,333.62.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 30 Days (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of Submission of Bid **: 08.01.2025 at 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 10.01.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **28.12.2024 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The website **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/XIII/115/064/24-25/BS (1st Call)
Name of work **: Imp. of Passage/Road with C.Conc. works at bye lane of M.G. Road (Near Pre.No.63), Taramoni Ghat Road (Near Pre.No.27B) & 2 No.Subhas Park (Slum Area) in Ward No.115.** Work Value **: Rs.2,98,603.44.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
2. NIT No. : KMC/XIII/115/063/24-25/BS (1st Call)
Name of work **: Construction of U/G drainage system at bye lane of Taramoni Ghat Road (Slum Area) near Pre.No.27B in Ward No.115.** Work Value **: Rs.2,99,039.54.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
3. NIT No. : KMC/XIII/115/065/24-25/BS (1st Call)
Name of work **: Maint. of C.Conc. pavement at bye lane of Taramoni Ghat Road (Slum Area) in Ward No.115.** Work Value **: Rs.2,99,139.34.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 25 Days (for Sl.No.1 to 3).** Last date of Submission of Bid **: 07.01.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on **: 09.01.2025 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/IX/079/040/2024-2025/BUSTEE
Name of work **: Renovation of toilets within 49/5 K.M. Sarani Bustee in Ward No.79.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.1,98,836.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of bid **: 03.01.2025 at 12 noon.** Tender will be opened on **: 06.01.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 at 5 p.m.**
2. NIT No. : KMC/IX/071/070/2024-2025/BUSTEE
Name of work **: Repairing of bustee I.P. passage at 10, 12, 15, Rup Narayan Nandan Lane and different areas in Ward No.71.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,737.80.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
3. NIT No. : KMC/IX/071/074/2024-2025/BUSTEE
Name of work **: Repairing of bustee drainage at 10, 12, 16, Rup Narayan Nandan Lane and different bustees in Ward No.071.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.1,99,907.25.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**
4. NIT No. : KMC/IX/071/076/2024-2025/BUSTEE
Name of work **: Development of bustee I.P. Passage at 15, 51, 30 Dhirendra Nath Ghosh Road and different place in Ward No.071.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.3,99,849.90.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 60 Days (for Sl.No. 2 to 4).** Last date and time of submission of bid **: 04.01.2025 at 12 noon (for Sl.No.2 to 4).** Tender will be opened on **: 06.01.2025 at 12 noon (for Sl.No.2 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2 to 4).**
5. NIT No. : KMC/IX/075/042/2024-2025
Name of work **: Maintenance of 1st floor, staircase of Community Hall at 2, Shah Rajab Road in Ward No.75.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,54,928.42.** Earnest Money **: Rs.5,100.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
6. NIT No. : KMC/IX/075/048/2024-2025
Name of work **: Repairing of I.P. footpath and relaying of Kerb and Channel Stone along Janki Shah Road, Middle Road etc. in Ward No.75.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,78,055.18.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.**
7. NIT No. : KMC/IX/078/075/2024-2025
Name of work **: Repairing of sewerline at 33,35, 36E, 13/A Ekbalpore Lane 4/1/21, 4/3, B.K. Road, 3H, Mominpore Road, 12/1 Mayurbhanj Road in Ward No.78.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,91,508.68.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
8. NIT No. : KMC/IX/073/031/2024-2025
Name of work **: Repairing of I.P. passages at 101, 132 H M Road, 6,9, 10, 11, 15 K.B Lane 21 G.B Street, 49, 52, H.C. Street in Ward No.73.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,936.60.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
9. NIT No. : KMC/IX/073/032/2024-2025
Name of work **: Renovation of latrine at 2/2, 25, 28 H.C. Street, 4/3, 4/5 Katua Khati Lane, 19/1, 20, 20/1 S.S. Bose Row and etc. under Ward No.73.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,430.44.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
10. NIT No. : KMC/IX/073/034/2024-2025
Name of work **: Renovation of I.P. passages at 144A, 151 G.G Lane, 72, 72A Jadav Lane, 180B, 202/5 H.M. Road and etc. in Ward No.73.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.3,99,627.60.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.**
11. NIT No. : KMC/IX/073/035/2024-2025
Name of work **: Renovation of passages (I.P. and Paver Block) at 18, 145B S.S. Bose Row, 4, 7 Katua Khati Lane, 10 Bijoy Bosu Road, 9, 24 Madan Pal Lane and etc. in Ward No.73.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.3,99,767.34.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.6 to 11).** Last date and time of submission of bid **: 07.01.2025 at 12 noon (for Sl.No.5 to 11).** Tender will be opened on **: 09.01.2025 at 12 noon (for Sl.No.5 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **25.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 5 to 11).**
12. NIT No. : KMC/IX/077/049/2024-2025
Name of work **: Restoration of paver block footpath along Diamond Harbour Road from crossing of Orphangunge Road to C.G.R Road crossing in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,46,925.00.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
13. NIT No. : KMC/IX/077/016/2024-2025/D
Name of work **: Repairing of paver block footpath at 16 to 17, 26, 32A, Karl Marx Sarani and surrounding area damaged by W/S Department and other P.U Agency in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,98,500.57.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
14. NIT No. : KMC/IX/077/085/2024-2025
Name of work **: Improvement of sewer line at 29 Ekbalpore Road, 45 Karl Marx Sarani, 6 M.M. Ali Road etc. in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,98,673.72.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
15. NIT No. : KMC/IX/077/083/2024-2025
Name of work **: Improvement of sewer line at 33, Dent Mission Road, 45 Dr. S. Bose Road etc. in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.1,98,355.39.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**
16. NIT No. : KMC/IX/077/047/2024-2025
Name of work **: Repairing of I.P.S. Passage at 29B/H/4, 26/1A, Ekbalpore Road and surrounding area disturbed by W/S Department in Ward No.077.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,97,513.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
17. NIT No. : KMC/IX/077/088/2024-2025
Name of work **: Maintenance of sewer line 17C, 11/H/1/5, M.M. Ali Road, 1A, Ibrahim Road etc. in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.1,98,802.34.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.13 to 17).** Last date and time of submission of bid **: 04.01.2025 at 12 noon (for Sl.No. 12 to 17).** Tender will be opened on **: 06.01.2025 at 12 noon (for Sl.No.12 to 17).** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 12 to 17).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 17).**

1108/ 24-25

খেলরত্ন বিতর্ক, এ বার মুখ খুললেন মনুর কোচ জসপাল রানা

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বরঃ মনু ভাকের বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে। ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু মনোনয়নের তালিকায় রাখা হয়নি তাঁকে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তোলপাড় শুরু হয়েছে। খেলরত্ন পুরস্কার কমিটিকে অভিযুক্ত করেছেন অনেকে। অনেকে আবার দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। সব মিলিয়ে জোড়া অলিম্পিক পদক পাওয়া মনুকে ঘিরে সহানুভূতির হাওয়া সর্বত্র। হবে নাই বা কেন! অলিম্পিকে ইতিহাস তৈরি করার পর তাঁকে যদি পুরস্কার প্রত্যাশী হয়ে থাকতে হয়, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। এরই মধ্যে আবার মুখ খুলেছেন মনুর

কোচ জসপাল রানা। ভারতের শুটিংকে জনপ্রিয় করেছিলেন জসপাল। সাফল্যও দিয়েছিলেন। তিনিই আবার মনুর কোচ। ছেলেবেলা থেকে তৈরি করেছেন মনুকে। অলিম্পিকের মঞ্চে মনুর জোড়া পদকের সাফল্যের পিছনেও জসপাল। সেই তিনিই এ বার ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। তাঁর আগে অবশ্য মনুর বাবা রামকৃষ্ণ ভাকের প্রথম ফাঁস করে দিয়েছিলেন খবর। তিনি বলেছিলেন, ''আমার মেয়ে বলেছে, তা হলে আর খেলার কী দরকার ছিল! অলিম্পিকেই বা নামলাম কেন?'' মনুর এই মন্তব্য কিন্তু ঝড় বইয়ে দিয়েছে। জসপাল কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রক, সাই ও সর্বভারতীয় রাইফেল সংস্থাকে। জলপালের কথায়, ''যাবতীয় দায় ওদের। ওরা এটা বলল কী করে যে, মনু আবেদন করেনি। ভারতের প্রথম মেয়ে হিসেবে অলিম্পিক থেকে জোড়া পদক জিতে রেকর্ড করেছে। ওর নাম তো স্বাভাবিক ভাবেই আসবে! এটা তো অসম্মানের। কেন একজন সেরা অ্যাথলিট পুরস্কারের জন্য আবেদন করবে? যে কোনও পুরস্কার তো নিজে থেকে আসা উচিত। এ ভাবে কাউকে অস্বীকার করা যায়? এই নিয়মে অবিলম্বে বদল দরকার।'' কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সমালোচনার মুখে পড়ে কিন্তু বলে দিয়েছে, এখনও খেলরত্ন তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। তারপরও প্রশ্ন, তা হলে কি বিপাকে পড়েই উল্টো কথা বলতে শুরু করেছে সরকার?

সবুজ-মেরুন জার্সিতে আদৌ খেলবেন স্টুয়ার্ট?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ কথায় আছে, শেষ ভাল যার, সব ভাল তার। আপাতত চলতি বছরের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আগামী শনিবার (২৬ ডিসেম্বর) তারা পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবে। তবে এই ম্যাচে বাগানের তারকা বিদেশি গ্রেগ স্টুয়ার্ট আদৌ খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপারে বাগান সচিব দেবাশিস দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি কার্যত ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়েছেন। বললেন, ''ও আপাতত চোট সারিয়ে ফেরার চেষ্টা করছে। ফুটবলারের উপরও অনেককিছু নির্ভর করে। দলের ফিজিক্যাল ট্রেনাররা গোটা বিষয়টা দেখছেন। আশা করি, খুব শীঘ্রই ও ফিরে আসতে পারবে।'' প্রসঙ্গত, গত ম্যাচে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান। এই ম্যাচে মেরিনার্সরা ২-১ গোলে পরাস্ত হয়েছে। তার থেকেও বড় কথা, ম্যাচ চলাকালীন চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। এই অবস্থায় বাগানের উপর কার্যত অকালবৈশাখি ঝড় বইতে শুরু করেছে। পেত্রাতোস এবং গ্রেগ দুজনেই খেলাটা তৈরি করতে পারেন। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে পেত্রাতোস যে খেলবেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়েই গিয়েছে। এই অবস্থায় শনিবাসরীয় ম্যাচে যদি গ্রেগও

অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে কেউ খেলাটা তৈরি করতে পারবেন না। পাশাপাশি বলের সাপ্লাই পাবেন না জেমি ম্যাকলারেনও। বিষয়টা যে যথেষ্ট চাপের হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মোহনবাগানের চোটের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। পেত্রাতোসের পাশাপাশি চোট পেয়েছেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুও। সন্দেশ ঝিংগানের হাত লেগে চোখে চোট পেয়েছেন শুভাশিস। যদিও আশা করা হচ্ছে, পঞ্জাবের বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন। সোমবার মুখোশ পরে তাঁকে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছিল। এছাড়া চোটের তালিকায় নাম রয়েছে আশিক কুরুনিয়ানেরও। সূত্রের খবর, তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। সবমিলিয়ে পঞ্জাব ম্যাচ যে বাগান ব্রিগেডের কাছে অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে, তা বলা যেতেই পারে।

স্টার্ককে সামলাতে অনুশীলনে বিশেষ প্রস্তুতি যশস্বীর

মেলবোর্ন, ২৪ ডিসেম্বরঃ পার্থে প্রথম টেস্টে শতরান করে নজর কেড়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। কিন্তু সিরিজের বাকি ইনিংসগুলিতে তেমন রান পাননি তিনি। পাঁচটি ইনিংসের মধ্যে তিন বার মিচেল স্টার্কের বলে আউট হয়েছেন যশস্বী। তার মধ্যে দু'বার শূন্য রানে। এক বার ৪ রানে। তাই মেলবোর্নে নামার আগে স্টার্ককে সামলাতে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছেন যশস্বী। মঙ্গলবার মেলবোর্নে অনুশীলন করে ভারতীয় দল। অনুশীলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নেট ছাড়েননি যশস্বী। বাকি সকলে ফিরে গেলেও তিনি ব্যাট করেন। বাঁহাতি থ্রো-ডাউন বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে ব্যাট করেন যশস্বী। তাঁকে প্যাড লক্ষ্য করে বল করতে বলেন যশস্বী। কারণ, স্টার্কের ফুল লেংথের বলেই তিন বার আউট হয়েছেন যশস্বী। সেই লেংথে যাতে পরের টেস্টে সমস্যা না হয়, তারই প্রস্তুতি সেরেছেন তিনি। দলের অনুশীলন শেষ হওয়ার অনেক ক্ষণ পরে নেট ছাড়েন তিনি। অনুশীলন চলাকালীন কখনও গৌতম গম্ভীর, কখনও আবার বিরাট কোহলির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় যশস্বীকে। পার্থে প্রথম টেস্টে স্টার্কের বলে শূন্য রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান করেছিলেন তিনি। স্টার্কের একটি বল ফ্লিক করে ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। তার পরে মজা করে স্টার্ককে জানিয়েছিলেন, তাঁর বল খুব ধীর গতিতে হচ্ছে। স্টার্ক পরে জানিয়েছিলেন, যশস্বীর কথা বুঝতে পারেননি তিনি। পরের টেস্টের প্রথম ইনিংসে যশস্বীকে শূন্য রানে আউট করে স্টার্ক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর মজার জবাব দিয়েছেন তিনি। স্টার্কের বলে ব্রিসবেনে যশস্বী যে ভাবে আউট হয়েছিলেন তা মেনে নিতে পারেননি সুনীল গাভাসকর। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, ''এটা কোনও শট হল! প্রতিপক্ষ ৪৪৫ রান করেছে। ওপেন করতে নেমে কয়েকটা বল তো ওর খেলা উচিত ছিল। যে বলটা ও ফ্লিক করার চেষ্টা করেছে সেটা ওই লেংথের বলই ছিল না। বাচ্চাদের মতো শট খেলে যশস্বী আউট হয়েছে। ওকে আরও পরিণত হতে হবে।'' মেলবোর্নে যশস্বীর অনুশীলন থেকে পরিষ্কার, স্টার্ককে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। যাতে আগামী দুই টেস্টে স্টার্কের বল খেলতে তাঁর সমস্যা না হয়, সেই প্রস্তুতিই সারছেন তিনি।

ও কিন্তু আধুনিক গ্রেট, বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন রোহিত

মেলবোর্ন, ২৪ ডিসেম্বরঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি সবসময়ই ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ সিরিজ হিসেবে পরিচিত। এই সিরিজের মধ্য দিয়ে দুই দল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিযোগিতা করে, আর এবারের সিরিজও সেই রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। ১-১ ব্যবধানে সমতায় থাকা এই সিরিজের পরবর্তী দুটি টেস্ট, বিশেষ করে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বক্সিং-ডে টেস্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানেই সতীর্থ বিরাট কোহলিকে নিয়ে প্রশংসা করতে দেখা গেল ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। বর্তমানে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ফর্ম নিয়ে আলোচনা চলছে। তবুও রোহিত নিজে কোনো চাপ নিচ্ছেন না। তাঁর মতে, এই ধরনের চাপের মধ্য দিয়ে যেকোনো খেলোয়াড়কেই নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। রোহিত বলেন, ''ক্রিকেটের এসব চাপের মধ্য দিয়েই ভালো খেলা যায়। আমরাও জানি আমাদের শক্তি কোথায় এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামবো।'' অন্যদিকে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির ফর্ম নিয়েও আলোচনা চলছে। কোহলি সিরিজে একটি সেঞ্চুরি পেলেও, বাকি ইনিংস গুলোতে তাঁর রান ২৬ এর বেশি হয়নি। অফসাইডে পাতা ফাঁদে বারবার আউট হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে রোহিত কোহলির সম্পর্কে বলেন, ''কোহলি আধুনিক সময়ের সেরা ক্রিকেটার। তার জন্য এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা কোনো ব্যাপার নয়, তিনি নিজেই সমাধান খুঁজে নেবেন। এই ধরনের মন্তব্য কোহলির প্রতি রোহিতের পূর্ণ আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করে।'' কিন্তু শুধু কোহলি নয়, ফর্মে ঘাটতি দেখা গেছে রোহিতেরও। ওপেনিংয়ের জায়গা কেএল রাহুলকে দিয়ে নিজের ব্যাটিং পজিশন বদলে ষষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছেন তিনি। এই বিষয়ে রোহিত বলেছেন, ''কারও ব্যাটিং পজিশন নিয়ে আলোচনা করা আমাদের টিম মিটিংয়ের বিষয়, এই মুহূর্তে সাংবাদিক সম্মেলনে সেটা আলোচনার বিষয় নয়। তিনি আরও জানান, দলের জন্য যা ভালো হবে, সেটাই হবে।'' বর্তমানে সিরিজের ফল ১-১, এবং মেলবোর্ন টেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। রোহিতের মতে, সিরিজে ফলাফল এমনটাই হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ''অ্যাডিলেডে আমরা কিছুটা পিছিয়ে ছিলাম, আর ব্রিসবেনে খেলা না হওয়ার কারণে সিরিজ এখন ১-১। কিন্তু এতে বোঝা যাচ্ছে যে, দুই দলই ভালো ক্রিকেট খেলেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য মেলবোর্নে ভালো খেলা, ব্যাট-বলে সেরা ফল আনা, আর ভালো ক্যাচ ধরার মতো মৌলিক কাজগুলো ঠিকভাবে করা।'' অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ এসেছে। মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টের জন্য অনুশীলনের সময় ভারতীয় দল পুরনো পিচে অনুশীলন করেছে। এই পিচগুলোতে কম বাউন্স ছিল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নতুন পিচ প্রস্তুত করেছে, যেখানে অনেক বেশি উঁচু বাউন্স থাকবে। ভারতীয় বোলার আকাশ দীপ জানাচ্ছেন যে, পুরনো পিচে অনুশীলন করতে গিয়ে রোহিত শর্মার বাম হাঁটুতে একটি বল লেগেছিল, তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কোনো উদ্বেগ নেই। আকাশ আরও বলেন, ''পুরনো পিচে খেলা ছিল কঠিন, বিশেষ করে সাদা বলের জন্য যে পিচগুলো তৈরি হয়, সেখানে কম বাউন্স ছিল।'' রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, তারা গত দুই দিন পুরনো পিচে অনুশীলন করেছেন এবং মঙ্গলবার নতুন পিচে অনুশীলন করবেন। তিনি বলেন, ''নতুন পিচে অনুশীলন করে আমরা আমাদের প্রস্তুতি সঠিকভাবে নেব এবং দেখা যাবে মাঠে গিয়ে আমরা কেমন পারফর্ম করি।'' এখন মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের দিকে নজর রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। দুই দলের জন্যই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট, যেখানে তারা নিজেদের শক্তি প্রমাণ করার সুযোগ পাবে। ভারতীয় দলের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ হবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের শক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তারা সিরিজের দ্বিতীয় অর্ধে নিজেদের প্রমাণ করতে পারে এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে পারে। অশ্বিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোয় অশ্বিনের বিকল্প হিসেবে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া তনুষ কোটিয়ানকে। কেন কুলদীপ যাদব বা অক্ষর প্যাটেল নয়? সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রশ্নের মুখেই পড়লেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অশ্বিনের মতো তনুষও অফস্পিনার-অলরাউন্ডার। রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। ভারত এ দলের হয়েও খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে তনুষের। ভারত এ দলের হয়ে কয়েক সপ্তাহ আগেই অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন। সেখানে ৪৪ রান এবং ১টি উইকেটও নিয়েছিলেন। সে কারণেই কি তনুষকে নেওয়া হয়েছে? সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা বলেন, ''মাসখানেই আগেই তনুষ এখানে এসেছিল। কুলদীপের ভিসা রেডি নেই। আমরা দ্রুত কাউকে চাইছিলাম। তনুষ প্রস্তুত ছিল, এখানে খেলেওছে। যাই হোক, ভিসার বিষয়টা মজা করলাম। তনুষ ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করছে। মেলবোর্ন কিংবা সিডনিতে যদি দুই স্পিনার খেলাতে হয়, আমরা একজন ব্যাক আপ চাইছিলাম।'' অক্ষর প্যাটেল কিংবা কুলদীপকে কেন যোগ করা যায়নি, তার আসল কারণও খোলসা করেন রোহিত। বলেন, ''কুলদীপের হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছে, ও একশো শতাংশ ফিট নয়। অক্ষর সদ্য বাবা হয়েছে। সে কারণে ও এই সময়টা পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে চায়। তনুষই আমাদের কাছে সেরা বিকল্প ছিল।''

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণা আইসিসির, ভারত-পাকিস্তান মহারণ দুবাইতে

দুবাই, ২৪ ডিসেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যে হাইব্রিড মডেল-এ হবে তা আগেই জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। এ বার ঘোষিত হয়ে গেল প্রতিযোগিতার সূচিও। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল ৯ মার্চ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ কবে হবে সে দিকে নজর ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। ২৩ ফেব্রুয়ারি হবে সেই খেলা। দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি গ্রুপ রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে মোট আটটি দল খেলবে। একটি গ্রুপে রয়েছে- ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নিউ জিল্যান্ড। অপর গ্রুপে রয়েছে- অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান। মঙ্গলবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করেছে। প্রথম ম্যাচ ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। ৪ মার্চ হবে প্রথম সেমিফাইনাল। সেই ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। অর্থাৎ, ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে তা হলে তারা প্রথম সেমিফাইনালেই খেলবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৫ মার্চ লাহোরে। ফাইনাল ৯ মার্চ। যদি ভারত ফাইনালে ওঠে তা হলে সেই খেলা হবে দুবাইয়ে। যদি না ওঠে তা হলে লাহোরে হবে ফাইনাল।

বক্সিং ডে টেস্টে নেই ট্রাভিস হেড? অজি কোচ বললেন 'ওকে নিয়ে চিন্তা নেই'

মেলবোর্ন, ২৪ ডিসেম্বরঃ গত দু-বছরের নিরিখে ধরলে, অজি দলে ভারতের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠেছেন ট্রাভিস হেড। ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালই হোক আর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত ও ট্রফির মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছিলেন ট্রাভিস হেডই। চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতেও বিধ্বংসী পারফরম্যান্স। তবে ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে রান পাননি। গাব্বায় দ্বিতীয় ইনিংসে অজি ব্যাটিংয়ের সময় দেখা যায়, রান নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন ট্রাভিস হেড। তাঁর

হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যা রয়েছে। যা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে অজি শিবিরে। ট্রাভিস হেডের কী পরিস্থিতি, খোলসা করলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। চলতি সিরিজে তিন ম্যাচে পাঁচ ইনিংসে ৪০৯ রান করেছেন ট্রাভিস হেড। এর মধ্যে দুটো সেঞ্চুরি এবং একটি হাফসেঞ্চুরি। ব্যাটিং গড় ৮১.৮০। তাঁকে নিয়ে অজি কোচ বলছেন, ''ওকে আরও একটু পরিশ্রম করতে হবে। এই মুহূর্তে যদিও খুব একটা চিন্তা নেই।'' তা হলে কি হেড খেলবেন তা নিশ্চিত বলা যায়? এর উত্তরে ম্যাকডোনাল্ড বলছেন, ''আমিও নিশ্চিত নই। ওর ট্রেনিং দেখতে হবে। আমি আত্মবিশ্বাসী, হেড খেলবে।'' সোমবার প্র্যাক্টিস করেননি ট্রাভিস হেড। মঙ্গলবারও হালকা অনুশীলন। ম্যাচের আগের দিন হয়তো পরিস্থিতি আরও ভালো বোঝা যাবে। ট্রেনিংয়ে যে টুকু দেখেছেন, সেই প্রসঙ্গে যোগ করেন, ''ওকে ব্যাটিং অনুশীলনে সাবলীলই লাগছিল। তবে ওকে খেলালে কতটা ঝুঁকি হতে পারে, আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছি। আমার তরফ থেকে আপাতত ওকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা নেই।' সিরিজের এটি চতুর্থ ম্যাচ। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের পর নিউ ইয়ার টেস্ট হবে সিডনিতে। মেলবোর্নে হেডকে খেলালে এবং চোট বাড়লে আরও সমস্যায় পড়বে অস্ট্রেলিয়া। যে কারণে এখনই যে হেডের চিত্রটা দু-শো শতাংশ পরিষ্কার, বলা যায় না।

চোটের কবলে কেরালা ব্লাস্টার্সের দাপুটে ফুটবলার জেসুস জেমিনেজ

তিরুঅনন্তপুরম, ২৪ ডিসেম্বরঃ মোহনবাগান ম্যাচে এগিয়ে গিয়ে আসেনি জয়। শেষ মুহূর্তে রক্ষণভাগের ভরাডুবিতে হারতে হয়েছিল সেই ম্যাচ। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। সেই হতাশা কাটিয়ে গত রবিবার নিজেদের ঘরের মাঠে কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করেছে আদ্রিয়ান লুনারা। যারফলে অনায়াসেই তাঁরা পিছনে ফেলে দিয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে। এবার সেই ধারা বজায় রাখাই লক্ষ্য দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের। এখন দিন কয়েকের বিশ্রাম। তারপর আগামী রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে জামশেদপুর এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে কেরালা। ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি যে কতটা ভয়ানক হতে পারে সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সবদিক মাথায় রেখেই নিজেদের প্রস্তুত করছেন কোয়ামি পেপরা থেকে শুরু করে রাহুল কেপিরা। তবে এক্ষেত্রে চিন্তায় রাখছে দলের তারকা ফুটবলারের চোট সমস্যা। বলাবাহুল্য, গত মহামেডান ম্যাচে দল মাঠে নামার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির সময় চোটের কবলে পড়তে হয়েছিল জেসুস জেমিনেজকে। যারফলে তাঁকে বাদ দিয়েই প্রথম একাদশ সাজাতে হয়েছিল দলের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচকে। সেক্ষেত্রে প্রথম থেকেই মাঠে ছিলেন কোয়ামি পেপরা। গত ম্যাচে সহজ জয় আসলেও জামশেদপুরকে আটকানো যে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং সেটা ভালো মতোই বুঝতে পারছেন সকলে। তবে এসবের মাঝেই সকলকে চিন্তায় রাখছে জেসুসের চোট। আসলে সেই সময় অনুশীলন চলাকালীন উরুতে চোট এসেছিল এই স্প্যানিশ ফুটবলারের। সেই সময় তেমন কিছু বোঝা না গেলেও পরবর্তীতে বোঝা যায় চোটের গভীরতা। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বর্তমানে তাঁর চোটের যা

পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী আগামী বেশ কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে এই তারকা ফুটবলারকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলবে দলের আক্রমণভাগে। সেক্ষেত্রে আদ্রিয়ান লুনার পাশাপাশি নোয়া সাদাউদের উপরেই দেওয়া হতে পারে দলের বাড়তি দায়িত্ব।

রোনাল্ডোর প্রশ্ন, 'মেসি আমার চেয়ে সেরা, এই কথা কে বলেছে'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সর্বকালের সেরার প্রশ্নে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘিরে দুই ভাগ হয়ে যেতে দেখা যায় ফুটবল-বিশ্বকে। কারও রায় মেসির পক্ষে থাকলে কেউ এগিয়ে রাখেন রোনাল্ডোকে। মেসি-রোনাল্ডোর শ্রেষ্ঠত্বের এই বিতর্কে অনেক সময় কোচ ও খেলোয়াড়দেরও বিভক্ত হতে দেখা যায়। এবার স্বয়ং রোনাল্ডোর সামনেই উঠল এই বিতর্ক। যেখানে একজনকে রোনাল্ডোর চেয়ে মেসিকে সেরা দাবি করতে দেখা যায়। এ সময় পাল্টা প্রশ্ন করে রোনাল্ডো জিজ্ঞেস করেন, 'মেসি আমার চেয়ে সেরা, এই কথা কে বলেছে?' মেসি এবং রোনাল্ডোকে নিয়ে এই আলাপের পুরোটাই অবশ্য হয়েছে হাস্যরসের মধ্যে। কিছুদিন আগে নিজের ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে হাজির হন রোনাল্ডো। যেখানে তিনি জুটি বেঁধেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সাবস্ক্রাইব হওয়া ইউটিবার মিস্টার বিস্টের সঙ্গে। এর মধ্যে তাঁরা দুজন যৌথভাবে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সোমবার তেমনই একটি ভিডিও আরও তিনজনকে দাঁড়াতে দেখা যায়। আর ভিডিওর শিরোনাম দেওয়া হয়, 'রোনাল্ডোকে থামাতে কতজন গোলরক্ষকের প্রয়োজন?'

পোস্ট করা হয়েছে আল নাসর তারকার চ্যানেলে। যেখানে মার্কিন ইউটিউবারের সঙ্গে পেনাল্টি শট নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এ সময় রোনাল্ডোর শট ঠেকাতে গোলপোস্টের সামনে বিস্টসহ সেই ভিডিওতেই এক বন্ধুর দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে মিস্টার বিস্ট বলেন, ''নোলান বলেছে, সে তোমাকে পছন্দ করে না। সে মনে করে তুমি গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) না। সে মনে করে মেসিই সেরা। সে এটাকে (ফুটবল) সকার বলে ডাকে এবং মেসিকে সর্বকালের সেরা বলে।' বিস্টের এ কথায় বাকি দুজনকেও সমর্থন দিতে দেখা যায়। এই কথা শুনে প্রতিক্রিয়ায় প্রাক্তন এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা বলেন, ''কে বলেছে মেসি আমার চেয়ে সেরা?' এই কথা বলার পর অট্টহাসিতে মেতে উঠতে দেখা যায় রোনাল্ডোকে। এরপর রোনাল্ডো এসে পেনাল্টি শটও নেন এবং তিনি বলও মারেন নোলান যেদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেদিকে। রোনাল্ডোকে দৌড়ে আসতে দেখে ভয়ে এ সময় একরকম মাটিতেই বসে পড়েন নোলান। আর শট নিয়ে পোস্টের ওপরের কোনা দিয়ে বল জালে জড়ান রোনাল্ডো। পেনাল্টি শেষে সবাই মিলে আল নাসর তারকার সঙ্গে ছবিও তোলেন। ভিডিওর পরের অংশে রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা যায় বিস্টকে। যেখানে বিস্ট বলেন, ''রোনাল্ডো আজকে আমাকে সিউ উদযাপন (রোনাল্ডোর বিশেষ উদযাপন) করা শেখাবে।'' এরপর রোনাল্ডো সিউ করে দেখান বিস্টকে।

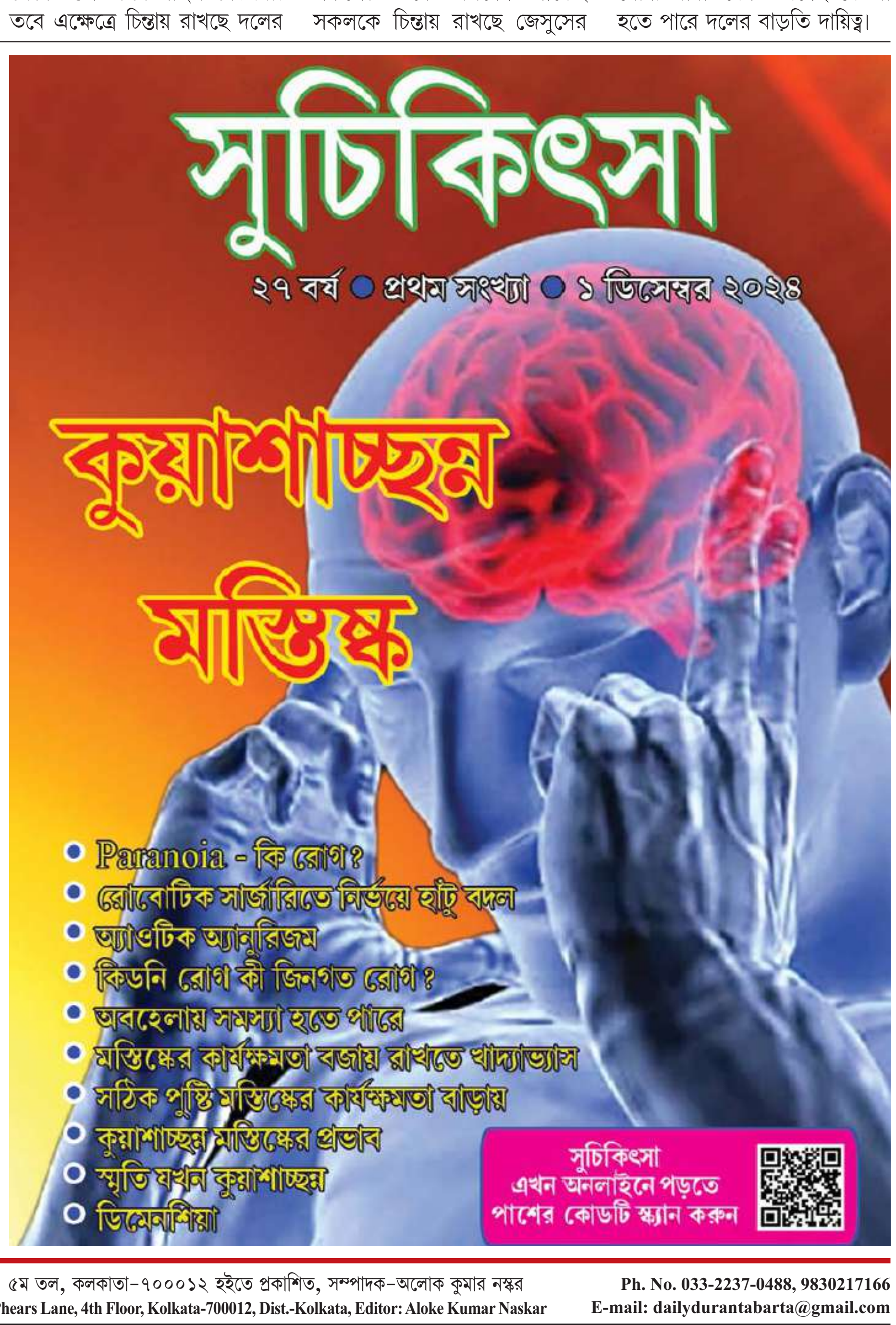

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com